জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সহায়িকা

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)

প্রথম শ্রেণি

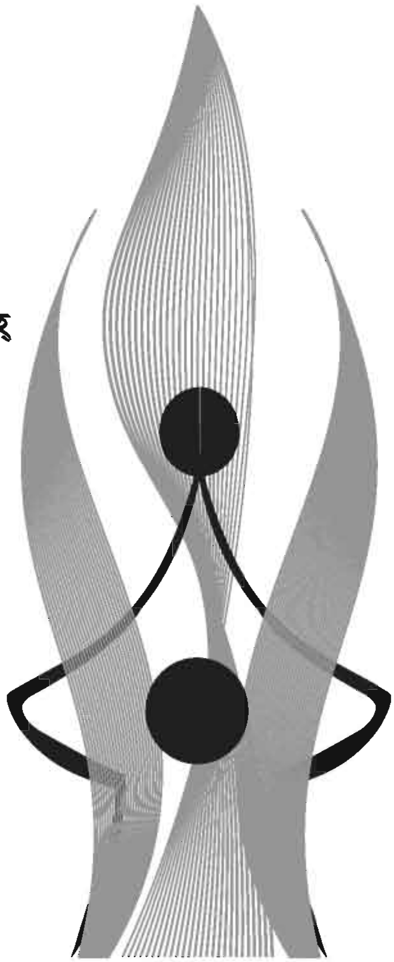

লেখক ও সম্পাদক

ড. শাহজাহান তপন
কানিজ সৈয়েদা বিনতে সাবাহ্

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
স্বপন চারুশি

সমন্বয়কারী
শাহ্ তাসলিমা সুলতানা

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে **পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তাই শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ে পাঠের বিষয়বস্তু, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকার শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অর্জন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

শিশুর শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবেশ থেকে। সে পরিবেশ হতে পারে তার পরিবারের পরিবেশ বা পরিবারের বাইরের পরিবেশ। বাইরের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তার সমাজের পরিবেশ ও আশপাশের প্রকৃতির পরিবেশ। সুতরাং শিশু শেখে তার পরিবার থেকে, তার সমাজ থেকে ও তার আশপাশের প্রকৃতি থেকে। এ কারণেই পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাজ ও বিজ্ঞানের জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিক্ষাকে সমন্বিত করে শেখাতে বলা হয়েছে। কারণ এই বয়সের শিশুদের সমাজ ও প্রকৃতিকে পৃথক করে উপলব্ধি করার সামর্থ্য গড়ে ওঠে না।

প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির জন্য পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক থাকলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক না রাখার কথা বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) শিক্ষাদনের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সহায়িকার নাম দেওয়া হয়েছে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)।

এখানে সমাজ, পরিবেশ, দেশ ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক বা একাধিক পাঠ রয়েছে। পাঠের সাথে এর শিখনফল, শিক্ষা-উপকরণ, শিখন শেখানো কার্যক্রম, পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়নের জন্য কী কী প্রশ্ন ও কর্ম থাকতে পারে তা দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে যেসব শিখন শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ ও মূল্যায়ন উপকরণ দেওয়া হয়েছে তা নমুনা মাত্র। পাঠের শিখনফল আরও ভালোভাবে অর্জনের জন্য আপনি এগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উৎকর্ষসাধন করতে পারেন।

যে কোনো শিখন শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষা-উপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মানুষ শুনে শেখার চেয়ে দেখে ভালো শেখে। যে শেখা বেশি দিন মনে থাকে এবং অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং শিখন শেখানো কাজে শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনি অবশ্যই তা করবেন।

প্রতিটি পাঠে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে তা পাঠে বলে দেওয়া হয়েছে এবং এই উপকরণ বইয়ের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া আপনি যদি অন্য কোনো উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাহলে তা নিজে সংগ্রহ বা তৈরি করে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে পারেন। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষে বাস্তব উপকরণ এনে বা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে বাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে পারেন। তাতে শিক্ষা আনন্দদায়ক ও কার্যকর হবে।

পাঠের শেষে মূল্যায়নের জন্য যেসব প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে মনে রাখবেন এগুলো নমুনা প্রশ্নপত্র। আপনি নিজে আপনার পছন্দ মতো প্রশ্ন তৈরি করে বা কোনো কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে মূল্যায়নের প্রশ্ন যেন শিখনফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

শিশুদের শেখানোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে শিশুরা দেখে হাতে-কলমে কাজ করে ও প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে ভালোভাবে শেখে। এ শেখা অন্যভাবে শেখার চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়। সুতরাং শিশুদের পাঠের সাথে যত বেশি সংশ্লিষ্ট করতে পারবেন, যত বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারবেন, শিখন তত ভালো, দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে।

শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলুন। শিশুরা যেন আনন্দের সাথে শিখতে পারে সেভাবে শিখনকার্য পরিচালনা করুন। আপনাদের সে যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা আছে এবং আপনারা তা পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	আমাদের পরিবেশ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু	৬
তৃতীয় অধ্যায়	নিজ পরিবেশের জড় ও জীব	১০
চতুর্থ অধ্যায়	আমরা সবাই সমান	১৯
পঞ্চম অধ্যায়	আমার পরিবার	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	পরিবার ও আমাদের কাজ	৩৬
সপ্তম অধ্যায়	চারপাশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনা	৪০
অষ্টম অধ্যায়	পানির ব্যবহার ও উৎস	৪৪
নবম অধ্যায়	আমাদের খাদ্য	৪৭
দশম অধ্যায়	মানুষের সাধারণ রোগ	৫১
একাদশ অধ্যায়	এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি	৫৪
দ্বাদশ অধ্যায়	বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুর্ঘটনা	৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত	৬৬
চতুর্দশ অধ্যায়	আমাদের বাংলাদেশ : জাতীয় দিবস ও জাতীয় বিষয়সমূহ	৭৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	তথ্যপ্রযুক্তি	৯০
ষোড়শ অধ্যায়	পরিবারের লোকসংখ্যা ও পরিবেশের ওপর প্রভাব	৯২

প্রথম অধ্যায়

আমাদের পরিবেশ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১.১ বিদ্যালয়, বাড়ি/বাসা ও আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিভিন্ন উপাদানের নাম বলতে পারবে।

শিখনফল :

১.১.১ বাড়ি/বাসা, বিদ্যালয়ের ও আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখানে কী কী আছে তা বলতে পারবে।

১.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করে নাম বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–৩

পাঠ– ১ : শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ

শিখনফল :

১.১.১ বাড়ি, বিদ্যালয়ের ও আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখানে কী কী আছে তা বলতে পারবে।

১.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করে নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. শ্রেণিকক্ষের ভিতরের পরিবেশ (১ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু : (শুধু শিক্ষকের জন্য)

আমরা যেখানে বাস করি তার চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এই পরিবেশ গঠিত হয়। যেমন– মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি, পানি, আলো, বাতাস, বাড়িঘর, স্কুল।

আবার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান আমাদের জীবন ধারণের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। লোকজন, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, বাড়ি-ঘর, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট নিয়েও পরিবেশ গঠিত হয়। আমাদের পরিবেশের উপাদানগুলোর কিছু আমরা প্রকৃতি হতে পাই। আবার কিছু উপাদান মানুষ তৈরি করে। মানুষের তৈরি উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। সুতরাং সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা ও বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

শ্রেণিকক্ষ সামাজিক পরিবেশের একটি উপাদান। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্তব্য। শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

আজ তাদের বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণিতে ১ম দিনের ১ম পাঠ। সুতরাং সকলের সঙ্গে আন্তরিকতার সাথে সম্ভাষণ করুন, কুশলাদি বিনিময় করুন। তাদের ২ জন করে জোড় বাঁধতে বলুন এবং নিচু স্বরে আলাপ করতে বলুন, বন্ধুর নাম কী? বাসা কোথায়? সে কী পছন্দ করে-এসব বিষয়গুলো নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলাপ করতে বলুন। সময় ৫ মি.। এবার প্রতি জোড়কে নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে বন্ধুর নাম, তার পছন্দের বিষয় বলতে বলুন (এক বন্ধু তার অপর বন্ধুর পরিচয় বলবে)। এভাবে সকলের পরিচয় জেনে নিন এবং সবাইকে জানিয়ে দিন। তারপর নিজের পরিচয় দিন।

এবার শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। প্রশ্ন করুন,তারা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কী কী দেখতে পাচ্ছে? উত্তরগুলো এক এক করে বোর্ডে লিখে রাখুন। তাদের পর্যবেক্ষণকৃত কিছু বিষয় বাদ পড়ে গেলে আপনি বলে দিন। এবার পর্যবেক্ষণকৃত তালিকা পড়ে শোনান। বলুন, আজ শ্রেণিতে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সবাই মিলে সেগুলোর নাম বলি। শ্রেণিকক্ষের ছবি প্রদর্শন করুন। ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে তা বলতে বলুন। বলুন এটা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ। আগামীকাল সবাই নিজ নিজ বাসায় কী কী আছে,এর আশপাশে কী কী আছে তা দেখে এসে বলবে।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থী তার নিজ নিজ বাড়িতে ও তার আশপাশে কী কী আছে তা পর্যবেক্ষণ করে বলবে (পরের দিন)

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমরা এখন কোথায় আছি?
- এখানে কে কে আছে?
- শ্রেণিকক্ষে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি?
- এবার প্রদর্শিত চিত্রটি পুনরায় প্রদর্শন করে প্রশ্ন করুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ২ : আমাদের বাড়ি ও পরিবেশ

শিখনফল :

১.১.১ বাড়ি/বাসা, বিদ্যালয়ের ও আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখানে কী কী আছে তা বলতে পারবে।

১.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করে নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বাস্তব উদাহরণ

২. বাড়ির চিত্র (৩৬ নং চিত্র), (শহরের বাড়ি, গ্রামের বাড়ি), বাড়ির আশপাশের চিত্র (৪ নং চিত্র), গ্রামের ও শহরের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য (৩ নং চিত্র)।

বিষয়বস্তু: (শুধু শিক্ষকের জন্য)

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঘরবাড়ি ও এর আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা খুব জরুরি। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বসবাস- এই কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয়। পানি, বাতাস, মাটি, নদীনালা, খালবিল, পশুপাখি ইত্যাদি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। মানুষের তৈরি উপাদান এবং সৃষ্টিকর্তার তৈরি পরিবেশের উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সৃষ্টিকর্তার তৈরি। এগুলোকে সংরক্ষণ করা খুব দরকার। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি এ জন্য আমাদের যত্নশীল হওয়া দরকার। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি উপাদানের গুরুত্ব আছে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি নিবিড়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর তাদের বাসায়/বাড়িতে এবং এর আশপাশে কী কী দেখেছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করুন এক এক করে। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। আপনার কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পেলে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন। এবার তাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের হাত ধরিয়ে দিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে মাঠে নিয়ে যান এবং তাদের চারপাশে যা যা আছে তা ভালো করে দেখে নিতে বলুন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন ও প্রশ্ন করুন।

- তোমরা কী কী দেখেছ?
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী কী দেখেছ বল?
- বাসায় কী কী দেখেছ?
- বাসার আশপাশে কী কী দেখেছ বল?
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে যা যা দেখেছ এর বাইরেও কী একই রকম জিনিস দেখেছ?
- দুটো পরিবেশ কী এক রকম?
- বাসা/বাড়ি, স্কুল, শ্রেণিকক্ষের জিনিসগুলো কী একই ধরণের?

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষার্থী তার নিজ বাসার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে আসবে ও নাম বলবে।
২. স্কুল থেকে বাসায়/বাড়িতে ফেরার পথে মনোযোগ দিয়ে বিদ্যালয় ও এর আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং পর্যবেক্ষণকৃত উপাদানগুলোর নাম বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমার বাসায়/বাড়িতে কী আছে?
- বাসার/বাড়ির আশপাশে কী আছে?
- বাসার ভিতর এবং বাসার বাইরে কী একই রকম জিনিস দেখা যায়?
- বিদ্যালয়ের বাইরে কী কী দেখেছ?
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে আর বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশ একই রকম মনে হচ্ছে কেন?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৩ : আমাদের পরিবেশ

শিখনফল :

১.১.১ বাড়ি/বাসা, বিদ্যালয়ের ও আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখানে কী কী আছে তা বলতে পারবে।
১.১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করে নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বাস্তব উপকরণ
২. গ্রাম্য পরিবেশ ও শহুরে পরিবেশের দৃশ্য (৩ নং চিত্র), (৪ নং চিত্র)। (গাছপালা, ফলফুল, পশুপাখি, মাঠ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদীনালা, খালবিল, মানুষ, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়)

বিষয়বস্তু: আগের দুটি পাঠের বিষয় এখানে পুনরায় আলোচনা করুন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। এক দল বাসা/বাড়ি, এক দল শ্রেণিকক্ষ ও এক দল বিদ্যালয় ও তার আশপাশ এই ৩ দলে ভাগ করুন। (দল ৫–৭ জনের বেশি নয়) বাকি শিক্ষার্থীরা নিজ আসনে বসবে। প্রতিটি দলকে তাদের পর্যবেক্ষণকৃত উপাদানের নাম বলতে বলুন। এবার আপনি গত ২ দিনের পাঠ নিয়ে পরিবেশ কী, তা মুখে বুঝিয়ে বলুন।

পুস্তকের ছবি দিয়ে ও বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন।

- প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের নাম বল।
- চিত্রগুলো পাশাপাশি ঝুলিয়ে প্রশ্ন করুন। কোনটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি?
- এখানে কী কী দেখা যাচ্ছে?

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষক সহায়িকায় প্রদর্শিত চিত্র দেখে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো আলাদা করবে ও এদের নাম বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- চিত্র দেখিয়ে কোন জিনিসগুলো সামাজিক পরিবেশের উপাদান তা বল।
- কোন জিনিসগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান?
- প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি উপাদানের নাম বল?
- সামাজিক পরিবেশের কয়েকটি উপাদানের নাম বল?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

১.১ জগৎ ও পরিবেশের বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে পারবে।

১.২ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রী কোথা থেকে আসে তা বলতে পারবে

শিখনফল :

১.১.১ চাঁদ, তারা, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, পুকুর, নদী, পাহাড়, পর্বত, ঘর, বাড়ি, পুল, সাঁকো ইত্যাদির নাম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে এবং বলতে পারবে।

১.২.১ বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কোথা থেকে আসে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ–১ : পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু

শিখনফল :

১.১.১ চাঁদ, তারা, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, পুকুর, নদী, পাহাড়, পর্বত, ঘর, বাড়ি, পুল, সাঁকো ইত্যাদির নাম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে এবং বলতে পারবে।

উপকরণ : (আপনি প্রয়োজন অনুসারে উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে সংগ্রহ বা তৈরি করাবেন)

১. দিনের আকাশের চিত্রসহ চার্ট (চিত্রে থাকবে সূর্যসহ আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি, পুকুর, নদী, পাহাড়, পর্বত, ঘর, বাড়ি, ইত্যাদি) (৩ নং চিত্র)

২. রাতের আকাশের চিত্রসহ চার্ট (চিত্রে থাকবে চাঁদ, তারাসহ আকাশ, নিচে থাকবে পুকুর, নদী, ঘর, বাড়ি, দালানকোঠা ইত্যাদি।) (৫ নং চিত্র)

৩. নদী ও পাহাড়–পর্বতের চিত্র (বড় করে) (৬ নং চিত্র)

৪. পুল, সাঁকোর চিত্র (বড় করে) (৭ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

শিশুরা ছোটবেলা থেকেই আকাশের চাঁদ, তারা ও সূর্যের প্রতি কৌতূহলী। এগুলো দেখে তারা বিস্মিত হয়। এ ছাড়া পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সম্পর্কে তারা জানতে চায়। পুল ও সাঁকো দেখে এগুলোর নাম জানতে চায়। সূর্য আকাশে থাকে, দিনের বেলা আলো দেয়। এই আলোকে আমরা রোদ বলি। রাতের আকাশে চাঁদ দেখা যায়। চাঁদ থেকে আমরা জোছনা পাই। এ ছাড়া রাতের আকাশে অসংখ্য

তারা মিটমিট করে জ্বলে। এ ছাড়া আমাদের চারপাশে আছে অনেক পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়, পুকুর ও নদী। এগুলো সম্পর্কে শিশুদের থাকে অনেক কৌতূহল। এগুলোর নাম তারা জানতে চায়। এই পাঠে শিশুদের এসব বস্তুর সাথে পরিচিত করান।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

প্রথমে শিশুদের শুভেচ্ছা দিন। জিজ্ঞাসা করুন তারা কেমন আছে? দিনে আকাশের দিকে তাকায় কি না? রাতের আকাশে কী দেখে? এরপর ১ম ও ২য় চার্ট দেয়ালে পাশাপাশি টাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। সকল শিক্ষার্থীকে সূর্য ও ঘর-বাড়িসহ দিনের বেলার ও চাঁদ-তারাসহ রাতের বেলার একটি চিত্র আঁকতে বলুন ও ঘুরে ঘুরে দেখুন, তারপর চার্ট প্রদর্শন করুন।

- দিনের আকাশে কী দেখা যায়? (সূর্য)
- সূর্য থেকে আমরা কী পাই? (আলো, তাপ ও রোদ)
- রাতের আকাশে কী দেখা যায়? (চাঁদ ও তারা)
- রাতের আকাশে মিটমিট করে কী জ্বলে?
- রাতে জোছনা পাই কোথা থেকে?

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের ১০ মিনিটের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যান। স্কুলের চারদিকে যত দূর চোখ যায় দেখতে বলুন। কী কী দেখছে তা পাশের বন্ধুর সাথে আলোচনা করতে বলুন। এরপর শ্রেণিতে নিয়ে আসুন। এবার জিজ্ঞাসা করুন ছবির কোন কোন জিনিস তারা দেখতে পেয়েছে? নাম বলতে বলুন। চিত্রে আছে কিন্তু স্কুলের চারদিকে দেখতে পায়নি তাদেরও নাম বলতে বলুন। যদি কোনোটি না চিনে তাহলে নামসহ চিনিয়ে দিন। এসব জিনিস বাইরে কোথাও দেখেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করুন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- দিনে কী থেকে আমরা আলো পাই?
- রাতে কী থেকে আমরা জোছনা পাই?
- রাতের আকাশে মিটমিট করে কী জ্বলে?
- ছবিতে কোন্‌টি পুল, কোন্‌টি সাঁকো?
- ছবিতে পাহাড় কোনটি?

এবার বলুন, দিনের আকাশে সূর্য ও রাতের আকাশে চাঁদ ও তারা থাকে। আমরা সূর্য থেকে রোদ, চাঁদ থেকে জোছনা ও তারা থেকে মিটমিট করা আলো পাই। পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে শেষ করুন।

পাঠ–২ : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রীর উৎস

শিখনফল :

১.১.২ বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কোথা থেকে আসে তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ ঘরের চিত্র। (৮, ৯, ১০, ১২ নং চিত্র)

২. গাছপালার চিত্র। কাঠ থেকে টেবিল ও চেয়ার তৈরি করার চিত্র। (৯, ১০ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি। আমরা লেখাপড়ার কাজে বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল ব্যবহার করি। এসব সামগ্রী কোথা থেকে আসে? বই ও খাতা তৈরি হয় কাগজ থেকে কিন্তু কাগজ তৈরি হয় কী থেকে? কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে। কাপড় তৈরি হয় সুতা দিয়ে, সুতা তৈরি হয় তুলা থেকে, আর এ তুলা আসে তুলাগাছ থেকে। চেয়ার ও টেবিল কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এই কাঠও আসে গাছ থেকে। সুতরাং, আমরা বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল—সব কিছুই পাই গাছ থেকে। গাছ আমাদের অনেক কিছু দেয়। তাই আমাদের গাছের যত্ন নেওয়া উচিত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। গত পাঠে আমরা চাঁদ, তারা, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, পুকুর, নদী, পাহাড়-পর্বত, পুল ও সাঁকোর নাম জেনেছি এবং এদের চিনেছি। এ পাঠে আমরা জানব বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল কোথা থেকে আসে বা কোথা থেকে পাই?

পরিকল্পিত কাজ :

এবার চিত্রগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিন। তারা দলীয়ভাবে আলোচনা করে বলবে এই দ্রব্যগুলো তাদের কী কী কাজে লাগে।

- বই ও খাতা আমাদের কী কাজে লাগে?
- বই ও খাতা কী দিয়ে তৈরি করা হয়?
- কাগজ পাই কোথা থেকে?
- আমরা যে জামা-কাপড় পরি তা কী দিয়ে তৈরি করা হয়?
- সুতা তৈরি করা হয় কী থেকে?
- তুলা পাই কোথা থেকে?

- চেয়ার ও টেবিল কী দিয়ে তৈরি করা হয়?
  এই কাঠ কোথা থেকে আসে?

বলুন যে, বই, খাতা, কাপড়, চেয়ার, টেবিল—এসব কিছুই আমরা গাছ থেকে পাই। গাছপালা আমাদের পরম বন্ধু। এদের তাই যত্ন নিতে হবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

নিচে মূল্যায়নের জন্য যেসব নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো

- বই ও খাতা কোথা থেকে আসে?
- কাপড় কোথা থেকে আসে?
- চেয়ার ও টেবিল কোথা থেকে আসে?

শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা শেষে পাঠের সারসংক্ষেপ করুন এবং আগামী পাঠের নাম বলে শেষ করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

নিজ পরিবেশের জড় ও জীব

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

২.১ নিজ পরিবেশে কাদের জীবন আছে ও কাদের জীবন নেই তা চিনতে পারবে।

২.২ নিজ পরিবেশের জড় ও জীবের যত্ন নিতে পারবে।

শিখনফল :

২.১.১ নিজ পরিবেশের কিছু জড়ের নাম বলতে পারবে।

২.১.২ নিজ পরিবেশের কিছু জীবের নাম বলতে পারবে।

২.২.১ নিজ পরিবেশের জড় ও জীবের যত্ন নেওয়ার উপায় বলতে পারবে।

২.২.২ নিজের বই, খাতা ও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে ও যত্ন নেওয়ার উপায় বলতে পারবে।

২.২.৩ কীভাবে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নেবে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–৫

পাঠ–১ : আমাদের পরিবেশের জড়

শিখনফল :

২.১.১ নিজ পরিবেশের কিছু জড়ের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. পরিবেশের চিত্রের চার্ট (চিত্রটিতে থাকবে মাটি, পুকুর, নদী, গাছপালা, মানুষ, পশু, পাখি, ঘর-বাড়ি, দালান) (১১ নং চিত্র)

২. একটি ঘরের চিত্র (চিত্রে থাকবে মানুষ, বিড়াল, টিয়াপাখি, চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা, কলম, পেনসিল, রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফুটবল, ঘড়ি) (১২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে। আছে গাছপালা, মানুষ, পশু ও পাখি। আছে মাঠ, খাল, বিল, পুকুর, নদী ও পাহাড়। আছে ঘরবাড়ি, দালান ও পথ। ঘরে আছে চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা, কলম, পেনসিল, রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফুটবল, ঘড়ি, জামাকাপড় ইত্যাদি। রাস্তায় চলে সাইকেল, রিকশা,গাড়ি ও বাস। এগুলোর সবকিছু নিয়েই আমাদের চারপাশ–আমাদের পরিবেশ। আমাদের

পরিবেশে অনেক কিছু আছে যারা ছোট থেকে বড় হয় না, খাবার খায় না। এসব বস্তু থেকে নতুন বস্তুর জন্ম হয় না। এসব বস্তু হলো, চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা, কলম , পেনসিল, রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফুটবল ও ঘড়ি ইত্যাদি। এদের বলা হয় জড়। জড়রা বড় হয় না, খাবার খায় না, জড় নিজের মতো আরেকটি জড়ের জন্ম দিতে পারে না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা যা শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি ? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, আজকে আমরা একটি মজার কাজ করব। প্রতিদিন তো শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া করি, আজ শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে আনন্দ করব এবং লেখাপড়া করব। শিশুদের ১৫ মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যান এবং বিদ্যালয়ের চারপাশ ঘুরিয়ে দেখান। শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনুন, শ্রেণিকক্ষে কী কী আছে দেখতে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।

- আমরা বিদ্যালয়ের চারপাশে কী কী দেখলাম?
- শ্রেণিকক্ষে কী কী আছে?
- ছবি দুটিতে কী কী আছে বল।
- এসবের মধ্যে কোনগুলো বড় হয় না?
- কোনগুলো খাবার খায় না?
- কোনগুলো নড়াচড়া করে না?
- কোনগুলো নতুন জিনিস জন্ম দিতে পারে না?

প্রতিটি জবাব নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনা করতে পাঠে দেয়া বিষয়বস্তুর সাহায্য নিন। এবার বলুন, যারা বড় হয় না, খাবার খায় না, নড়াচড়া করে না এবং যাদের থেকে নতুন ঐ জিনিস হয় না তাদের জড় বলে। যেমন চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা, কলম ও পেনসিল জড়। আবার রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফুটবল, ঘড়ি, জামা-কাপড় ইত্যাদিও জড়।

পরিকল্পিত কাজ :

তোমার পড়ার ঘরে ও তোমাদের রান্না ঘরে কী কী আছে তা বাড়ি গিয়ে খেয়াল করে দেখবে। এদের কোনটি জড় ও কোনটি জড় নয় তা বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

দ্বিতীয় চিত্রটি দেখান এবং জিজ্ঞাসা করুন –

- চিত্রে কী কী আছে? এদের কোনগুলো জড়?
- চেয়ার ও টেবিল কি ছোট থেকে বড় হয়? এরা কি খাবার খায় ও নড়াচড়া করে? এরা কী?

- বই, খাতা, কলম ও পেনসিল কি ছোট থেকে বড় হয়? এরা কি খাবার খায় ও নড়াচড়া করে? এরা কী?
- রেডিও, টেলিভিশন কি জড়?
- ফোন ও ফুটবল এরা কি খাবার খায় ও নড়াচড়া করে? এরা কী?
- তিনটি বস্তুর নাম বল যারা বড় হয় না, খাবার খায় না, নড়াচড়া করে না।
- পাঁচটি জড়ের নাম বল।
- মানুষ কি জড়?
- পশু ও পাখি কি ছোট থেকে বড় হয়? এরা কি খাবার খায় ও নড়াচড়া করে? এরা কি জড়?

শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা শেষে পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী পাঠের নাম বলে শিশুদের ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–২ : আমাদের পরিবেশের জীব

শিখনফল :

২.১.২ নিজ পরিবেশের কিছু জীবের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. পরিবেশের চিত্রের চার্ট (চিত্রে থাকবে নদী, মাছ, গাছপালা, মানুষ, পশু, পাখি, পোকা-মাকড়, প্রজাপতি ঘরবাড়ি, দালান) (৩ ও ৪ নং চিত্র)
২. কয়েকটি পরিচিত মাছের চিত্র (১৩ নং চিত্র)
৩. কয়েকটি পরিচিত গাছের চিত্র (১৪ নং চিত্র)
৪. কয়েকটি পরিচিত পশুর চিত্র (১৬ নং চিত্র)
৫. কয়েকটি পরিচিত পোকামাকড় ও প্রজাপতির চিত্র (১৫ নং চিত্র)
৭. পাশাপাশি চারাগাছও বড় গাছ; বাছুর ও গরু; ছোট শিশু ও মা; বাচ্চাসহ মুরগির চিত্র (১৭ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে। আছে গাছপালা, মানুষ, পশু ও পাখি। আছে মাঠ, খাল, বিল, পুকুর, নদী ও পাহাড়। আছে ঘরবাড়ি, দালান ও পথ। এদের সবকিছু নিয়েই আমাদের চারপাশ, আমাদের পরিবেশ। আমাদের পরিবেশে অনেক কিছু আছে যারা ছোট থেকে বড় হয়, খাবার খায়। এসব হলো মাছ, গাছপালা, মানুষ, পশু, পাখি, পোকা মাকড়, প্রজাপতি। এদের বলা হয় জীব। জীবেরা বড় হয়। খাবার খায়। জীব থেকে নতুন জীব হয়। মানুষ ভাত খায়, গরু ঘাস খায়। গরু বাচ্চা দেয়, সেই বাচ্চা বড় হয়। গাছ থেকে বীজ হয়, বীজ থেকে চারাগাছ হয়। চারাগাছ বড় গাছ হয়। পাখি ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। জীব থেকে নতুন জীব হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, গত ক্লাসে আমরা একটি মজার কাজ করেছিলাম। শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়েছি এবং বিদ্যালয়ের চারপাশ ঘুরে দেখেছি। এবার জিজ্ঞাসা করুন।

- আমরা বিদ্যালয়ের চারপাশে কী কী দেখেছিলাম?
- বিদ্যালয়ের চারপাশে কোনো গাছপালা আছে কি?
- কী কী গাছ আছে?
- কী কী পশু দেখেছ?
- কোনো পোকা-মাকড় ও প্রজাপতি দেখেছ কি?
- তোমাদের বাড়িতে কোনো পোষা পশু বা পাখি আছে কি? এরা কি কিছু খায়? এরা কি বড় হয়? গাছপালা, মানুষ পশু, পাখি, মাছ, প্রজাপতি হলো জীব। জীবেরা বড় হয়। খাবার খায়। জীব থেকে নতুন জীব হয়।

পরিকল্পিত কাজ :

আজ বাড়ি গিয়ে দেখবে বাড়ি ও এর আশপাশে কী কী জীব আছে? আগামী ক্লাসে এসে এদের নাম বলবে। কোনো জীবের নাম না জানলে বাড়িতে বড় কাউকে জিজ্ঞাসা করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- প্রথম চিত্রটিতে কোনটি জীব ও কোনটি জড়?
- দুটি গাছের নাম বল? গাছ কি বড় হয়?
- ছাগল জীব না জড়?
- হাঁস ও মুরগি কি ছোট থেকে বড় হয়? এরা খাবার খায় কি? এরা কি জীব?
- তিনটি মাছের নাম বল।
- দুটি পোকার নাম বল।

শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন। পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী ক্লাসের পাঠ সম্পর্কে বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ– ৩ : নিজ পরিবেশের জড় ও জীবের যত্ন

শিখনফল :

২.২.১ নিজ পরিবেশের জড় ও জীবের যত্ন নেয়ার উপায় বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. ঘরের দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, বই, খাতা পরিষ্কার করার চিত্র (২০ নং চিত্র)
২. হাঁড়ি-পাতিল মাজার চিত্র (৪৩ নং চিত্র)
৩. হাঁস ও মুরগিকে খাবার দেওয়ার চিত্র (১৮ নং চিত্র)
৪. গাছে পানি দেওয়ার চিত্র (১৮ নং চিত্র)
৫. গরুকে ঘাস খেতে দেওয়ার চিত্র (১৮ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের পরিবেশে আছে নানান রকম জড় ও জীব। ঘরে আছে আসবাবপত্র, টিভি, রেডিও, ঘড়ি ও হাঁড়ি-পাতিল। এরা সবাই জড়। এদের ভালো রাখতে হলে এদের যত্ন নিতে হবে। আসবাবপত্র, টিভি, রেডিও, ঘড়ির ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। কোনো কিছু ভেঙে গেলে তা মেরামত করতে হবে। ঘরের দরজা ও জানালা মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাড়ির বাইরে আছে গাছপালা, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ও কবুতর। এরা হলো জীব। এরা আমাদের অনেক উপকার করে, তাই এদের যত্ন নিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে সার ও পানি দিতে হবে। গরু ও ছাগলকে নিয়মিত খাবার দিতে হবে, গোসল করাতে হবে। হাঁস, মুরগি ও কবুতরের থাকার জন্য নিরাপদ জায়গা থাকতে হবে, এদের নিয়মিত খাবার দিতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কী? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন,

- পাঁচটি জড়ের নাম বল? এদের যত্ন কীভাবে নেবে?
- ঘরের টিভি, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদির যত্ন কীভাবে নেবে?
- হাঁড়ি-পাতিল কীভাবে পরিষ্কার রাখবে?
- পাঁচটি জীবের নাম বল? এদের যত্ন কীভাবে নেবে?
- পোষা পশু-পাখির যত্ন কীভাবে নেবে?

শিক্ষার্থীদের উত্তরে কোনো কিছু বাদ পড়লে তা পূরণ করুন এবং প্রয়োজনে আলোচনা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

বাড়ি গিয়ে দেখবে, তোমার মা-বাবা কী করে বাড়ির জিনিসপত্রের যত্ন নেয়। হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল, মাছ, বিড়াল, কুকুর, পাখি ইত্যাদি পালন করে থাকলে এদের যত্ন কীভাবে নেয়? আগামী ক্লাসে অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- কীভাবে পোষা বিড়ালের যত্ন নেবে?
- হাঁস, মুরগি, মাছ, পাখি ইত্যাদির যত্ন কীভাবে নেবে?
- ঘরের টিভি, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদির যত্ন কীভাবে নেবে?
- গরু-ছাগলের যত্ন কী করে নিতে হয়?
- কী করে বই-খাতার যত্ন নিতে হয়?

শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন। পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী ক্লাসের পাঠ সম্পর্কে বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–৪ : নিজের বই–খাতা ও আসবাবপত্রের যত্ন

শিখনফল :

২.২.২ নিজের বই, খাতা ও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে ও যত্ন নেওয়ার উপায় বলতে পারবে।
২.২.৩ কীভাবে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নেবে তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. কয়েকটি পোষ্টারের চিত্রে পড়ার ঘর অগোছালো, বই,খাতা,পেনসিল,কলম ছড়ানো-ছিটানো, এলোমলো জামা-কাপড়, দুটি জুতা দুই দিকে পড়ে আছে।
২. একটি মেয়ে ও একটি ছেলে অগোছালো বই, খাতা পেনসিল,কলম , এলোমলো জামা-কাপড় ও ছড়ানো-ছিটানো জুতা গুছিয়ে রাখছে। (২০ নং চিত্র)
৩. সাজানো গোছানো পড়ার ঘর। (২০ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমাদের পড়ার ঘরে নানান রকম জড় আছে। ঘরে আছে আসবাবপত্র, ঘড়ি, চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা পেনসিল, কলম, জামা-কাপড় ও জুতা। অনেকের পড়ার ঘরে এসব জিনিস অগোছালো, ছড়ানো-ছিটানো ও এলোমলো থাকে। এদের ভালো রাখতে হলে এদের যত্ন নিতে হয়.পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হয়। চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, বই ও খাতার ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। কোনো কিছু ভেঙে গেলে তা মেরামত করতে হবে। বই, খাতা, পেনসিল, কলম, জামা-কাপড় ও জুতা গুছিয়ে রাখতে হয়। বই, খাতা, পেনসিল, কলম, টেবিলে গুছিয়ে রাখতে হয়। জামা-কাপড় গুছিয়ে আলনা বা আলমারিতে রাখতে হয়। জুতা নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখতে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কী? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন,

- চিত্রে ছেলেমেয়ে দুটি কী করছে?
- তোমার পড়ার ঘরে কী কী জিনিস আছে?
- পড়ার ঘরের জিনিসগুলো কী অগোছালো, না কি সাজানো-গোছানো?
- কোন ঘর দেখতে সুন্দর, অগোছালো না সাজানো-গোছানোটি?
- এসব জিনিসের যত্ন নাও কীভাবে?
- তোমার জামা-কাপড় ও জুতা কীভাবে গুছিয়ে রাখ?
- বই, খাতা, পেনসিল ও কলম কোথায় গুছিয়ে রাখতে হয়?

এরপর বিষয়বস্তু থেকে বলুন এসব জিনিসের যত্ন কী করে নিতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ :

শ্রেণিকক্ষে একটি টেবিলে বই, খাতা, পেনসিল ও কলম এলোমেলো করে রাখুন। ২/১টি বই, পেনসিল মাটিতে পড়ে থাকবে। একটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে ডেকে এনে এগুলো ঠিকমতো গোছাতে বলুন। কয়েক রকম করে এলোমেলো করে ৩/৪টি ছেলে ও মেয়েকে এগুলো গোছাতে বলুন। শিক্ষার্থীরা করে দেখাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তুমি তোমার বই, খাতা, পেনসিল ও কলম কোথায় গুছিয়ে রাখ?
- তোমার জামা-কাপড় ও জুতা কীভাবে গুছিয়ে রাখ? কোথায় রাখ?
- গোছানো পড়ার টেবিল দেখতে কেমন?
- বই, খাতা, পেনসিল ও কলম জামা-কাপড় ও জুতা গুছিয়ে রাখতে হয় কেন?

শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন। পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী ক্লাসের পাঠ সম্পর্কে বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন। শেষে বলুন;
এখন থেকে রোজ বাড়ি গিয়ে আমরা কী করব? আমাদের নিজেদের বই, খাতা, পেনসিল , কলম, জামা-কাপড় ও জুতা গুছিয়ে রাখব। ছোট ভাই বোনদের পড়ার টেবিল গুছিয়ে দেব।

পাঠ–৫ : বাড়ি ও বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন

শিখনফল :

২.২.৩ কীভাবে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নেবে তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. চারা গাছ রোপণ ও ফুলগাছে পানি দেওয়ার চিত্র, বাগানের আগাছা পরিষ্কারের চিত্র (১৮ নং চিত্র)

২, দুটি শিশুর হাঁস-মুরগির ছানাকে খাবার দেওয়ার চিত্র, গরুকে খাওয়ানোর চিত্র (১৮ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমাদের অনেকের বাড়িতে বাগান আছে। ফুলের বাগান, ফলের বাগান বা সবজি বাগান। এসব বাগানে থাকে নানান রকম ফুলের গাছ, ফলের গাছ ও হরেক রকম সবজির গাছ। এদের বলা হয় উদ্ভিদ। ভালো ফুল, ফল ও সবজি পেতে হলে এসব উদ্ভিদের যত্ন নিতে হয়। নিয়মিত পানি দিতে হয়, আগাছা পরিষ্কার করতে হয় এবং মাঝে মাঝে সার দিতে হয়। আমরা অনেকে নানান রকম পাখি পুষি। তোমরা অনেকে টিয়া, ময়না বা কবুতর পুষে থাক। এদের ভালো ও পরিষ্কার খাঁচায় রাখতে হয়। নিয়মিত খাবার দিতে হয়। অনেকের বাড়িতে থাকে পোষা কুকুর ও বিড়াল। গ্রামে অনেকে বাড়িতে গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করে। এসব প্রাণীর নিয়মিত যত্ন নিতে হয়। সময়মতো খাবার দিতে হয় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হয়। মাঝে মাঝে গোসল করাতে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কী? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। ভালো ও শুদ্ধ উত্তর দিলে প্রশংসা করুন। বলুন ,ভালো, খুব ভালো, চমৎকার ইত্যাদি। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন,

- প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রে তোমরা কী দেখছ? চিত্রে শিশু দুটি কী করছে?
- শিশুরা চারাগাছে পানি দিচ্ছে কেন?
- গাছে পানি ছাড়া আর কী কী দাও?
- তোমরা বাড়িতে অন্য কোনো প্রাণী পোষ কি?
- তোমরা বাড়িতে যে প্রাণী পোষ তাদের যত্ন কীভাবে নিতে হয়?

এরপর বিষয়বস্তুর থেকে উদাহরণ দিয়ে বলুন এসব বাগান ও বাড়ির আশপাশের উদ্ভিদের যত্ন কী করে নিতে হয়। পোষা প্রাণীদের কীভাবে আমরা যত্ন নিই। শিক্ষার্থীরা কীভাবে এদের যত্ন নেবে?

পরিকল্পিত কাজ :

শ্রেণিকক্ষের বাইরে এক বালতি পানি ও একটি মগ রাখুন। ১০ মিনিটের জন্য শিক্ষার্থীদের বলুন ঐ

বালতি থেকে পানি নিয়ে বিদ্যালয়ের বাগানের ফুলগাছে পানি দিতে। একজন একজন করে লাইন করে যাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমরা কি কোনো পশু বা পাখি পোষ? কীভাবে এদের যত্ন নাও?
- পোষা গরু ও ছাগলের যত্ন কীভাবে নাও?
- গাছপালার যত্ন কীভাবে নেবে?

শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন। পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী ক্লাসের পাঠ সম্পর্কে বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

চতুর্থ অধ্যায়

আমরা সবাই সমান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের সকলের সাথে মিলেমিশে চলবে।

২.২ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের সকলের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে ও প্রয়োজনে নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবে।

শিখনফল :

২.১.১ বাড়িতে কাজে সহায়তাকারী সদস্যসহ সকলের সাথে ভালো আচরণ করবে।

২.১.২ শ্রেণিতে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে সকল সহপাঠী (ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু, শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, মেধা, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য-নির্বিশেষে) সকলের সাথে ভালো ও সমান আচরণ করার কথা বলতে পারবে।

২.১.৩ সকলকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে।

২.২.১ সামর্থ্য অনুযায়ী সকলকে সহযোগিতা করবে।

২.২.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সহপাঠী ও ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবে।

২.২.৩ সহপাঠী ও অন্যদের প্রয়োজনে নিজেদের ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবে।

২.২.৪ ভাইবোন প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে চলবে, খেলাধুলা করবে ও খেলাধুলার কথা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা– ৬

পাঠ– ১ : আমরা সবাই সমান

শিখনফল :

২.১.১ বাড়িতে কাজে সহায়তাকারী সদস্যসহ সকলের সাথে ভালো আচরণ করবে।

২.১.২ সকলকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে।

উপকরণ :

১. গৃহে/পরিবারে কর্মরত মা, গৃহকর্মীর চিত্র/দৃশ্য (৩৭ নং চিত্র)

২. বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম করার দৃশ্য (৩৭ নং চিত্র)

৩. বৃদ্ধদের (দাদা, দাদি, নানা, নানি) পানি, বদনা, জুতা, লাঠি, এগিয়ে দেওয়ার দৃশ্য (৩৭ নং চিত্র)

৪. ছোট ভাইবোনকে কোলে করার, আদর করার দৃশ্য (৩৭ নং চিত্র)
৫. পরিবারের সকল সদস্যর একত্রে আহার করার দৃশ্য (৩৩ নং চিত্র)
৬. মা ও সন্তান মিলে বিছানার চাদর বিছানোর দৃশ্য (চাদরের এক পাশে মা ধরবে অন্য পাশে সন্তান ধরবে) (৩৮ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু: (শুধু শিক্ষকের জন্য)

শিশুর ভেতর সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলা বিশেষ করে বাড়ি ও পরিবারে, সহপাঠী, প্রতিবেশী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ও সকল শিশুর সাথে মিলেমিশে চলা, খেলাধুলা করা, অপরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং সকলকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করার অনুশীলন করানোই মূল উদ্দেশ্য।

মানুষ একা বাস করতে পারে না। পরিবারে সে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফু, খালা, মামার সঙ্গে অবস্থান করে। এঁরা সবাই আপনজন। তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, আদর করেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। যিনি আমাদের পরিবারের গৃহকর্মে সাহায্য করেন, তার সাথে ভালো আচরণ করব। প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করব। গৃহকর্মীর শিশু সন্তানকে খাবার ও খেলার সামগ্রী দিয়ে তার সঙ্গে খেলা করব। ছোট ভাইবোনদের আদর করব। বড়দের সম্মান দেখাব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রশ্ন করুন ২/৩ জনকে।

- তোমার পরিবারে কে কে আছেন?
- রান্না কে করেন?
- ঘর ঝাড়ু কে দেন?
- ধোয়ামোছার কাজ কে করেন?
- মাকে সাহায্য কে করেন?

এই সকল প্রশ্ন করার ও আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিবারের সকলকে ভালোবাসার ও শ্রদ্ধা করার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিন।

প্রশ্ন করুন

- কার ছোট ভাইবোন আছে?

হাত তুলতে বলুন। পুনরায় প্রশ্ন করুন।

- তুমি কী ছোট ভাইবোনকে আদর কর?

- কীভাবে আদর কর?
- মা যখন রান্না বা অন্য কাজ করেন তখন ছোট ভাইবোনকে কোলে নাও?
- তুমি কী তার সঙ্গে খেল ?
- তাকে খাবারের ভাগ দাও?

এবার এসো আমরা চিত্রগুলো দেখি

- চিত্রটিতে মা কী করছেন?
- ঝাড়ু দিচ্ছেন কে?
- বাসন মাজছেন কে?
- বৃদ্ধের (দাদাকে) চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন ইনি কে?
- ওনার হাতে কী এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে?
- তুমি কি তোমার দাদুকে সাহায্য কর?
- কে কাকে আদর করছে?
- তুমি কি তোমার ছোট ভাইবোনকে আদর কর?

পরিকল্পিত কাজ :

১. বাসায় মাকে কীভাবে সাহায্য করে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কীভাবে সম্মান করে, পরিবারে ছোটদের সাথে কীভাবে মিলেমিশে চলে তা অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমাদের পরিবারে কে কে আছেন?
- বড়দের কীভাবে সম্মান কর?
- ছোটদের কীভাবে আদর কর?
- মাকে কীভাবে সাহায্য কর?
- দাদাকে কীভাবে সাহায্য কর?
- একসঙ্গে বসে খাওয়ার সময় কীভাবে সাহায্য কর?
- যিনি তোমাদের সাহায্য করেন, তার সাথে তুমি কেমন ব্যবহার কর?
- কেন তার সাথে ভালো ব্যবহার কর?
- কেন তাকে ভালোবাসবে?
- প্রয়োজনে চিত্র দেখিয়ে– মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ২ : আমরা সবাই সমান

শিখনফল :

২.১.২ শ্রেণিতে-শ্রেণিকক্ষের বাইরে সকল সহপাঠী/ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু/শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য-নির্বিশেষে, সকলের সাথে ভালো ও সমান আচরণ করার কথা বলতে পারবে।

২.১.৩ সকলকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে।

২.২.১ সামর্থ্য অনুযায়ী সকলকে সহযোগিতা করবে।

উপকরণ :

১. "আমরা সবাই রাজা" অডিও/ভিডিও
২. একত্রে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলার দৃশ্য/চিত্র (২১, ২২, ৩০ নং চিত্র)
৩. নিজের ব্যবহার্য জিনিস যেমন– খেলনা, বই, পেনসিল, বল ইত্যাদি অপরকে দেওয়ার চিত্র (২১, ২৩ নং চিত্র)
৪. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রবেশের চিত্র এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের দৃশ্য (২৫ নং চিত্র)
৫. একে অপরের সাথে কোলাকুলি/হাত ধরাধরি করার চিত্র
৬. বাস্তব চিত্র/উদাহরণ

বিষয়বস্তু :

আমরা সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি, ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু, ধনী, গরিব ছোট-বড় সবাই আমরা একে অপরের বন্ধু। সহপাঠী, বন্ধু, প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তারা আমাদের বন্ধু। তাদের সাথে আমরা মিলেমিশে চলব। লেখাপড়া ও খেলাধুলা করব। সকলের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। প্রয়োজনে নিজের ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করব।আমার শ্রেণিতে বা বিদ্যালয়ে কিংবা বাসায় বা প্রতিবেশী কেউ যদি দুর্বল রুগ্ন অসুস্থ, চোখে কম দেখে, খুঁড়িয়ে হাঁটে, বুদ্ধি একটু কম থাকে তাকে তার প্রয়োজনে অবশ্যই সহযোগিতা করব। তাকে ভালোবাসব, তাকে বন্ধুর মতো আপন করে নেব। মনে রাখব, আমরা সবাই সমান। তাদের সাথে সমান আচরণ করব। শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলিগুলো অনুশীলন করানো খুব জরুরি। সৃষ্টিকর্তার তৈরি সকল মানুষ সমান এই বোধ জাগানো প্রয়োজন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে গোলাকারে দাঁড়িয়ে "আমরা সবাই রাজা" গানটি ৪ লাইন গাইবেন, হাত ধরে সুরে সুরে। খেয়াল রাখবেন, ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, সামাজিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত সকল শিশু এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ শিশুরা যেন একত্রে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়। গান শেষে সবাইকে নিজ নিজ আসনে বসতে বলুন। খেয়াল রাখবেন, ছেলে ও মেয়ে শিশুরা যেন পাশাপাশি বসে।

এবার প্রশ্ন করুন

- গানটি তোমাদের কেমন লেগেছে?
- তোমরা সবাই কোথাকার রাজা? উত্তর দিতে না পারলে বলুন "বিদ্যালয়ের রাজা"
- সবাই যদি রাজা হও তাহলে আর একজন রাজার সাথে তুমি কেমন ব্যবহার করবে? উত্তর পাওয়ার পরে সকলের সাথে ভালো ও একই রকম আচরণ করার কথা বুঝিয়ে বলুন। তারা একে অপরের বন্ধু। একই শ্রেণিতে পড়ে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে, ভালো ব্যবহার করবে এটা বলুন। শিক্ষার্থীদের একসাথে খেলতে দিয়ে একজনের জিনিস অন্যজনকে ব্যবহার করতে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষক তার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসমর্থ শিক্ষার্থীকে সামনে এনে সকলের সাথে একত্রে বসা, মেলামেশা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করবেন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমার বন্ধু কে?
- তুমি তাকে কেন পছন্দ কর?
- তোমার বন্ধু পড়া শিখতে না পারলে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে?
- চোখে কম দেখা বন্ধুর জন্য তুমি কী করবে?
- কেন বসতে দিবে?

দৃশ্য দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- কানে কম শোনা বন্ধুকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে?
- তোমার পাশে বসা বন্ধুটি ভালো করে পড়তে না পারলে কী করবে?
- তোমার সহপাঠীর টিফিন নষ্ট হয়ে গেলে তুমি কী করবে?
- বিদ্যালয়ে তোমার পাশ দিয়ে কোনো স্যার বা আপা গেলে তুমি কী করবে?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৩ : সম–আচরণ

শিখনফল :

২.২.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, সহপাঠী ও ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবে।
২.১.৩ সকলকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে।
২.২.৩ সহপাঠী ও অন্যদের প্রয়োজনে নিজেদের ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবে।

উপকরণ :

১. শারীরিক প্রতিবন্ধী, শিশু বা ব্যক্তির চিত্র (২৩ নং চিত্র)
২. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তির চিত্র (২৪ নং চিত্র)
৩. এ ধরনের শিশু বা ব্যক্তিকে সাহায্য করার চিত্র (২৩, ২৪ নং চিত্র)
৪. বাস্তব উদাহরণ
৫. পেপার-পত্রিকায় এ ধরনের বাস্তব ঘটনাসহ পেপার কাটিং (শিক্ষকের নিজস্ব সংগ্রহ)

বিষয়বস্তু :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো "সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।" আমার শ্রেণিতে বা বিদ্যালয়ে কিংবা বাসায় বা প্রতিবেশী কেউ যদি দুর্বল, রুগ্ন, অসুস্থ, চোখে কম দেখে, খুঁড়িয়ে হাঁটে, বুদ্ধি একটু কম থাকে তবে তাকে তার প্রয়োজনে অবশ্যই সহযোগিতা করব, তাকে ভালোবাসবো তাকে বন্ধুর মতো আপন করে নেব। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলব। কখনোই তাদের মনে দুঃখ দিব না। মনে রাখব, আমরা সবাই সমান। তাদের সাথে সমান আচরণ করব। সুতরাং এ বিষয়টি মাথায় রেখে পাঠটি উপস্থাপন করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি গল্প শোনাবেন (গল্পটি হবে প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনের সাফল্যের গল্প) গল্প বলার সময় যথাসম্ভব আবেগের সাথে চমৎকার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রেরণা পায়। এবার প্রশ্ন করুন

- গল্পের প্রধান চরিত্র কে?
- গল্পটি কেমন লেগেছে?
- তার নাম কী ?
- তার কী সমস্যা ছিল?
- তাকে সাহায্য করা কেন প্রয়োজন?
- যদি তোমার এমন কোনো বন্ধু, সহপাঠী বা প্রতিবেশী বা ব্যক্তি থাকে তাকে কী তুমি সাহায্য করবে?

- কীভাবে সাহায্য করবে?

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষার্থী বাড়ি, বিদ্যালয় এলাকা ও সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার কথা এসে বলবে।

২. বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বা এলাকায় বা সমাজে পর্যবেক্ষণকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তির জন্য সে কীভাবে সাহায্য করবে তা বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- গল্পটির আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৪ : সবার সাথে সম–আচরণ

শিখনফল :

২.১.১ বাড়িতে কাজে সহায়তাকারী সদস্যসহ সকলের সাথে ভালো আচরণ করবে।
২.২.১ সামর্থ্য অনুযায়ী সকলকে সহযোগিতা করবে।

উপকরণ :

১. মেয়ে শিশুর কোমরে কলসি নিয়ে পানি আনার দৃশ্য (২৭ নং চিত্র)

২. হাওর এলাকায় বিল পেরিয়ে হাড়িতে কাপড়/বই নিয়ে পানি পার হয়ে স্কুলে যাওয়ার চিত্র (২৬ নং চিত্র)

৩. বাস্তব গল্প

বিষয়বস্তু :

মূলত বাসাবাড়িতে ছোট শিশুরা গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে। তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করা উচিত। তাদের দ্বারা ভারী কোনো কায়িক শ্রম করানো ঠিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই পানি বহনের কাজটি করে। পানি বহন কাজটি অনেক শ্রমসাধ্য যা মেয়ের পক্ষে বা শিশুর পক্ষে কঠিন ও বিপদজ্জনক। সে ক্ষেত্রে বড়রা বা পুরুষ মানুষ যদি পানি বহনের কাজটি সংসারে ও প্রতিষ্ঠানে করে, তাহলে খাওয়ার পানি অধিক মাত্রায় নিরাপদ থাকবে এবং একসঙ্গো বেশি পানি বহন করা যাবে। তথাকথিত নিচু সম্প্রদায়ের শিশুরা (মুচি, হরিজন) বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে বসার ক্ষেত্রে, খেলাধুলার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোমলমতি শিশুরা যাতে এই বৈষম্যের শিকার না হয় এবং কোমলমতি শিশুরা যেন এগুলো না শিখে, এ ব্যাপারটি শিক্ষার্থীর শিশুকাল থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর কলসি নিয়ে মেয়ে শিশুর পানি আনার দৃশ্য দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- চিত্রটিতে কী দেখতে পাচ্ছ ?
- কে পানি আনছে?
- সে ছোট না বড়?
- এ কাজ কী তার করা উচিত?
- এ কাজটি কার করা উচিত?

এবার বুঝিয়ে দিন কেন শিশুদের এ কাজ করা উচিত নয়। কেন মেয়েদের এ কাজ করা উচিত নয়। এবার পুনরায় আরো একটি চিত্র/দৃশ্য দেখান।

গল্প করে ছবিটি বুঝিয়ে দিন যে অনেক শিশুরা অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে, তারা সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার, তাদের বিল সাঁতরে পানি পার হয়ে স্কুলে যেতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ :

১. চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থী তার মনোভাব জানাবে।
২. শিক্ষার্থীরা 'আমরা সবাই রাজা' গানটি একত্রে হাত ধরে শ্রেণিকক্ষে গাইবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- চিত্রের দৃশ্যগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করুন।

দীর্ঘদিন ধরে শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে এ অধ্যায়টির মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৫ : সকলে আমরা সকলের জন্য

শিখনফল :

২.২.৩ সহপাঠী ও অন্যদের প্রয়োজনে নিজেদের ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবে।
২.২.১ সামর্থ্য অনুযায়ী সকলকে সহযোগিতা করবে।

উপকরণ :

১. সহপাঠীদের বই-কলম দেওয়ার দৃশ্য (২১ নং চিত্র)
২. খেলার মাঠে বল/ব্যাট দেওয়ার দৃশ্য (২৩ নং চিত্র)

৩. বন্ধুকে পানি পান করানোর জন্য চাপকলে চাপ দিয়ে ধরার দৃশ্য (২৮ নং চিত্র)
৪. পানির গ্লাস এগিয়ে দেওয়ার দৃশ্য (২৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু: আগের পাঠের বিষয় এখানে পুনরায় আলোচনা করুন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর দুজন দুজন করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে একটি ছোট অভিনয় করান। বাকি সব শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন, এবং বলুন দেখার পর তাদের প্রশ্ন করা হবে।

[(অভিনয়ের জন্য) শ্রেণিকক্ষের দৃশ্য, শিক্ষক সকলকে বই বের করে পড়তে বলছেন। একজন শিক্ষার্থী চুপ করে বসে আছে। বই বের করছে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন, কেন বই বের করনি? পড়ছ না কেন?
শিক্ষার্থী ভয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সে বই নিয়ে আসেনি আর পাশের জন কেউ তাকে তার বইটি পড়তে দিচ্ছে না। শিক্ষক জোরে বলবেন কে তার সঙ্গে বইটি একত্রে পড়তে চাও? একজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলবে আমি। শিক্ষক তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। দুজনকে একত্রে বসিয়ে দেবেন। সবাই হাততালি দিবে।]

এ ক্ষেত্রে শিক্ষক এমন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে অভিনয় করাবেন, যেখানে ছেলে শিশু, মেয়ে শিশু সাধারণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী অভিনয় করতে পারে। এবার প্রশ্ন করুন।

- অভিনয় কেমন লেগেছে?
- কয়জন অভিনয় করেছে?
- কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছে?
- শিক্ষক ছাত্রটিকে কী জিজ্ঞাসা করেছেন?
- সে কেন বই আনেনি?
- কেন তাকে বই দিয়ে সাহায্য করতে চাইল? (এ ক্ষেত্রে না পারলে বলুন সে তার সহপাঠী বন্ধু, বন্ধুকে সাহায্য করা তার কর্তব্য)

এবার তাদের কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আন্তরিক সুরে সবাইকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বন্ধুদের, প্রতিবেশীদের, সহপাঠীদের তার জিনিসটি দিয়ে বা ভালো কথা বলে সাহায্য করতে বলুন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. সহপাঠীদের যথাসম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তা করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

অভিনয়ের গল্পটি নিয়ে প্রশ্ন করুন। যেহেতু বিষয়গুলো দীর্ঘ সময় ধরে চর্চা বা অনুশীলন করার

মতো সুতরাং শিক্ষক সারা বছর তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে এ সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৬ : মিলেমিশে খেলব

শিখনফল :

২.২.৪ ভাইবোন, প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে চলবে, খেলাধুলা করবে ও খেলাধুলার কথা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. গৃহের আঙিনায় ভাইবোন মিলে খেলাধুলা করার দৃশ্য (৩০, ৩১ নং চিত্র)
২. মাঠে বা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার চিত্র (২১, ২২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলাই এ পাঠের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। সকলের মনমানসিকতা এক রকম নয় কিংবা পাঠ গ্রহণের ইচ্ছা ও ধারণক্ষমতাও এক রকম নয়। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা ও ভালো ব্যবহার করার এই গুণগুলো অর্জনের জন্য শিশুদের একসাথে খেলাধুলা ও কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উদাহরণ দিতে পারেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর প্রশ্ন করুন

- তোমরা খেলতে পছন্দ কর কি না?
- (একজন একজন করে) কী খেলা পছন্দ কর?
- কার সঙ্গে খেলা করতে বেশি পছন্দ কর? কেন?
- কোথায় খেলতে পছন্দ কর এবং কেন?
- খেলার সময় বন্ধুদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে?

এসব প্রশ্ন শেষে বলুন ভাইবোন, প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে চলতে, খেলাধুলা করতে।

পরিকল্পিত কাজ :

১. বিদ্যালয়ে, মাঠে, খেলাধুলার সময় সকলের সাথে মিলেমিশে খেলবে।
২. বাড়িতে ছোট ভাইবোনের সাথে কীভাবে মিলেমিশে খেলে তা পরবর্তী ক্লাসে এসে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমার প্রতিবেশী বন্ধু যদি খেলতে চায় তবে কি তুমি তাকে খেলতে নিবে? কেন?
- খেলার মাঠে সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত?
- তোমার ছোট ভাইবোন যদি তোমার খেলনা চায় তুমি কি তাকে দিবে?

শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য শিক্ষককে সব সময় শিশুদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শ্রেণিতে, শ্রেণির বাইরে, খেলার মাঠে, শিশুদের চলাফেরা, মেলামেশা তাদের আলাপচারিতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

আমার পরিবার

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

৪.১ পরিবারের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.২ শিশু নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হবে।

শিখনফল : (বা.বি)

৪.১.১ পরিবার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
৪.১.২ বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম বলতে পারবে।
৪.১.৩ বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যদের সাথে বসবাস করার সুবিধা বলতে পারবে।
৪.১.৪ পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.২.১ অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথায় যাবে না তা বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.২ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু নিতে এবং খেতে নেই কেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা– ৩

পাঠ– ১ : আমার পরিবার

শিখনফল :

৪.১.১ পরিবার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
৪.১.২ মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদিসহ পরিবারের চিত্র, বাস্তব উদাহরণ।(৩২, ৩৩ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

মানুষ একা বাস করতে পারে না। সে পরিবারে ও সমাজের মধ্যে বাস করে। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাইকে নিয়ে পরিবার গড়ে ওঠে। বাবা-মা সকলের খাবার, লেখাপড়া, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মা হলেন পরিবারের প্রাণ। মা-বাবা সন্তানদের জন্য সব সময় কাজ করেন। পরিবারে একে অন্যকে কাজে সাহায্য করে। পরিবারের বড়রা ছোটদের স্নেহ-আদর করেন। উপদেশ দেন, ছোটদের ন্যায্য ইচ্ছাগুলো পূরণ করেন। ছোটরা বড়দের সম্মান করবে, তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলবে। পরিবারের সবাই

নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। পরিবারের বাইরে অপরিচিত ব্যক্তির কাছে যাওয়া উচিত না। অপরিচিত ব্যক্তি কিছু দিলে তা নেওয়া উচিত নয় বা তার দেওয়া কোনো জিনিস খাওয়া উচিত নয়।

পরিবারের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। ছোটরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন এবং যারা উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলুন।

- তোমরা কোথা থেকে বিদ্যালয়ে এসেছ?
- তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

২/৩ জনকে একই প্রশ্ন করুন।

- তোমার বাসায় কে সবচেয়ে বড়?
- কে তোমাদের পরিবারের জন্য আয় করেন?
- তোমার মা কী কাজ করেন?
- তোমার পরিবারে সদস্য কতজন?

একই প্রশ্ন ২/৩ জনকে করুন।

- বাবা-মা, ভাই-বোন ছাড়া তোমার পরিবারে আর কে কে আছেন?

এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবার কী তা বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর নিয়ে বুঝিয়ে দিন। বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে যে পরিবার তা একক/ছোট পরিবার। যে পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদিসহ অন্যান্যরাও একসঙ্গে বাস করে সেটা যৌথ পরিবার।

পরিকল্পিত কাজ :

১. প্রত্যেকে তার নিজ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নাম জেনে এসে বলবে।

২. আগামী দিনের পাঠের জন্য ৩/৪ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করে অভিনয়ের বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

পুস্তকের ছবি কিংবা নিজের সংগৃহীত পরিবারের চিত্র প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ডাকুন এবং প্রশ্ন করুন এর মধ্যে

- কোন পরিবারটি তোমার পরিবারের ছবির মতো?
- তোমার পরিবারে কতজন সদস্য?

- আমাদের আপনজন কারা?
- তোমার বাবার নাম বল?
- তোমার মায়ের নাম বল?
- পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম বল।

পাঠ– ২ : পরিবারে আমার অধিকার ও কর্তব্য

শিখনফল :

৪.১.৩ বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যদের সাথে বসবাস করার সুবিধা বলতে পারবে।
৪.১.৪ পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. শিশুর (পাঠরত দৃশ্য), খাওয়ানোর দৃশ্য (৮ নং চিত্র)
২. শিশুর দাঁত-মাজা, হাত-মুখ ধোয়ার দৃশ্য, ঘুম থেকে ওঠার দৃশ্য (৩৪ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

পরিবার হলো প্রথম ও প্রধান সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পরিবারের প্র্যতেক সদস্য মিলেমিশে বাস করে। পরিবারে একে অন্যকে কাজে সাহায্য করে। পরিবারের বড়রা ছোটদের স্নেহ-আদর করেন। উপদেশ দেন, ছোটদের ন্যায্য ইচ্ছাগুলো পূরণ করেন। ছোটরা বড়দের সম্মান করে এবং তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলে। পরিবারের সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। পরিবারের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। মা বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়। ছোটরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর গতকালের পাঠের সূত্র ধরে বলুন কাদের নিয়ে পরিবার গঠিত হয় তা আমরা জেনেছি। আজ প্রথমেই আমরা একটা অভিনয় দেখি। অভিনয়ের জন্য গত পাঠেই ৩/৪ জনের একটি শিক্ষার্থী দল তৈরি করে নিবেন, যারা ঘুমাতে যাওয়া, হাই তুলে ঘুম থেকে চোখ কচলাতে কচলাতে ওঠা, অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে বদনা নিয়ে টয়লেটে যাওয়া, দাঁত মাজা, হাত-মুখ ধোয়া, নাস্তা খাওয়া এবং পড়তে বসা অভিনয় করে দেখাবে। অভিনয় শেষ হলে সবাইকে হাল্কা করে হাততালি দিতে বলুন। এখন বলুন লেখাপড়া, বাবা-মায়ের কথা শোনা, উপদেশ মেনে চলা, নিজের কাজ করা- এগুলো তার প্রধান কাজ। শিক্ষার্থীদের পরিবারে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো বুঝিয়ে দিন। পরিবারে একসাথে বাস করার সুবিধা বলুন। পুনরায় প্রশ্ন করুন

- তুমি বাসায় কী কাজ কর?
- তুমি কি তোমার বই-খাতা গুছিয়ে রাখ?

- তুমি কি তোমার নিজের ব্যাগ নিজে গোছাও?
- তোমার খেলনাগুলো কে গুছিয়ে দেয়?

এবার বল তো

- যদি তোমার সাথে দাদা, দাদি কিংবা অন্য কেউ থাকেন তাহলে তোমার কেমন লাগবে? এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে সবাই মিলে একত্রে বাস করার সুবিধা বুঝিয়ে দিন। বলুন, দাদা-দাদি, ফুফু, চাচা একসঙ্গে থাকলে গল্প শোনাবে, স্কুলে নিয়ে যাবে, ভাত মেখে খাওয়াবে ইত্যাদি।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিশু তার বাসায় কাজ করবে।
২. তার বাবা-মা তাদের জন্য কী কী করে তা বন্ধু সহপাঠীদের জানাবে।
৩. পরিবারের মধ্যে থাকার ফলে তার কী সুবিধা হচ্ছে এগুলো পর্যবেক্ষণ করবে এবং বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমার বই-খাতা কে গুছিয়ে রাখবে?
- তোমার খেলনা কে গুছিয়ে রাখবে?
- পরিবারে একসাথে থাকলে কী সুবিধা হয়?
- পরিবারে ফুফু, দাদা-দাদি, চাচা থাকলে কী সুবিধা হয়?
- দাদা-দাদি তোমাদের সঙ্গে থাকলে তোমার কেমন লাগে?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ–৩ : নিজেকে নিরাপদ রাখা

শিখনফল :

৪.২.১ অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও যাবে না তা বর্ণনা করতে পারবে।
৪.২.২ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু নিতে এবং খেতে নেই কেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. শিশু পাচারের দৃশ্য, ভিডিও ক্লিপ। (৩৫ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের চুপটি করে বসতে বলুন। বলুন, তাদের আজ একটি সত্যি গল্প শোনাবেন। আপনি পেপার-পত্রিকায় পড়া বা আপনার জানা কোনো গল্প শোনাতে পারেন। রাজু ও রানী দুই ভাই বোন। বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামে থাকত। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে এসে বলল, আমি তোমার কাকু হই। তোমার বাবার বন্ধু। তোমাদের জন্য চকলেট এনেছি নাও। গাড়িতে তোমার জন্য অনেক খেলনা আছে। আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠ। রাজু ও রানী চিন্তা করতে লাগল এই কাকুকে তারা কখনো দেখেনি কিন্তু লোকটি বলতে লাগল, তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন এসেছিলাম তোমাদের মনে নেই। গাড়িতে ওঠ, চকলেট খাও তোমাদের বাসায় যাই। রাজু রানীকে বলল চল যাই। বাসায় তো যাবে। রানী বলল ভাই তুমি যাও আমি স্যারের কাছে যাই। রাজু সেই অপরিচিত লোকটির সাথে মাইক্রোবাসে উঠে বসল। কিন্তু রাজু বাসায় আর ফিরেনি। রাজু হারিয়ে যায় কোথাও রাজুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়িতে কান্নাকাটি লেগে যায়। সবাই উদ্বিগ্ন হয়। সবাই রাজুকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু পাওয়া যায় না। দুই দিন পর বাবার মোবাইল ফোনে রাজুর কল পায়, বাবা আমি অমুক জায়গায় থানায় আছি তুমি আমাকে নিয়ে যাও। পরে সবাই গিয়ে রাজুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং রাজু পরিবারে ফিরে আসে এবং বিরাট দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায়। রাজু তখন তার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কেঁদে জানাল যে মাইক্রোবাসে উঠে সে ঘুমিয়ে পড়ল আর যখন জ্ঞান ফিরল দেখল হাল্কা অন্ধকার ঘরে তার মতো আরো ৪/৫ জন শিশু-সবাই ভয়ে কাঁপছে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না বা জোরে কাঁদছে না। সে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বুঝতে পারল। দেখল বাইরে দরজায় একজন পাহারা দিচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। রাজু সব শিশুকে কাছে ডেকে একটা বুদ্ধি বের করল। যখন তাদের খাবার দিতে আসবে তখন তাকে মাথায় মেরে সবাই দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা সবাই অপেক্ষায় থাকল। দুজন করে দরজার দুই পাশে আড়াল হয়ে থাকল। লোকটি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল দুজন কেন বাকিরা কই ? রাজু বুদ্ধি করে বলল, তারা চারজন অনেক আগেই বাথরুমে ঢুকেছে। সে ঘুমিয়ে ছিল বলে কিছু জানে না। লোকটি খাবার রেখে যেই বাথরুমে দেখার জন্য ঢুকল অমনি রাজু ও ছেলেরা বাথরুমের দরজা লাগিয়ে ঘরের দরজা খুলে দৌড় দিল আর চিৎকার দিতে লাগল বাঁচাও, বাঁচাও। এক ভদ্রলোক তাদের থানায় পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে সবাই যে যার বাসায় ফোন দিল। একজনের বাসায় কোনো মোবাইল ফোনে নেই সে শুধু পাড়ার নাম আর বাবার নাম বলতে পারে। রাজু জানে না তার জন্য থানার পুলিশ কী করেছে। রাজু বলল, আর কখনো অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না, লোভ করবে না, কিছু খাবে না এবং কখনোই কোথাও যাবে না শুধু বাসা আর স্কুলে যাবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের বলুন, আজ তোমাদের একটি সত্য ঘটনা বলব। গল্প শেষে তাদের প্রশ্ন করুন।

- রাজু রানী কোথায় পড়াশোনা করত?
- অপরিচিত লোকটি রাজুকে কি বলে পরিচয় দিল?

- লোকটি রাজু ও রানীকে কী খেতে দিল?
- সে কী বলে দুই ভাইবোনকে লোভ দেখাল?
- রানী কিভাবে বেঁচে গেল?
- অপরিচিত লোকটির সাথে যেয়ে রাজু কি কাজটি ঠিক করেছে?
- অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কী যাওয়া উচিত ?
- কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া উচিত?
- ফিরে এসে রাজু কী বলল?
- কীভাবে সে ফিরে আসতে পারল?
- রাজু কী প্রতিজ্ঞা করল?

এসব প্রশ্ন করে তাদের সচেতন করুন যে নিজের নিরাপত্তা সে যেন নিজে করতে পারে। সে যেন লোভ না করে। প্রয়োজনে এ গল্প ছাড়া ছবি দেখিয়ে আপনি এ-জাতীয় উদাহরণ দিয়ে তাদের সচেতন করবেন। প্রয়োজনে অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. দলীয় আলোচনা করে শিশুরা নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি বলতে পারবে।
২. নিজের বাবার নাম, বাসার ঠিকানা ও মোবাইল ফোনে নম্বরে মুখস্থ রাখবে এবং বলতে পারবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তুমি যাকে চেন না তার সঙ্গে তুমি কী যাবে?
- কেন যাবে না?
- লোভ করা কি উচিত?
- অপরিচিত কারো কাছ থেকে কেন কিছু খাওয়া উচিত নয়?
- কিছু কি নেওয়া উচিত?
- নিজের বাড়ির ঠিকানা বল।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার ও আমাদের কাজ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

৬.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কে কী কাজ করে পর্যবেক্ষণ করবে ও কাজের নাম বলতে পারবে।

শিখনফল :

৬.১.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কে কী কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারবে।
৬.১.২ শিশু নিজে কী কাজ করে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ– ১ : পরিবারে ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ

শিখনফল :

৬.১.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কে কী কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারবে।

উপকরণ :

পরিবারের বিভিন্ন সদস্যে কাজ করার কয়েকটি দৃশ্য। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জনের কাজ করার চিত্র, (দপ্তরির ঘণ্টা দেওয়া, শিক্ষকের পড়ানো, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পড়া)। অভিনয়: বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের কাজের তালিকা/চার্ট, স্কুলে বিভিন্ন ধরনের কাজের তালিকা/চার্ট। (১ নং চিত্র), (২০ নং চিত্র), (৩৮ নং চিত্র), (৩৭ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু: (শিক্ষকের জন্য)
বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আমরা প্রত্যেকে নানা রকম কাজ করি। বাড়িতে মা রান্না করেন, ঘরবাড়ি গুছিয়ে রাখেন। গৃহকর্মী মাকে নানা কাজে সাহায্য করেন। বাবা অর্থ উপার্জন করেন। অনেক পরিবারে মা ও চাকরি করেন। এ ছাড়া মা-বাবা আরও অনেক কাজ করেন। বাড়িতে আমরা ছোট ভাইবোনকে কোলে নেই। তাদের জামাকাপড়, জুতো গুছিয়ে দেই। তাদের পড়াশোনায় সাহায্য করি। এ ছাড়া আমরা মা বাবাকেও অনেক কাজে সাহায্য করি।
বিদ্যালয়ে শিক্ষক আমাদের লেখাপড়া শেখান। দপ্তরি ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ও শেষে এবং প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টা দেন। তাঁর ঘণ্টা শুনে আমরা শ্রেণিকক্ষে যাই। ক্লাস শেষে বাড়ি যাই। ঝাড়ুদার শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। ক্লাসের ক্যাপ্টেন সকলের বাড়ির কাজের খাতা তুলে শিক্ষকের টেবিলে গুছিয়ে রাখে। এভাবে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু কাজ করি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে ভাবতে বলুন বাড়িতে কে কী কাজ করে? এককে জনকে একটি করে কাজের নাম বলতে বলুন। যেমন– বাসন মাজা, ঘর মোছা, ঘরদোর ঝাড় দেওয়া, বাজার করা, রান্না করা, তরকারি কোটা, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, পোষা পশু-পাখির যত্ন নেওয়া, শিশুদের স্কুলে নেওয়া, পড়াশোনা করা ইত্যাদি।

আপনি নিচের প্রশ্নের উত্তরগুলো গুছিয়ে বলতে সাহায্য করুন।

- বাবা কী কাজ করেন?
- মা কী কাজ করেন?
- তুমি কী কাজ কর?
- তোমার ছোট ভাইকে মা কাজ করার সময় কে কোলে নেয়?
- বাড়িতে কাজে কে সাহায্য করে?
- সাহায্য করার লোক না থাকলে কে কাজ করে?
- কে বাজার করেন?

এবারে বিদ্যালয়ে কে কী কাজ করে হাত তুলে বলতে বলুন, বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কে কী কাজ করে পৃথক পৃথক চার্ট লিখে প্রদর্শন করুন এবং মুখে বলে জানিয়ে দিন। এবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন সকল কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কাজ ছোট নয়।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রদর্শিত চিত্র দেখে বলতে পারবে কে কী কাজ করছে।
২. পরিবারে কে কী কাজ করে অভিনয় করে দেখাবে।
৩. স্কুলে কে কী কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করবে ও মুখে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন কে কী করছে?

- বাড়িতে তুমি কী কাজ কর?
- বাড়িতে মা কী কাজ করেন?
- বিদ্যালয়ে তোমাকে কে পড়ান?
- দপ্তরি বিদ্যালয়ে কী কাজ করেন?
- বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ কে পরিষ্কার রাখেন?

“ছোট বড় সকল কাজ অতি মূল্যবান।
সকলেরে জানাই মোদের শ্রদ্ধা ও সালাম।”

এই লাইন দুটি একত্রে সুরে গাইতে গাইতে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ–২ : আমাদের কাজ

শিখনফল :

৬.১.২ শিশু নিজে কী কাজ করে তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

নিজের বইপত্র গোছানোর দৃশ্য, মাকে কাজে সহায়তা করার দৃশ্য, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করার দৃশ্য, ক্লাস ক্যাপটেনের খাতা তোলার দৃশ্য। (২০, ২৫, ৩৮, ৩৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন কিছু কাজ করি। যেমন– প্রতিদিন আমরা গোসল করি, চুল আঁচড়াই, দুবেলা দাঁত ব্রাশ করি। সপ্তাহান্তে নখ কাটি, নিজের জামাকাপড় বইপত্র নিজেরাই গুছিয়ে রাখি। বাড়িতে মা-বাবাকে কিছু কাজে সাহায্য করি, ছোট ভাই-বোনদের কোলে নিই। তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করি, মেহমান এলে সালাম দিয়ে বসতে বলি।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি। শ্রেণির কাজ করি, নিজেদের খাতা তুলে দিতে শিক্ষককে সাহায্য করি। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর বলুন গত দুই দিন আমরা বিদ্যালয়ে ও বাসায়/বাড়িতে কে কী কাজ কর তা জেনেছি। এবার তোমরা বাসায়/বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিতে কী কাজ কর তোমাদের কাছ থেকে আমি শুনব। এবার ৬/৭ জন করে এক একটি দলে শিক্ষার্থীদের ভাগ করুন। প্রতিটি দলের নাম (ফুল/ফল/নদীর নামে) দিন। বোর্ডে ৮/১০ দলের নাম লিখুন। এবার প্রতিটি দলকে বলতে বলুন তারা বাসা ও বিদ্যালয়ে কী কী কাজ করে। যে কয়টি কাজ করে তার সংখ্যা লিখুন। প্রতিটি দলের বলা হলে সে সংখ্যা গুনে দেখুন, কোন দল বেশি কাজ করে। প্রতিটি দলকে ধন্যবাদ জানান।

এবার শ্রেণিকক্ষে Class Captain বা শ্রেণি প্রতিনিধিকে ডাকুন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কী কাজ করে? আপনি সকলের উদ্দেশ্যে বলুন এগুলো তার একার কাজ নয়। শ্রেণিকক্ষ ও বোর্ড পরিষ্কার করা, চেয়ার-বেঞ্চ গুছিয়ে রাখা, স্যারের চেয়ার-টেবিল পরিষ্কার রাখা, মেঝেতে কিছু না ফেলা ইত্যাদি কাজগুলো প্রত্যেকে আমরা নিজের দায়িত্ব মনে করে করব। একইভাবে বাড়িতেও আমরা নিজের কাজ নিজে করতে চেষ্টা করব। এবারে শিশুরা বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে কী কাজ করে তার দুটি চার্ট টাঙিয়ে দিন। জোরে জোরে পড়ুন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. বাড়িতে কে কীভাবে মাকে সাহায্য কর তা পরদিন ক্লাসে এসে বলবে।

২. মেঝেতে ফেলা কাগজগুলো কুড়িয়ে ঝুড়িতে রাখবে।

৩. শ্রেণিকক্ষ সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে শিক্ষককে সাহায্য করবে।

৪. খাবার আগে ও পরে এবং কাজ করার পর হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে অনুশীলন করাবেন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- তোমার বইপত্র কে গুছিয়ে রাখে?
- বাড়িতে কী কী কাজে মাকে সাহায্য কর?
- কাগজের টুকরো, চিপসের মোড়ক, কলার খোসা কোথায় ফেল?
- তুমি কখন কখন হাত ধোও?

ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্ন করুন। মূলত শিশুরা যাতে নিজের কাজ নিজে করতে উৎসাহিত হয়- এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশ্ন করুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

সপ্তম অধ্যায়

চারপাশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

৬.১ রোদ, মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ুপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে এসব ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহল বাড়াবে।

৬.২ রোদ কোথা থেকে আসে তা জানবে।

৬.৩ দিনের কোন সময়ে রোদ কেমন তা জানবে।

শিখনফল :

৬.১.১ রোদ, মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ুপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে এসব ঘটনা কী তা বলতে পারবে।

৬.২.১ রোদ কোথা থেকে আসে তা বলতে ও দেখাতে পারবে।

৬.৩.১ দিনের কোন সময়ে রোদ কেমন পাওয়া যায় তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ–১ : চারপাশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনা

শিখনফল :

৬.১.১ রোদ,মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ুপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে এসব ঘটনা কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. ঝকঝকে রোদের চিত্র।(৩, ১৯ নং চিত্র)

২. পাশাপাশি চিত্রে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য।(১৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু:

আমাদের চারপাশে নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। যেমন রোদ, আকাশে মেঘ জমা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক ঘটনা। শিশুরা এসব দেখে অবাক হয়, তাদের মনে কৌতূহল জাগে। রোদে পানি বাষ্প হয়, এই বাষ্প আকাশে মেঘ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মেঘ শীতল হয়ে বৃষ্টি হয়। বাতাস কখনো ধীরে বয়, কখনো জোরে বয়। বাতাস জোরে বইলে ঝড় হয়। ঝড় মানুষের ক্ষতি করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে

দিবেন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন

- তোমরা রোদ দেখেছ কী?
- রোদ আমরা কোথা থেকে পাই?
- রোদে দাঁড়ালে কেমন লাগে?
- তোমরা মেঘ দেখেছ কী?
- মেঘ কোথায় জমে?
- তোমরা কখনো বৃষ্টি দেখেছ কী?
- বৃষ্টি কোথা থেকে আসে?

পরিকল্পিত কাজ :

এবার চিত্রগুলো দেখান, বলতে বলুন

- কোন চিত্রটিতে রোদ, কোন চিত্রটিতে মেঘ রয়েছে এবং কোন চিত্রটিতে বৃষ্টি পড়ছে?

এবার বায়ুপ্রবাহে গাছের ডাল বেঁকে যাওয়ার ছবিটি দেখান এবং জিজ্ঞাসা করুন, এই ছবিতে গাছের ডাল বেঁকে গেছে কেন? শিক্ষার্থীরা বলবে, আপনিও আলোচনা করুন। বাতাস কখনো ধীরে বয়, কখনো জোরে বয়। বাতাস জোরে বইলে ঝড় হয়। ঝড় মানুষের ক্ষতি করে।
শিক্ষার্থীদের সকালে, দুপুরে ও বিকালে রোদ অনুভব করতে বলুন। আগামী ক্লাসে এসে বলবে কখন গরম বেশি লাগে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- রোদ কী?
- আকাশে সাদাকালো রঙের কী উড়ে বেড়ায়?
- বৃষ্টি কোথা থেকে আসে?
- বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

শিক্ষার্থী কোনো কিছু বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দিন। এরপর সকলকে শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–২ : চারপাশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক ঘটনা: রোদ

শিখনফল :

৬.২.১ রোদ কোথা থেকে আসে তা বলতে ও দেখাতে পারবে।
৬.৩.১ দিনের কোন সময়ে রোদ কেমন পাওয়া যায় তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১। সকাল, দুপুর ও বিকালের চিত্র। সকাল ও বিকালে শিশুরা খেলছে। (১৯ নং ও ৩ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

সকালে যখন রোদের তেজ কম থাকে, গরম কম লাগে। দুপুরে মাথার ওপর সূর্য থাকে। রোদের তেজ বেশি থাকে, বেশি গরম লাগে। সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত হতে থাকে। রোদের তেজ কম থাকে, কম গরম লাগে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ?
গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কী?
শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন।
এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন

- আমরা কোথা থেকে রোদ পাই?
- সূর্য কোথায় দেখা যায়?
- সূর্য থেকে আমরা কী পাই? (আলো বা রোদ)
- হাত দিয়ে দেখাও তো রোদ কোথা থেকে আসে?

গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম সকাল, বিকাল ও দুপুরের রোদে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে। দাঁড়িয়ে ছিলে কী? যারা সকাল, বিকাল ও দুপুরের রোদে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সময় পাওনি তারা আগামী কাল দাঁড়াবে এবং আমাকে এসে বলবে।

- সকালে রোদ কেমন থাকে?
- সকালে রোদ পোহাতে কেমন লাগে?
- দুপুরে রোদ কেমন থাকে?
- দুপুরে রোদ পোহাতে কেমন থাকে?
- বিকালে রোদ কেমন থাকে?
- বিকালে রোদ পোহাতে কেমন লাগে?
- কোন রোদে গরম বেশি? সকালের, দুপুরের, না বিকালের?

পরিকল্পিত কাজ :

এবার চিত্রটি ঝুলিয়ে দিন।

১. শিশুরা সকাল, দুপুর, বিকালের চিত্র শনাক্ত করবে এবং বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

নিচের প্রশ্নগুলোর মতো আরো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

- রোদ কোথা থেকে আসে?
- সূর্য কোথায় দেখা যায়?
- কখন রোদ বেশি থাকে?
- কোন রোদে তেজ বেশি? সকালের, দুপুরের, না বিকালের?

পাঠের সারসংক্ষেপ করুন। আগামী ক্লাসের পাঠ সম্পর্কে বলে পাঠ শেষ করুন।

অষ্টম অধ্যায়

পানির ব্যবহার ও উৎস

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

৩.১ পানির ব্যবহার সম্পর্কে জানবে।
৩.২ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিকট পরিবেশের পানির উৎস চিনতে পারবে।

শিখনফল :

৩.১.১ আমাদের জীবনে পানির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.২.১ নিকট পরিবেশে পানির কী কী উৎস রয়েছে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ–১ : পানির ব্যবহার

শিখনফল :

৩.১.১ আমাদের জীবনে পানির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. একটি বড় চার্টে মানুষ ও অন্য প্রাণীর পানি পান করা, গোসল করা, থালাবাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, ঘর মোছা, ফসলের ক্ষেতে সেচ দেওয়ার চিত্র (৪৩ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু : (শিক্ষকের জন্য)

আমাদের জীবনে পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পানি নানা কাজে লাগে। পানি আমরা পান করি। পানি দিয়ে গোসল করি, কাপড় কাচি, ঘর মুছি, থালাবাসন ধুই। ফসলের ক্ষেতে সেচ দিই। সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য পানির দরকার। প্রাণী ও উদ্ভিদ পানি ছাড়া বেশি দিন বাঁচে না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের কুশল জিজ্ঞাসা করে শুরু করুন। সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করুন–

- পানি আমাদের কী কী কাজে লাগে?
- পিপাসা পেলে আমরা কী পান করি?
- আমরা হাত-মুখ ধুই কী দিয়ে?
- ফসলের ক্ষেতে সেচ দিই কী দিয়ে?
- কাপড় ধোয়া হয় কী দিয়ে?

- থালাবাসন ধুই কী দিয়ে?

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। ফুলের নামে দলের নাম দিন। গোলাপ, চামেলি, চাঁপা, বকুল ও গাঁদা। এবার ছবিগুলো দেখান। প্রতিটি দলকে ছবি দেখে বলতে বলুন, ছবিতে পানি কী কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? যে দল সবচেয়ে বেশি সঠিক জবাব দিতে পারবে তাদের প্রশংসা করুন।

মূল্যায়ন :

- পিপাসা পেলে আমরা কী পান করি?
- পিপাসা পেলে গরু, ছাগল ও মহিষ কী পান করে?
- পিপাসা পেলে হাঁস, মুরগি ও কবুতর কী পান করে?
- কী কী কাজে পানি ব্যবহার করা হয়?
- ফসলের ক্ষেতে পানি দিই কেন?

শিক্ষার্থীদের জবাবে কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করুন এবং পাঠের সারসংক্ষেপ করে পাঠ সমাপ্ত করুন।

পাঠ–২ : নিকট পরিবেশের পানির উৎস

শিখনফল :

৩.২.১ নিকট পরিবেশে পানির কী কী উৎস রয়েছে তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. একটি বড় চার্টে পুকুর, নদী, লেক, কুয়া, নলকূপ-এর চিত্র (৪৪ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

পানি খুব দরকারি। পানি ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী বেশি দিন বাঁচতে পারে না। পানি কোথা থেকে পাওয়া যায় বা পানির উৎস কী? আমরা পুকুর, নদী, লেক, কুয়া, নলকূপ থেকে পানি পাই। এ ছাড়া আর কী কী থেকে আমরা পানি পাই? বৃষ্টি থেকে পাই। শহরে পানির ট্যাপ থেকে পানি পাই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? শিক্ষার্থীরা বলবে, কোনো কিছু বাদ পড়লে তা আপনি বলে দিবেন। ভালো ও শুদ্ধ উত্তর দিলে প্রশংসা করুন। বলুন ভালো, খুব ভালো, চমৎকার ইত্যাদি। সুতরাং

গত পাঠে আমরা শিখেছিলাম পানি কী কী কাজে লাগে? এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা মনে করে দেখ তো বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে কোথায় পানি পাওয়া যায়?

পরিকল্পিত কাজ :

আগের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যে ৫টি দল করেছিলেন, সেই ৫ দলে তাদের বসতে বলুন এবং বাড়িতে ও বাড়ির আশপাশে কোথায় পানি পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। প্রতি দলকে বলতে বলুন যে, তাদের বাড়ির আশপাশে কোথায় পানি পাওয়া যায়? তাদের আলোচনায় কোনো কিছু বাদ পড়লে তা যোগ করুন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- পুকুর ও নদী থেকে আমরা কী পাই?
- তোমাদের বাড়িতে কোথা থেকে পানি পাও?
- বাড়ির আশপাশে কোথায় কোথায় পানি আছে?
- কুয়া ও নলকূপ থেকে কী পাওয়া যায়?
- আর কী কী থেকে পানি পাওয়া যায়?

শিক্ষার্থীদের জবাবে কোনো কিছু বাদ পড়লে তা পূরণ করুন এবং পাঠের সারসংক্ষেপ করে, শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করুন।

নবম অধ্যায়

আমাদের খাদ্য

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

৮.১ খাদ্যের নাম জানা এবং খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা।

শিখনফল :

৮.১.১ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পর্যবেক্ষণ করবে ও খাদ্যের নাম বলতে পারবে।
৮.১.২ খাদ্যের স্বাদ বিভিন্ন রকম তা বলতে পারবে।
৮.১.৩ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা – ২

পাঠ–১ : নানান রকম খাবার

শিখনফল :

৮.১.১ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পর্যবেক্ষণ করবে ও খাদ্যের নাম বলতে পারবে।
৮.১.২ খাদ্যের স্বাদ বিভিন্ন রকম তা বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বিভিন্ন রকম খাবারের চিত্র, (রসগোল্লা, লালমোহন, দুধ, দই, পেঁপে, কমলা, কলা, লেবু, রান্না করা মাংস, আমড়া, লবণ, চিনি, কাঁচা মরিচ, উচ্ছে, ভাত, আম, কাঁঠাল, ডিম, মাছ, পিঠা, পায়েস ইত্যাদি) (৪৫ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমরা নানান রকম খাবার খাই। ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, উচ্ছে, করলা লবণ ও শাকসবজি। ডিম, দুধ, দই, মাখন, রসগোল্লা, লালমোহন, চিনি, পিঠা ও পায়েস। আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আমলকী, আমড়া আরও কত রকমের ফল। এসব খাদ্যের স্বাদ বিভিন্ন রকম। কোনোটার স্বাদ মিষ্টি। কোনোটা টক। কোনোটা ঝাল। কোনোটা নোনতা। কোনোটা আবার তেতো। রসগোল্লা, লালমোহন, চিনি, পিঠা ও পায়েস। আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে মিষ্টি খাবার। আমলকী ও আমড়া টক। রান্না করা মাছ, মাংস, ডাল হলো ঝাল। উচ্ছে ও করলা তেতো। লবণ নোনতা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ?
গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি ? গত ক্লাসে আমরা কী করেছিলাম?

২/১ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করার পর আপনি গত পাঠটি সম্পর্কে ২/৩ মিনিট আলোচনা করুন।

এরপর প্রশ্ন করুন

- আমরা কী কী খাবার খাই?
- সকালে কী খাই? দুপুরে কী খাই? বিকালে কী খাই? রাতে কী খাই?

শিক্ষার্থীরা এক এক করে খাবারের নাম বলবে, আপনি বোর্ডে লিখুন। খাবারের একটি বড় তালিকা পাবেন। কোনো খাবারের নাম বাদ পড়লে তা যোগ করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

বিভিন্ন ধরনের খাবারের নমুনা চার্ট দেখান। শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে তালিকাটি জোরে জোরে পড়তে বলুন। খাবারের চিত্রগুলো দেখান এবং খাবারগুলোর নাম বলতে বলুন। কোনো খাবারের নাম বলতে না পারলে আপনি বলে দিন। এবার অপর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করুন।

- সকল খাবার খেতে কী একই রকম লাগে? সকল খাবারের স্বাদ কী একই রকম?
- আমরা যেসব খাবার খাই এদের স্বাদ কী কী ধরনের হয়? (টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা ও তেতো)

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমরা কী কী খাবার খাই?
- সকালে কী খাই? কী কী ফল খাই? ডিম, দুধ, মাখন খাই কি?
- দুপুরে কী কী খাবার খাই?
- বিকালে কী কী খাবার খাই?
- রাতে কী কী খাবার খাই?
- আমরা খাই এমন ৫টি ফলের নাম বল।
- খাবারের স্বাদ কী ধরনের হয়?

আমরা আজ নানান রকম খাবারের নাম জানলাম। আরও জানলাম বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বিভিন্ন হয়। খাবারের স্বাদ হতে পারে টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা ও তেতো।

আগামী পাঠের নাম বলে, শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–২ : নানান স্বাদের খাবার

শিখনফল :

৮.১.৩ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।

উপকরণ :

১. বিভিন্ন রকম খাবারের চিত্র (রান্না করা মাংস, ডিম, মাছ, লবণ, উচ্ছে, কাঁচা মরিচ, ভাত, রসগোল্লা, লালমোহন, চিনি, দুধ, দই, পিঠা, পায়েস ইত্যাদি) (৪৫ নং চিত্র)
২. বিভিন্ন রকম ফলের চিত্র, পেঁপে, কমলা, কলা, লেবু, আমড়া, আমলকী, আম, কাঁঠাল (৪৫ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমরা যেসব খাবার খাই তাদের কিছু ঝাল যেমন– রান্না করা মাংস, ডিম, মাছ ও কাঁচা মরিচ। কিছু মিষ্টি যেমন– রসগোল্লা, লালমোহন, চিনি, দুধ, দই, পিঠা, পায়েস, পেঁপে, কমলা, কলা, আম ও কাঁঠাল। কিছু খাবার টক যেমন– লেবু, আমড়া, আমলকী ও টক দই। কিছু তেতো যেমন– উচ্ছে ও করলা। কিছু নোনতা যেমন লবণ, পনির, নিমকি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? গত ক্লাসে আমরা কী পড়েছিলাম? আমরা আলোচনা করেছিলাম নানান রকম খাবার নিয়ে।

২/১ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করার পর আপনি গত পাঠটি সম্পর্কে ২/৩ মিনিট আলোচনা করুন। বলুন, খাবার নানান রকম হয়, এগুলো নানা রকম স্বাদের হয়। খাবারের স্বাদ হতে পারে টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা ও তেতো। এরপর প্রশ্ন করুন–

- তোমরা কী কী খাবার খাও?
- কয়েকটি মিষ্টি খাবারের নাম বল।
- কী কী ফল খেতে মিষ্টি?
- কী কী ফল খেতে টক?
- দুটি তেতো খাবারের নাম বল।
- কয়েকটি ঝাল খাবারের নাম বল।
- দুটি নোনতা খাবারের নাম বল।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে দিয়ে খাবারের চিত্রগুলো সকলকে দেখান এবং খাবারগুলোর নাম বলতে বলুন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

এবার অপর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করুন–

- পাকা পেঁপে, কমলা, কলা, আম ও কাঁঠালের স্বাদ কেমন? টক, ঝাল, না মিষ্টি?
- লেবু, আমড়া, আমলকী ও টমেটোর স্বাদ কেমন? টক, ঝাল, না মিষ্টি?
- লবণ, পনির, নিমকির স্বাদ কেমন? টক, নোনতা না তেতো?
- উচ্ছে ও করলার স্বাদ কেমন? টক, নোনতা না তেতো?
- চিত্র দেখে বল কোনটি কোন স্বাদের খাবার?

পরবর্তী পাঠের কথা বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ শেষ করুন।

দশম অধ্যায়

মানুষের সাধারণ রোগ ও পরিচ্ছন্নতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :(প্রাথমিক বিজ্ঞান)

৯.১ কয়েকটি সাধারণ রোগের ধারণা লাভ করবে।

৯.২ শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

৯.১.১ মানুষ সাধারণত যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলোর নাম বলতে পারবে।

৯.২.১ শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ–১ : মানুষের সাধারণ রোগ

শিখনফল :

৯.১.১ মানুষ সাধারণত যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলোর নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. হাঁচি-কাশি দেওয়ার চিত্র
২. খাবারের ওপর মাছি বসার চিত্র
৩. বদনা হাতে ল্যাট্রিনে যাবার চিত্র
৪. হাত-পা ও গা চুলকানোর চিত্র।

(৪২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

বিভিন্ন অসাবধানতা ও পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে আমাদের কিছু সাধারণ রোগ হয় যেমন– সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, খোস-পাঁচড়া। এ ছাড়া পানি, বাতাস, হাঁচি-কাশি দ্বারা এসব রোগ ছড়ায়। বেশি ঠাণ্ডা বা গরম থেকেও সর্দি-কাশি হয়। নোংরা হাতে খাবার খেলে, পচা, বাসি, নোংরা খাবার খেলে এবং অপরিষ্কার পানি পান করলে ডায়রিয়া রোগ হয়। সুতরাং আমরা নোংরা, বাসি ও পচা খাবার খাব না এবং অপরিষ্কার পানি পান করব না। খাবার আগে ও পরে হাত-মুখ ভালো করে পরিষ্কার করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি? গত ক্লাসে আমরা কী পড়েছিলাম? ২/১ জন শিক্ষার্থীকে

জিজ্ঞাসা করার পর আপনি গত পাঠটি সম্পর্কে ২/৩ মিনিট আলোচনা করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন,

- আমাদের সাধারণত কী কী রোগ হয়?
- কেন সর্দি-কাশি হয়?
- খোস-পাঁচড়া হলে কী অসুবিধা হয়? (গা চুলকায়)
- ডায়রিয়া কী?
- ডায়রিয়া যাতে না হয় সে জন্য আমরা কী করব?

শিক্ষার্থীরা জবাব দেবে, কোথাও কোনো কিছু বাদ পড়লে আপনি তাদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

চিত্র দেখিয়ে কোনটি কোন রোগের ছবি এবং তার উপসর্গগুলোর বহিঃপ্রকাশ অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- কোনটি সর্দি-কাশি আক্রান্ত ব্যক্তির চিত্র?
- কোনটি ডায়রিয়া রোগের চিত্র?
- কোনটি খোস-পাঁচড়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিত্র?

সুতরাং আমরা জানলাম যে, মানুষের সাধারণ রোগ হলো, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, খোস-পাঁচড়া– এগুলো ছোঁয়াচে রোগ। এসব রোগ থেকে রক্ষা পেতে পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় তা আমরা আগামী পাঠে জানব। এই বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–২ : শারীরিক পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল :

৯.২.১ শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. গোসল করার চিত্র (৪৩ নং চিত্র)
২. হাত, পা, মুখ সাবান দিয়ে ধোয়ার চিত্র
৩. দাঁত মাজার চিত্র (৩৪ নং চিত্র)
৪. ল্যাট্রিন থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার চিত্র।

বিষয়বস্তু :

বিভিন্ন অসাবধানতা ও অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে আমাদের কিছু সাধারণ রোগ হয়। এগুলো হলো সর্দি-

কাশি, ডায়রিয়া, খোস-পাঁচড়া। নোংরা হাতে খাবার খেলে, পচা, বাসি ও নোংরা খাবার খেলে এসব রোগ হয়। এসব রোগ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখা। শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিদিন গোসল করতে হবে। মাঝে মাঝে গায়ে সাবান দিতে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত, পা, মুখ সাবান দিয়ে ধুতে হবে। কোনো কিছু খাওয়ার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে। প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত মাজতে হবে। ল্যাট্রিন থেকে এসে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কী? গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম মানুষের সাধারণ রোগ নিয়ে। ২/১ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করার পর আপনি গত পাঠটি সম্পর্কে ২/৩ মিনিট আলোচনা করুন। বলুন, মানুষের সাধারণ রোগ হলো, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, খোস-পাঁচড়া। এগুলো ছোঁয়াচে রোগ। এসব রোগ থেকে রক্ষা পেতে পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। এই পাঠে আমরা আলোচনা করব শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় নিয়ে। এবার পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

চিত্রগুলো দেখে কোনটি কিসের চিত্র শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- শরীর পরিচ্ছন্ন রাখতে কী করতে হয়?
- হাত, পা ও মুখ কী করে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়?
- প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত মাজতে হয় কেন?
- কোনো কিছু খাবার আগে কী করতে হয়?
- ল্যাট্রিন থেকে এসে কী করে হাত পরিষ্কার করত হয়?

আগামী ক্লাসে কী পড়াবেন তা বলে, শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

একাদশ অধ্যায়

এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১১.১ বিদ্যালয় ও গৃহস্থালির পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দিয়ে কীভাবে পরিবেশ নষ্ট হয় তা জানবে এবং এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

শিখনফল :

১১.১.১ পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

১১.১.২ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণ পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারবে।

১১.১.৩ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ দূষিত হয়—এ ধরনের কাজ যেমন—যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরা, চিপস ও চকোলেটের খালি প্যাকেট ফেলা, দেয়াল নোংরা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা– ৪

পাঠ– ১ : এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি

শিখনফল :

১১.১.১ পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

উপকরণ :

১. বিদ্যালয়ের পাশাপাশি দুটো দৃশ্য একটি পরিষ্কার গোছানো (২ নং চিত্র) এবং অন্যটি অপরিষ্কার ও অগোছালো। (৩৯ নং চিত্র)

২. একটি অপরিষ্কার নোংরা অগোছালো শ্রেণিকক্ষের দৃশ্য (৪০ নং চিত্র) এবং অন্যটি পরিষ্কার গোছানো শ্রেণিকক্ষের দৃশ্য (১ নং চিত্র)

৩. গাড়ির ধোঁয়া বের হওয়ার দৃশ্য (৪১ নং চিত্র)

৪. কারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য নদীর পানিতে ফেলার দৃশ্য (৪১নং চিত্র)

বিষয়বস্তু : **(শিক্ষকের জন্য)**

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান আমাদের জীবনধারণের জন্য খুব প্রয়োজন। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘরদোর, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ নষ্ট হওয়াকে পরিবেশ দূষণ বলে।

আমাদের বাসা/বাড়ি বিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে যদি আবর্জনা জমে তবে আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়। বিদ্যালয়, বাসা/বাড়িতে পায়খানা ঠিকমতো পরিষ্কার না করলে দুর্গন্ধ হয়, জীবাণু হয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নানা অসুখ-বিসুখ হয়। ডোবা নালা পরিষ্কার না করলে, আবদ্ধ পানিতে মশামাছি হয়, যা নানা রোগের সৃষ্টি করে। যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেললে বা কলার, বাদামের খোসা ফেললে রাস্তা, মাঠ, স্কুল, শ্রেণিকক্ষ, ঘরদোর নোংরা ও দুর্ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয় বা হাসপাতালের সামনে হৈচৈ করলে, জোরে মাইক বাজালে, জোরে গাড়ির হর্ন বাজালে শিশুরা ভয় পায়। রোগীদের ক্ষতি হয়।

সুতরাং যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে বা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা উচিত। খোলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত না। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, যেখানে সেখানে থুথু, কফ, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরা, চিপসের খালি প্যাকেট, চকোলেটের খোসা না ফেলা। পলিথিন, প্লাস্টিকের টুকরা, প্লাস্টিকের বোতল মাটিতে পচে না। সুতরাং এগুলো যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ দূষণ করা ঠিক না। নালা খাল ও পুকুরে ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত না। ময়লা পানি যাওয়ার নালা পরিষ্কার রাখতে হবে। রাস্তায় চলার সময় ফুটপাত নোংরা করব না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর হাতের চিত্রগুলো/শিক্ষক নির্দেশিকার চিত্রগুলো শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করুন। তাদের চিন্তা করতে বলুন।

- দৃশ্যগুলোতে কী দেখা যাচ্ছে?
- দৃশ্য দুটি কী রকম?
- একই রকম নয় কেন?
- কোনো দৃশ্যটি ভালো মনে হচ্ছে?
- কেন তোমার ভালো লাগছে?

এবার তাহলে বুঝিয়ে দিন পরিবেশদূষণ কী। বলুন, তোমরা এর আগে পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জেনেছ।

এবার চল আমরা একটা খেলা খেলি। পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশসংক্রান্ত দুটি চার্ট প্রদর্শন করেন। দুটি দলে সমস্ত শিক্ষার্থীদের ভাগ করুন। বলুন যে কয়টি পয়েন্ট লেখা আছে এর মধ্যে যেগুলো পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সেগুলোতে টিক (√) চিহ্ন দাও। যেগুলো অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সেগুলোতে ক্রস (×) চিহ্ন দাও। নিচের লেখাগুলো পোস্টার পেপারে বড় বড় করে লিখুন একই রকম দুটি চার্ট তৈরি করুন।

- পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ
- যেখানে সেখানে বাদামের খোসা ফেলা

- চেয়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা
- বই-খাতা গুছিয়ে রাখা
- জানালা দিয়ে থুথু ফেলা
- চিপসের খালি প্যাকেট মেঝেতে ফেলা
- জামার হাতায় নাক মোছা
- ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার রাখা
- শ্রেণিতে অযথা হৈচৈ করা
- বিদ্যালয়ের সামনে জোরে হর্ন বাজানো
- ময়লার ঝুড়িতে ময়লা ফেলা

এভাবে পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের পার্থক্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পোস্টার পেপারে লেখা পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের পার্থক্য করবে এবং বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের পার্থক্য বল।
- যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয় কেন?
- কারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া কেন ভালো না?
- দুটি দৃশ্য এক নয় কেন?
- তাহলে আমরা কী রকম পরিবেশে বাস করব?
- পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা কী করব?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ২ : এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি

শিখনফল :

১১.১.২ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কারণ পর্যবেক্ষণ করে বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বিদ্যালয়ের পাশাপাশি দুটি চিত্র– একটি পরিষ্কার গোছানো (১ নং চিত্র) এবং অন্যটি অপরিষ্কার ও অগোছালো (৪০ নং চিত্র)

২. পরিষ্কার ও গোছানো বাড়ি ও ঘরের উঠান ও মেঝে (৩৬ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য খুব প্রয়োজন। ঘরদোর, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে। কাজে মন বসে, কাজটি আনন্দদায়ক হয়। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হয়। এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমরাই তৈরি করি। আমাদের বাসা/বাড়ি, বিদ্যালয়ের, ভেতরে-বাইরে যদি আবর্জনা জমে, তবে আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়। বিদ্যালয়, বাসা/বাড়িতে পায়খানা ঠিকমতো পরিষ্কার না করলে দুর্গন্ধ হয়, জীবাণু হয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নানা অসুখ-বিসুখ হয়। ডোবা-নালা পরিষ্কার না করলে আবদ্ধ পানিতে মশামাছি হয় যা নানা রোগের সৃষ্টি করে। যেখানে সেখানে কফ, থুথু, ফেললে বা কলার, বাদামের খোসা ফেললে রাস্তা, মাঠ, স্কুল, শ্রেণিকক্ষ, ঘরদোর নোংরা হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের নির্দেশিকা বইটি দেখতে দিন কিংবা চিত্রগুলো বড় করে পোস্টার পেপারে এঁকে নিন এবং ভাবতে বলুন

- কীভাবে পরিবেশ নোংরা হয়?
- কীভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নোংরা হয়?

শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সাহায্য করুন এবং বলুন, বাদামের খোসা, চকলেটের খোসা, চিপসের খালি মোড়ক, কলার খোসা, কাগজের ছেঁড়া অংশ-এগুলো ময়লা-আবর্জনা। শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ের বারান্দায় ময়লা ফেলা উচিত নয়। যেখানে সেখানে এগুলো ফেলাই হচ্ছে বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষ নোংরা হওয়ার কারণ।

এবার বাসাবাড়ির নোংরা উঠান বা ঘরের অপরিচ্ছন্ন অগোছালো দৃশ্য দেখান এবং পুনরায় প্রশ্ন করুন।

- তোমার/তোমাদের ঘরটি কি এই দৃশ্যটির মতো অপরিচ্ছন্ন?
- এই দৃশ্যটিতে যে ঘরটি দেখানো সেটি কেন নোংরা?
- এই দৃশ্যটির বাড়ির উঠান পরিষ্কার না ময়লা? কেন অপরিচ্ছন্ন?
- উঠানে কী কী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে?
- কীভাবে ঘরের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা যায়?
- বাড়ির উঠানে ময়লা কেন?

উত্তর দিতে সাহায্য করুন। বলুন, ময়লা-আর্বজনা যেখানে সেখানে ফেলার কারণে বাড়ির উঠান নোংরা, উঠান ঝাড়ু দিয়ে ময়লা একস্থানে ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে ফেলা হয়নি বলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাছের আইশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

- উঠান পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কী করা উচিত?

শিক্ষার্থীদের উত্তর বলতে সাহায্য করুন।

উঠানে ময়লা না ফেলে এক কোণে ঢাকনাযুক্ত বালতিতে ফেলা উচিত। মাছের আইশ একটি পাত্রে রাখা উচিত।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।
২. বাসায় নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রাখবে এবং পরদিন এসে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষের পোস্টার সাইজের চিত্র দেখিয়ে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করুন।

- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার থাকলে কেমন লাগে?
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার থাকলে কী ভালো লাগে কেন?
- শ্রেণিকক্ষ অপরিচ্ছন্ন থাকলে কেমন লাগে?
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তুমি নিজে কী করবে?
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখতে বন্ধুদের কী কী করতে বলবে?
- কীভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়?
- পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন বাসার পোস্টার সাইজের দুটি চিত্র প্রদর্শন করে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করুন।
- কোন চিত্রটি তোমার ভালো লাগছে?
- কেন চিত্রটি তোমার ভালো লাগছে?
- তোমার ঘরটি কোন চিত্রটির মতো?
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তুমি কী কর?

তাহলে চল আজ আমরা বলি "নিজে পরিষ্কার থাকব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব"।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৩ : এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি

শিখনফল :

১. বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ দূষিত হয় এ ধরনের কাজ (যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরা, চিপস ও চকোলেটের খালি প্যাকেট ফেলা, দেয়াল নোংরা করা ইত্যাদি) থেকে বিরত থাকবে।

উপকরণ :

১. পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ির আঙিনার দৃশ্য (৩৬ নং চিত্র)
২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ (২ নং চিত্র)
৩. বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও মাঠ পরিষ্কারকরণে শিশুদের অংশগ্রহণের দৃশ্য (যেমন– ঝাড়ু দেওয়া, গাছের পাতা, কাগজের টুকরা, ফলের খোসা, চিপসের খালি প্যাকেট তুলে ঝুড়িতে তোলা) (৩৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

১. প্রথম দুই পাঠে উল্লেখ রয়েছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

প্রাত্যহিক কুশলাদি বিনিময়ের পর বলুন, গত ২ দিন আমরা কী জেনেছি, তা একটু চোখ বন্ধ করে ভাবি। (সময় নিন ২ মি. চোখ বন্ধ করে ভাবতে বলুন)

এবার চোখ খুলতে বলুন এবং কয়েকজনকে বলতে বলুন। প্রয়োজনে উত্তর বলতে সাহায্য করুন।

- বলুন, ঘরদোর বাসা/বাড়ির আঙিনা কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন?
- বিদ্যালয়ের মাঠ, শ্রেণিকক্ষ কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন?
- তোমাদের শ্রেণিকক্ষটা কে পরিষ্কার রাখবে?

চল আমরা সবাই আমাদের শ্রেণিকক্ষটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি। বলুন ভালো করে দেখ।

- কী কী পরিষ্কার করা দরকার?
- কী কী গুছিয়ে রাখা দরকার?

এবার বলুন মেঝেতে পড়া কাগজের টুকরা, ফলের খোসা, পেনসিল কাটার ময়লা সব কিছু তুলে ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে।

এলোমেলো করে রাখা বেঞ্চ শিক্ষার্থীদের সাথে ধরে সোজা করে দিন।

প্রত্যেককে নিজের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে নিজ আসনে বসতে বলুন।
এবার বলুন

- আগে শ্রেণিকক্ষটি ভালো লাগছিল, না এখন ভালো লাগছে?

- কেন ভালো লাগছে?
- নিজের কাজ নিজে করতে কেমন লেগেছে?
- বাসায় গিয়ে কী নিজে নিজের কাজ করবে?

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিদ্যালয়ের উঠান, মাঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কাগজের টুকরা, টিফিনের উচ্ছিষ্ট, বাদামের খোসা ময়লার ঝুড়িতে ফেলবে।

বলুন আগামীকাল সবাই মিলে খেলার মাঠ পরিষ্কার করব ।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কেমন লাগে?
- কাগজের টুকরা, বাদামের খোসা, টিফিনের আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয় কেন?
- উপরে উল্লিখিত আবর্জনাগুলো কোথায় ফেলবে?
- আজ সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন করতে কেমন লেগেছে?

পাঠ– ৪ : এসো নিজে করি

শিখনফল :

১১.১.৩ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ দূষিত হয়, এ ধরনের কাজ (যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরা, চিপস ও চকোলেটের খালি প্যাকেট ফেলা, দেয়াল নোংরা করা ইত্যাদি) থেকে বিরত থাকবে।

উপকরণ : বিদ্যালয়ের অপরিষ্কার খেলার মাঠের চিত্র। (৩৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরা কাজটি করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করে দিন। পূর্বের পরিকল্পনামতো প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় তাদের মাঠে নিয়ে যান। বলুন, মাঠের দিকে তাকাও। মাঠের আবর্জনা/ময়লাগুলো কুড়িয়ে ঝুড়িতে রাখ। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশুরা এই কাজটি করবে। আপনি এবং অন্য সহকর্মীরাও এই কাজে তাদের সহায়তা করবেন। মাঠ পরিষ্কার শেষে তাদের সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে হাত ধুতে বলুন। সাবান ও পর্যাপ্ত পানি স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। তারা ঠিকমতো হাত-মুখ ধুচ্ছে কি না তা আপনি তদারকি করবেন।

এবার জোরে জোরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলুন এবং তাদের বলতে বলেন –

- আমরা আমাদের বিদ্যালয় সব সময় পরিষ্কার রাখব।
- যেখানে সেখানে কাগজের টুকরা, বাদামের খোসা, প্যাকেট, ফলের খোসা ফেলব না।
- এসব ময়লার ঝুড়িতে ফেলব।
- দেয়ালে কিছু লিখব না।
- জুতা পায়ে বেঞ্চে উঠব না।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে
২. শ্রেণিকক্ষ, বাসা গুছিয়ে রাখবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

প্রয়োজনে আগের কয়েকটি পাঠের মূল্যায়নের প্রশ্ন দিয়ে এখানেও মূল্যায়ন করতে পারেন।
প্রশ্ন–

- তাদের এ কাজটি করতে কেমন লেগেছে?
- তোমরা সবাই শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের মাঠ কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখবে?
- কীভাবে?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুর্ঘটনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (প্রাথমিক বিজ্ঞান)

১৫.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুর্ঘটনার কারণ যেমন– আগুন, বিদ্যুৎ, দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি ইত্যাদি থেকে বিপদ সম্পর্কে জেনে তা থেকে সাবধান হবে।

শিখনফল :

১৫.১.১ বাড়িতে যেসব জিনিস থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাদের চিনে নাম বলতে পারবে (যেমন চুলা, বিদ্যুৎ সুইচ, দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, ইস্ত্রি, ব্লেড ইত্যাদি)।

১৫.১.২ বিদ্যালয়ে যেসব জিনিস থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেগুলো চিনতে পারবে ও সেগুলো ব্যবহারে সাবধান হবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–২

পাঠ–১ : বাড়ির পরিবেশে বিপদ

শিখনফল :

১৫.১.১ বাড়িতে যেসব জিনিস থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেগুলো চিনে নাম বলতে পারবে (যেমন চুলা, বিদ্যুৎ সুইচ, দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, ইস্ত্রি, ব্লেড ইত্যাদি)।

উপকরণ :

১. চুলা, বিদ্যুৎ সুইচ, দিয়াশলাই ইত্যাদি থেকে আগুন লাগার চিত্র, বৈদ্যুতিক শক লাগার চিত্র। (৫৮ নং চিত্র)

২. ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, ব্লেড ইত্যাদি দিয়ে কেটে যাওয়ার চিত্র। (৫৮ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের বাড়িতে নানান রকম জিনিস আছে। এগুলো থেকে নানা রকম বিপদ হতে পারে। এগুলো হলো রান্নার চুলা, বিদ্যুৎ সুইচ, দিয়াশলাই, ইস্ত্রি, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, ব্লেড ইত্যাদি। শিশুরা এগুলো ব্যবহার করলে বিপদ হতে পারে। চুলা ও দিয়াশলাইয়ের আগুনে হাত-পা ও শরীর পুড়ে যেতে পারে, বাড়িঘরে আগুন লেগে যেতে পারে। আগুন লেগে মানুষ মারা যেতে পারে। বিদ্যুৎ সুইচ ও ইস্ত্রি থেকে শক লাগতে পারে। শক লেগে মৃত্যু হতে পারে। ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, ব্লেড নিয়ে নাড়চাড়া করলে বা অযথা কাটাকুটি করলে হাত-পা কেটে যেতে পারে। এসব ব্যবহারে শিশুদের সাবধান করতে হবে,

এগুলো ব্যবহারে তাদের নিরুৎসাহিত করতে হবে। বলতে হবে এগুলো থেকে সাবধান হতে হবে। কারণ, এগুলো থেকে বিপদ হতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক্লাসে গিয়ে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। আগের ক্লাসের পাঠ নিয়ে ২/১ প্রশ্ন করুন। এরপর বলুন, চুলা ও দিয়াশলাইয়ের আগুন নিয়ে খেললে কী হতে পারে। শিশুর জবাবের ওপর ভিত্তি করে আপনি আলোচনা করুন এবং আজকের পাঠের নাম বোর্ডে লিখে দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিশুদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করুন। এবার শিক্ষার্থীদের একটি একটি করে চিত্র দেখিয়ে চিত্রগুলোতে কী আছে? এগুলো থেকে কী বিপদ হতে পারে তা আলোচনা করে বলতে বলুন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

নিচের নমুনা প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

- আমাদের বাড়ির কী কী জিনিস থেকে বিপদ হতে পারে?
- দিয়াশলাই দিয়ে আগুন জ্বালানো খেলা খেললে কী বিপদ হতে পারে?
- কী নিয়ে কাটাকুটি করলে হাত-পা কেটে যেতে পারে?
- বিদ্যুৎ সুইচ ও ইস্ত্রি নাড়াচাড়া করলে কী হতে পারে?

শিক্ষার্থীদের জবাবে কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে পাঠের সারসংক্ষেপ করুন।

আগামী দিনের পাঠের কথা বলে, শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠ–২ : বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিপদ

শিখনফল :

১৫.১.২ বিদ্যালয়ে যেসব জিনিস থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেগুলো চিনতে পারবে ও সেগুলো ব্যবহারে সাবধান হবে।

উপকরণ :

১. শ্রেণিকক্ষে সুইচসহ বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখার চিত্র
২. শ্রেণিকক্ষের বাইরে কুয়ার চিত্র (৫৮ নং চিত্র)
৩. নলকূপের চিত্র, এর চারপাশ পিচ্ছিল ও কাদায় ভরা (৫৮ নং চিত্র)
৪. উঁচু-নিচু ও গর্তওয়ালা খেলার মাঠের চিত্র (৫৮ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

বাড়ির মতো বিদ্যালয়ের পরিবেশেও নানান রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শ্রেণিকক্ষের বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা থেকে বিপদ হতে পারে। সাবধান না হলে বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখার সুইচ থেকে শক লাগতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে খোলা কুয়া থাকে। এই কুয়াতে উঁকি দিলে বা কুয়ার দেয়ালে উঠলে কুয়ায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে নলকূপের চারপাশ পিচ্ছিল ও কাদায় ভরা থাকে। এখানে পড়ে গিয়ে শিশুরা আহত হতে পারে। হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে উঁচু-নিচু ও গর্তওয়ালা মাঠ থাকে। এই মাঠে খেললে পড়ে গিয়ে শিশুরা আহত হতে পারে। হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের এসব বিপদ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। সুতরাং বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি ব্যবহারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। অযথা বৈদ্যুতিক সুইচ নাড়াচাড়া করব না। বিদ্যালয়ের খোলা কুয়ায় অযথা উঁকি দেব না। পিচ্ছিল ও কাদাভরা জায়গায় সাবধানে হাঁটব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক্লাসে গিয়ে প্রথমে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিন। আগের ক্লাসের পাঠ নিয়ে ২/১টি প্রশ্ন করুন। এরপর বলুন,

- বাড়িতে কী কী জিনিস থেকে বিপদ হতে পারে?

শিশুদের জবাবের ওপর ভিত্তি করে আপনি আলোচনা করুন এবং আজকের পাঠের নাম বোর্ডে লিখে দিন। এরপর তাদের সাথে আলোচনা শুরু করুন,

- আমাদের শ্রেণিকক্ষে কী কী আছে?
- তোমাদের শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ আছে কি?
- তোমাদের শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি আছে কি?
- তোমাদের শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা আছে কি?
- বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক বাতি ও বৈদ্যুতিক পাখা থেকে কী বিপদ হতে পারে?

পরিকল্পিত কাজ :

১. এবার একটি একটি করে চিত্র দেখান। চিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। শিশুদের জবাবে কোনো ভুল হলে সঠিক উত্তর দিয়ে সাহায্য করুন।
২. বিদ্যালয়ে কী কী জিনিস থেকে বিপদ হতে পারে তার সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলুন। পরে শিশুরা এসব সম্পর্কে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- শ্রেণিকক্ষে কী কী জিনিস থেকে বিপদ হতে পারে?

- বিদ্যালয়ের মাঠে কী কী থেকে বিপদ হতে পারে?
- বিদ্যালয়ে আর কী কী থেকে বিপদ হতে পারে?

সুতরাং আমরা জানলাম যে, বিদ্যালয়ে নানান কিছু থেকে বিপদ হতে পারে। এগুলো হলো, বৈদ্যুতিক সুইচ, বাতি ও পাখা, পানির কুয়া, নলকূপের চারপাশের পিচ্ছিল ও কাদায় ভরা স্থান ও উঁচু-নিচু ও গর্তওয়ালা খেলার মাঠ। এগুলো থেকে সাবধান থাকতে হবে।

এবার আগামী দিনের পাঠের কথা বলে, শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১৪.১ জাতীয় পতাকার মৌখিক বর্ণনা দিতে পারবে।
১৪.২ মুক্ত হাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।
১৪.৩ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে বলতে ও গাইতে পারবে ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান করবে।

শিখনফল :

১৪.১.১ জাতীয় পতাকা পর্যবেক্ষণ করবে।
১৪.১.২ জাতীয় পতাকার রং বলতে পারবে।
১৪.২.১ মুক্ত হাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।
১৪.৩.১ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে বলতে পারবে।
১৪.৩.২ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধভাবে গাইতে পারবে।
১৪.৩.৩ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা–৪

পাঠ– ১ : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

শিখনফল :

১৪.১.১ জাতীয় পতাকা পর্যবেক্ষণ করবে
১৪.১.২ জাতীয় পতাকার রং বলতে পারবে।
১৪.৩.৩ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

উপকরণ :

১. জাতীয় পতাকা (বাস্তব)
২. জাতীয় পতাকার চিত্র (সঠিক রং প্রয়োজন) (৪৭ নং চিত্র)
৩. কয়েকটি দেশের (ভারত, পাকিস্তান, ভুটান) জাতীয় পতাকার রঙিন চিত্র। (৪৮ নং চিত্র)
৪. জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করার চিত্র। (৪৯ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

জাতীয় পতাকা একটি দেশের পরিচয় বহন করে। এটি স্বাধীনতার প্রতীক। আমাদের জাতীয় পতাকার

দুটি রং। গাঢ় সবুজের মাঝখানে টকটকে লাল বৃত্ত। আমাদের জাতীয় পতাকার গঠন আয়তাকার, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। অনেক প্রাণের বিনিময়ে, ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে আমরা এই পতাকা অর্জন করেছি। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। জাতীয় পতাকা ওঠানো এবং নামানোর সময় নীরবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা সম্মান জানাই। জাতীয় পতাকাকে সম্মান করার অর্থ হলো দেশকে ভালোবাসা। আমরা জাতীয় পতাকাকে সম্মান করব এবং দেশকে ভালোবাসব। এই পতাকা আমাদের সবার। আমাদের জাতীয় দিবসগুলোতে স্কুল, কলেজ অফিস-আদালতে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা ওঠাই। শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সন্ধ্যার আগে জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলতে হয়। প্রতিটি দেশের জাতীয় পতাকার রং, আকার, গঠন ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি দেশের একটি জাতীয় পতাকা আছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের একটি জাতীয় পতাকার বড় আকারের রঙিন ছবি দেখান (বোর্ডে স্কচটেপ দিয়ে আটকে দিন (সম্ভব হলে)

প্রশ্ন করুন

- এটা কিসের চিত্র?
- এই চিত্র তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ?
- এতে কয়টি রং আছে?
- কী কী রং রয়েছে?
- বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা দেখেছ?
- আর কোথায় দেখেছ?
- জাতীয় পতাকাকে আমরা কীভাবে সম্মান দেখাই?

এরপর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ধারণা দিন ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে।

বলুন, চল আমরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করি বলে সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিন। বোর্ডে তাকাতে বলুন। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন। এবার বসতে বলুন। প্রশ্ন করুন আমরা কেন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন। তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করুন, দেশকে ভালোবাসার অনুপ্রেরণা দিন। শিশুদের দ্বারা নিচের ছড়া বা এ ধরনের অন্য কোনো ছড়া একত্রে গাওয়াতে পারেন –

আমাদের পতাকা
আমাদের মান
সত্য সুন্দর
বিজয় নিশান।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শিশুরা জাতীয় পতাকাকে সম্মান করবে।
২. জাতীয় পতাকাকে দেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

২/৩ টি দেশের জাতীয় পতাকার ছবি দিয়ে তাদের বলুন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে আলাদা করতে। বলুন এর মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছবি কোনটি?

- আমাদের জাতীয় পতাকায় কয়টি রং আছে?
- কী কী রং আছে?
- বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা কখন তোলা হয়?
- তখন তুমি কী কর?
- জাতীয় পতাকাকে আমরা কীভাবে সম্মান জানাই?

বলুন, আগামী দিন আমরা জাতীয় পতাকার ছবি আঁকব। লাল ও সবুজ রং পেনসিল আনতে বলবেন। সম্ভব হলে স্কুল হতে সহায়তা দিবেন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ২ : জাতীয় পতাকা আঁকতে শেখা

শিখনফল :

১৪.১.১ জাতীয় পতাকা পর্যবেক্ষণ করবে।
১৪.২.১ মুক্ত হাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।

উপকরণ :

জাতীয় পতাকা, লাল ও সবুজ রং পেনসিল ও সাদা কাগজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

আজ শ্রেণিকক্ষে পাঠ শুরুর আগেই যখন সমাবেশ হয়, তখন আপনার শ্রেণির শিশুদের লাইনের কাছে যান এবং জাতীয় পতাকাটি কীভাবে তুলছে, সবাই কীভাবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করছে, সব ভালোভাবে দেখতে বলুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর সম্ভাষণ শেষে দলের সকলকে নিজ নিজ খাতা বের করতে বলুন এবং জাতীয় পতাকার চিত্র এঁকে তা রং করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের ৬/৭ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। এবার প্রতিটি দলের আলাদা আলাদা নাম দিন এবং তাদের আঁকা চিত্রগুলো দেয়ালে আঠা দিয়ে আটকাতে বলুন। এর জন্য শ্রেণিনেতার (২ জন)

সাহায্য নিন, সবাইকে দেখতে বলুন। সকলকে সকলের জন্য ছোট হাততালি দিতে বলুন, আপনি সকলের প্রশংসা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

মুক্ত হাতে জাতীয় পতাকা আঁকবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- জাতীয় পতাকার চিত্র আঁকতে কোন কোন রং প্রয়োজন হয়?
- বোর্ডে জাতীয় পতাকার চিত্র আঁক।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৩ : জাতীয় সংগীত

শিখনফল :

১৪.৩.১ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে বলতে পারবে।
১৪.৩.৩ জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

উপকরণ :

১. বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত গাওয়ার চিত্র। (৪৯ নং চিত্র)
২. বড় পোস্টারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিসহ জাতীয় সংগীত। (৫০ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের জাতীয় সংগীত লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মারা যান। তিনি অনেক কবিতা, ছড়া, গল্প উপন্যাস ও গান লিখেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "আমার সোনার বাংলা" কবিতার প্রথম ১০ লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে চয়ন করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রথম ৪ লাইন বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাশে হাত সোজা রেখে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়। প্রতিটি দেশেরই একটি জাতীয় সংগীত আছে। জাতীয় সংগীতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর আপনি সবাইকে দাঁড়াতে বলুন এবং নিজে জাতীয় সংগীতের ৪ লাইন গেয়ে শোনান। প্রশ্ন করুন

- কেমন লেগেছে?
- এই গানের কথাগুলো কী জান?

- গানটি কে লিখেছে বলতে পার?

এবার আপনার সঙ্গে আনা বড় পোস্টারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিসহ জাতীয় সংগীত লেখা চার্টটি বোর্ডের ওপর ঝুলিয়ে দিন। সবাইকে চার্টটির দিকে তাকাতে বলুন? প্রশ্ন করুন

- এটা কার ছবি?

এবার চল আমরা জাতীয় সংগীতের চার লাইন মুখস্থ করে ফেলি। তাহলে আমরা সুন্দর করে সঠিক সুরে জাতীয় সংগীত গাইতে পারব।
এবার আপনি এক লাইন করে বলুন . . . . . .
পরে তাদের বলতে বলুন।
এভাবে চার লাইন . . . . তোমায় ভালোবাসি পর্যন্ত বারবার মুখে মুখে শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করান। যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুরা চার লাইন মুখস্থ করে নেয় ততক্ষণ আপনি বলুন তারা বলবে। মাঝে মাঝে তাদের কাছে গিয়ে আবৃত্তি করুন এবং তাদের অনুশীলন করতে বলুন।
বলুন, জাতীয় সংগীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গানে দেশকে ভালোবাসার কথা বলেছে। আমরা সবাই আমাদের সোনার বাংলাকে ভালোবাসি। জাতীয় সংগীতের এই চারটি লাইনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করুন। জাতীয় সংগীতের চার্টটি দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন মুখস্থ বলবে।
২. বাড়িতে সম্ভব হলে গানটি শুনবে। (রেডিও, টেলিভিশনে)

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন কোনটি?
- জাতীয় সংগীতের ২য় লাইন বল।
- জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন মুখস্থ বল।
- জাতীয় সংগীত কে রচনা করেছেন?
- সমাবেশের চিত্রটি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন এখানে কী হচ্ছে?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৪ : জাতীয় সংগীত গাইতে পারা

শিখনফল :

১৪.৩.২ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধভাবে গাইতে পারবে।
১৪.৩.৩ জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

উপকরণ :

জাতীয় সংগীত লেখা একটি বড় চার্ট। সম্ভব হলে মোবাইল ফোন বা ক্যাসেটে গান প্রচার। শিক্ষক নিজ উদ্যোগে মোবাইল ফোন গানটি ডাউনলোড করবেন। বাস্তবে নিজে জাতীয় সংগীত গেয়ে শোনান। শিক্ষক নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে ও সঠিক সুরে গানটি অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি করবেন।

বিষয়বস্তু :

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে,
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের বলুন গত দিন আমরা জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে মুখস্থ করেছি আজ আমরা সবাই মিলে গাইব।

বলুন, যদি তোমাদের কারো মনে না থাকে সে জন্য দেয়ালে দেখ গানটি লিখে চার্টটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলুন, আমরা প্রথমে মনে করতে চেষ্টা করি প্রতিদিন সমাবেশে আমরা কীভাবে গাই। তাদের ভাবতে ২/৩ মিনিট সময় দিন। জিজ্ঞাসা করুন কেউ কি জাতীয় সংগীতের ২/১ লাইন সুর করে গাইতে পারবে? হাত তুলতে বলুন।
২/৪ জনের হাত উঠলে তাদের সামনে ডাকুন এবং গাইতে বলুন। মনোযোগ দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপটি করে শুনতে বলুন।

তাদের গাওয়া শেষ হলে বাহবা দিন। হাততালি দিতে বলুন সবাইকে।

এবার সম্ভব হলে আপনার ক্যাসেটটি কিংবা আপনার মোবাইল ফোন রেকর্ডকৃত গানটি বাজিয়ে শোনান। এটি আপনাকে পূর্বেই মোবাইল ফোন/ক্যাসেটে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি অনেক সহজলভ্য হয়েছে। সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এটা ১০০% ভাগ সম্ভব। দরকার শুধু একটু আন্তরিকতা।

এবার আপনি এক লাইন করে গাইবেন। সঙ্গে শিক্ষার্থীদের গাইতে বলুন। এভাবে অনুশীলন চলবে। মাঝে মাঝে খুব ভালো হচ্ছে বলে প্রশংসা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন বাসায় ফিরে গিয়ে গানটি শুনতে।

পরিকল্পিত কাজ :

১. জাতীয় সংগীতের চার লাইন গাইবে।
২. জাতীয় সংগীত বাসায় গিয়ে রেডিও বা টেলিভিশনে শুনবে।

শিশু শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাল লয় সুর ঠিক করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সমাবেশে শ্রেণিকক্ষে কখনো কখনো সময় হলে অথবা সুবিধামতো সময়ে জাতীয় সংগীত অনুশীলন করাবেন। মোটামুটি সুরে প্রথম চার লাইন শুদ্ধভাবে গাইতে পারলে প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন করা সম্ভব। এই শিখনফল অর্জন করানোর জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষক তদারকি করবেন। অনুশীলন করাবেন। বলুন, বাসায় যদি কখনো রেডিও বা টেলিভিশনে জাতীয় সংগীত বাজে, সঙ্গে জাতীয় পতাকা ওড়ে তবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে বলুন।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

২/৪ জনকে (সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে) গানটি গাইতে বলুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

চতুর্দশ অধ্যায়

আমাদের বাংলাদেশ : জাতীয় দিবস ও জাতীয় বিষয়সমূহ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১৫.১ জাতীয় পতাকা ও সংগীতকে ভালোবাসার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হবে।
১৫.২ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ দিবসের তারিখ উল্লেখ বলতে পারবে।
১৫.৩ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত দিবস, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করবে।
১৫.৪ বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে চিনতে পারবে।
১৫.৫ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় বিষয়ের (ফল, ফুল, মাছ, পশু, পাখি) নাম জানবে।
১৫.৬ বাংলা নববর্ষের মাসের নাম ও তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৭ আমাদের রাষ্ট্রভাষার নাম বলতে পারবে।
১৫.৮ জাতীয় বিষয়সমূহের ছবি দেখে চিনবে।

শিখনফল :

১৫.২.১ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ দিবস এর তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৩.১ বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিবে।
১৫.৪.১ বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে চিনতে পারবে।
১৫.৫.১ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় বিষয়ের (ফল, ফুল, মাছ, পশু, পাখি) নাম বলতে পারবে।
১৫.৬.১ বাংলা নববর্ষ মাসের নাম ও তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৭.১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.১ জাতীয় বিষয়সমূহের ছবি দেখে চিনতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা– ৯

পাঠ– ১ : আমাদের স্বাধীনতা দিবস

শিখনফল :

১৫.২.১ স্বাধীনতা দিবসের তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৩.১ বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিবে।

উপকরণ :

১. স্বাধীনতা দিবসের মার্চ পাস্টের দৃশ্য। (৫১ নং চিত্র)
২. বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের দৃশ্য।(৫২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের বাংলাদেশের নাম একসময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল। তখন এটি ছিল পাকিস্তানের একটি অংশ। এই দুটি অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল অনেক। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তখন শাসন ও শোষণ চালাত, বাঙালিকে অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করত, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে তারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে চায়নি। ১৯৫২ সালে এ দেশে ভাষা আন্দোলন হয়। এতে কয়েকজন ছাত্র ও জনতা শহিদ হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু বাঙালিদের সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এজন্য ২৬এ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

প্রাত্যহিক কুশল বিনিময়ের পর আজকের পাঠের আবহ সৃষ্টি করার জন্য কয়টি ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

- এটা কী (বাংলাদেশের মানচিত্র দেখিয়ে)
- এটা কী (বাংলাদেশের পতাকা দেখিয়ে)
- আমাদের দেশের নাম কী?

বলতো কোন কোন দিবসে জাতীয় পতাকা ওঠানো হয়? বলুন, এটা তোমরা আগেই জেনেছ। চল আজ আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার গল্প শুনি। প্রশ্ন করুন–

- আমাদের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে?
- কোন সালে বাংলাদেশে স্বাধীন হয়েছিল?

হাত তুলতে বলুন। কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিন। প্রশ্ন করুন–

- স্বাধীনতা দিবসের কোনো অনুষ্ঠানে তুমি কি গিয়েছ?
- কার সঙ্গে গিয়েছ?
- সেখানে কী দেখেছ?
- তোমার কেমন লেগেছে?
- এই দিন তোমাদের বাড়িতে কি পতাকা তোলা হয়?
- স্বাধীনতা দিবসে তোমার এলাকায় কী কী অনুষ্ঠান হয়?

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের পর বাংলাদেশের মানচিত্র প্রদর্শন করুন এবং বলুন, এভাবে আমরা বাংলাদেশ নামে একটি দেশ পেয়েছি।

বলুন, এখন আমরা শুধু বলব ২৬এ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আরও বড় হলে আমরা আরও জানব।

পরিকল্পিত কাজ :

১. স্বাধীনতা দিবসে বাড়িতে পতাকা উত্তোলনে বড়দের সাহায্য করবে।
৩. স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- বাংলাদেশ কোন সালে স্বাধীন হয়েছে?
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোন তারিখ?
- স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তুমি কী কী দেখেছ?

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ২ : আমাদের বিজয় দিবস

শিখনফল :

১৫.২.১ বিজয় দিবসে তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৩.১ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিবে।

উপকরণ :

১. জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র। (৫৯ নং চিত্র)
২. বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দৃশ্য (স্টেজে নৃত্যের দৃশ্য পেছনে ব্যানার থাকবে বিজয় দিবসের)। (৫২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুক্ত হয় বাংলাদেশ। তাই প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় দিবস পালন করি। দিনটি আমাদের আনন্দ ও উৎসবের দিন। এ দিন আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের সম্মান জানাই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর আজকের পাঠের শিরোনাম আনার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

- গতকাল আমরা কী আলোচনা করেছি?
- আমাদের দেশের নাম কী?
- কত সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল?

- স্বাধীনতা দিবস কোন তারিখে?
- কোন কোন দিবসে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি?

সম্ভবত এখানে আপনার কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেয়ে যাবেন। না পারলে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ দিন। তাদের বলুন, চল আমরা আজ বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর নিয়ে আলোচনা করি। জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার চিত্রটি বড় করে পোস্টারে এঁকে দেয়ালে বুঝিয়ে দিন। তাদের চিত্রটি দেখতে বলুন এবার প্রশ্ন করুন।

- এটা কিসের চিত্র?
- চিত্রটিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- তোমরা কি কেউ ওখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বেড়াতে গিয়েছ?
- চিত্রে কারা ফুল দিচ্ছে?
- এই স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত?

বলুন, জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা ফুল দিই।

ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

তাঁদের ত্যাগের কথা মনে করি।

বলুন আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

বলুন, ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস; শিশুদের দিয়ে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করান।

পরিকল্পিত কাজ :

১. বিজয় দিবসে বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওঠানোর সময় বড়দের সাহায্য করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন
- বিজয় দিবস কোন তারিখে?
- আমাদের দেশের নাম কী?
- বিজয় দিবসে তুমি কী কর?
- এই দিন আমাদের কী করা উচিত?
- কেন আমরা এ দিনে বিজয় দিবস পালন করি?

বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে শিশু শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করুন। তাদের উৎসাহিত করে তাদের দেশপ্রেম জাগাতে সহায়তা করুন।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৩ : শহিদ দিবস

শিখনফল :

১৫.২.১ শহিদ দিবস এর তারিখ বলতে পারবে।
১৫.৩.১ বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিবে।

উপকরণ :

শহিদ মিনারের চিত্র। (৫৪ নং চিত্র)
শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার চিত্র (সামনে শিশু, পেছনে সারিবদ্ধ নারী, পুরুষ, হাতে ফুল, নগ্ন পায়ে) (৫৪ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

প্রতিবছর ২১এ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন করা হয়। ১৯৫২ সালে ২১এ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে সকল প্রকার মিটিং মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৫২-এর ২১এ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলার ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে। সাথে সাথে পুলিশ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারিতে এই হত্যাযজ্ঞ ও দমননীতির ফলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়। অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২১এ ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের শহিদ দিবস নয়, শুধু মাতৃভাষা দিবস নয়, ২১এ ফেব্রুয়ারি এখন আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেসকোর সাধারণ পরিষদে ২১এ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা শ্রদ্ধাভরে তাঁদের অবদান স্মরণ করি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর আপনি একটু জোরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি—এই গানটি ৪ লাইন গান গেয়ে শোনান এবং প্রশ্ন করুন :

- এই গানটি তোমরা কি শুনেছ?
- কোথায় শুনেছ?
- তুমি কি নিজে গাইতে পার?
- এই দিনে তোমরা কী কর?
- এই দিনে আর কী করা হয়?
- তুমি কি কখনো শহিদ মিনারে গিয়েছ?
- কার সঙ্গে গিয়েছ?

- কখন গিয়েছ?

প্রয়োজনে আপনি শিক্ষার্থীদের উত্তর বলতে সাহায্য করুন। শহিদ মিনারে শিশুদের ফুল দেওয়ার চিত্রটি বড় আকারে পোস্টারে পূর্বেই তৈরি করে রাখবেন। প্রদর্শন করুন এবং প্রশ্ন করুন।

- চিত্রে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
- এ রকম শহিদ মিনার কি তোমার বিদ্যালয়ে দেখেছ?
- সেখানে তোমারা কী কর?
- কখন ফুল দাও?
- কার সঙ্গে ফুল দিতে যাও?
- ফুল দিতে কী ভালো লাগে?

বলুন তাহলে আমরা মনে রাখব ২১এ ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস। সবাই একসাথে বল, ২১এ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস। বলুন শহিদ দিবস জাতীয় দিবস। এই দিন জাতীয় পতাকা অর্ধেক তোলা হয়। সবাই কালো ব্যাজ বুকের বাম পাশে ধারণ করে। তোমরা কি কখনো এই ব্যাজ পরেছ? আমরা সবাই ভাষাশহিদদের মনে রাখব। ২১এ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস, এটা মনে রাখব। তাঁদের ত্যাগের কারণেই তারা জীবন দিয়েছিলেন বলে আজ আমরা মায়ের ভাষায়, বাংলা ভাষায় কথা বলি।

বলুন, চল আমরা দাঁড়িয়ে সবাই একসাথে গাই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো . . . .। বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত শহিদ দিবসে প্রভাতফেরিতে এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে তাদের উৎসাহিত করবেন। আপনার নেতৃত্বে তারা শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করবে।

পরিকল্পিত কাজ :

১. শহিদ মিনারের চিত্র আঁকবে।
২. শহিদ মিনারে গিয়ে ২১এ ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিবে।
৩. ২১এ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- চিত্রে কী দেখা যাচ্ছে?
- কারা ফুল দিচ্ছে?
- কোথায় ফুল দিচ্ছে?
- তোমরা বাস্তবে জাতীয় শহিদ মিনার দেখেছ?
- শহিদ দিবস কবে?
- তোমাদের বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার আছে কি?

- থাকলে কোন স্থানে?
- এ দিনটিকে আমরা কেন স্মরণ করব?

ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৪ : আমাদের পহেলা বৈশাখ

শিখনফল :

১৫.৬.১ বাংলা নববর্ষ মাসের নাম ও তারিখ বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. বৈশাখী মেলার দৃশ্য, বৈশাখী আকাশ (ঝড়/বৃষ্টিসহ) (৫৭ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

পহেলা বৈশাখ আমাদের বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাতেও আমাদের ১২ মাস আছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। ছয়টি ঋতুর এই বাংলাদেশে প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। একেক ঋতুতে প্রকৃতি এক এক রকম সাজে অবতীর্ণ হয়। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান খাওয়াদাওয়া আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। বাঙালির ঘরে ঘরে এমনকি এখন জাতীয় পর্যায়ে বাংলা নববর্ষ উৎযাপন করা হয়। বাড়িতে নানা রকম পিঠা, পায়েস, পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ রান্না হয়। গ্রামগঞ্জে, শহর সব জায়গায় বৈশাখী মেলা বসে, এসব মেলায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার, কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য, খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়। নাচ, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউলগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি দেখা যায়। এই বৈশাখী মেলা আমাদের গ্রামবাংলার দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর “এসো হে বৈশাখ, এসো এসো” রবিঠাকুরের এই গানটি শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনান। প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ডাউনলোড করে রাখুন পূর্ব থেকে। পরে সেটাই বাজিয়ে শোনান। এবার প্রশ্ন করুন।

- গানটি কি তুমি শুনেছ?
- কোথায় শুনেছ?
- তুমি কি কখনো মেলায় গিয়েছ?
- কোন কোন মেলায় গিয়েছ?
- কার সঙ্গে মেলায় গিয়েছ?

বলুন, বৈশাখ মাসে বৈশাখী মেলা হয়। বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস। এ মাসের প্রথম দিনটাই পহেলা বৈশাখ। নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিন। এবার বৈশাখী মেলার ছবিটি প্রদর্শন করুন। পুনরায় প্রশ্ন করুন।

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?
- বৈশাখী মেলায় তুমি কী দেখেছ?
- তোমার বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখে মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
- পুতুলনাচ দেখেছ?
- এই দিন কোন গানটি গাওয়া হয়?

বলুন, আমরা মনে রাখব বৈশাখ আমাদের বাংলা ১২ মাসের প্রথম মাস। প্রথম মাসের প্রথম দিন নববর্ষ।

পরিকল্পিত কাজ :

১. ছবি দেখে বৈশাখী মেলায় কী পাওয়া যায় পর্যবেক্ষণ করে বলবে।
২. বৈশাখী মেলার ছবি সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- বাংলা বছরের প্রথম মাসের নাম বল?
- প্রথম মাসের প্রথম দিনকে কী নামে ডাকা হয়?
- তুমি মেলায় গিয়ে কী দেখেছ বল?
- মেলায় কী কী পাওয়া যায় বল?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৫ : বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখনফল :

১৫.৪.১ বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে চিনতে পারবে।

উপকরণ :

১. বাংলাদেশের মানচিত্র। (৫৫ নং চিত্র)
২. বাংলাদেশের মানচিত্র (বড় সাইজের প্রশাসনিক)

বিষয়বস্তু :

আমাদের দেশ বিশ্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এটি আমাদের জন্মভূমি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বাংলাদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি (আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১)। বাংলাদেশে সাতটি বিভাগ ও ৬৪টি জেলা আছে। (মানচিত্রের ওপরের দিক উত্তর নিচের দিক দক্ষিণ) বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর। এই ভূখণ্ডে আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মিলেমিশে বাস করি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা দেশের প্রধান নদী। ধান, পাট, গম, চা, ডাল, আখ, সরিষা প্রধান কৃষিজাত ফসল।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশলাদি বিনিময় করুন।
দেয়ালে বাংলাদেশের মানচিত্র টাঙিয়ে দিন (প্রশাসনিক)। মানচিত্রের ওপরে লেখা বাংলাদেশ কথাটি ঢেকে রাখুন কাগজ দিয়ে।
এবার প্রশ্ন করুন

- এটা কী?
- এটা কোন দেশের মানচিত্র?

সঠিক উত্তর পেলে ধন্যবাদ জানান।

- মানচিত্র আর কোথায় তোমরা দেখেছ?

তারা তাদের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে আঁকা মানচিত্রের কথা বলবে।

- তোমরা কী চিত্র দেখলেই বাংলাদেশের মানচিত্র চিনতে পারবে?
- মানচিত্রের এই দেশটির নাম কী?
- আমরা কোথায় বাস করি?
- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?

বলুন, এই মানচিত্রের ওপরের দিক উত্তর, নিচের দিক দক্ষিণ, তোমার হাতের ডান দিক পূর্ব আর বাম দিক পশ্চিম। আর এই মাঝখানে ঢাকা (মানচিত্রে রাজধানী ঢাকার কাছে হাত দিয়ে বলুন এখানে ঢাকা)। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। নিচের দিকে মানে দক্ষিণ দিকে একটি বড় সমুদ্রের নাম বঙ্গোপসাগর। এই হলো আমাদের বাংলাদেশ। এটি আমাদের জন্মভূমি। বলুন, এই আমাদের দেশ বাংলাদেশ।

তোমরা সবাই বল আমার দেশ বাংলাদেশ, আমি তোমায় ভালোবাসি।

পরিকল্পিত কাজ :

১. বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে চিনবে।

২. যদি সম্ভব হয় বাংলাদেশের মানচিত্র কয়েক টুকরা করে শিশুদের মেলাতে দিন। বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নিজে একটু শক্ত কাগজে এঁকে কেটে নিতে পারেন। কাটা টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে মানচিত্র তৈরি করবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমাদের দেশের নাম কী?

মানচিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন।

- এটা কোন দেশের মানচিত্র?
- মানচিত্রের নিচে কী আছে?
- মানচিত্র দেখিয়ে হাত দিয়ে দেখাতে বলুন পূর্ব দিক কোনো দিকে, পশ্চিম দিক কোন দিকে?
- উত্তর দিক কোন দিকে?
- দক্ষিণ দিক কোন দিকে?

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৬ : জাতীয় ফল কাঁঠাল ও জাতীয় ফুল শাপলা

শিখনফল :

১৫.৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় ফলের নাম বলবে।
১৫.৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম বলবে।
১৫.৮.১ জাতীয় বিষয়সমূহের ছবি দেখে চিনবে।

উপকরণ :

১. জাতীয় ফল কাঁঠাল ও কাঁঠালগাছ (৫৬ নং চিত্র)

২. পানিতে ভাসমান শাপলা (৫৬ নং চিত্র)
৩. মাটির বা প্লাস্টিকের তৈরি কাঁঠাল ও শাপলা ফুল।

বিষয়বস্তু : (শুধু শিক্ষকের জন্য)

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। বাংলাদেশের খালে-বিলে বর্ষাকালে প্রচুর শাপলা ফোটে। অনেক রঙের শাপলা ফুল আছে। সাদা শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। শাপলা ফুলের মাঝখানে হলুদ রং আর চারদিকে পাপড়িগুলোর ওপরের অংশটা সাদা এবং নিচের দিকের অংশ হালকা গোলাপ ও সবুজ। পানিতে ভাসমান শাপলা দেখতে খুব সুন্দর। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। কাঁঠালের ওপরে একটি শক্ত আবরণ থাকে। আবরণে ছোট ছোট কাটা থাকে। কাঁচা কাঁঠালের রং সবুজ হলুদে মেশানো। এর ভেতরে হলুদ রঙের কোষগুলো আমরা খাই। অনেক সুস্বাদু ও মিস্টি রসালো ফল কাঁঠাল। কোষের ভেতর যে বীজ থাকে তার তরকারি খাই। বিভিন্ন আকারের কাঁঠাল হয়। পাকা কাঁঠালের রং বাদামি। আমাদের দেশে প্রায় সব এলাকায় কাঁঠালগাছ আছে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর কাঁঠালের একটি বড় চিত্র বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন। প্রশ্ন করুন।

- এটা কিসের চিত্র?
- এটা দেখতে কেমন?
- তুমি কখনো দেখেছ?
- ফলটা টক না মিষ্টি?
- এই ফল তুমি কি খেয়েছ?
- তুমি কি জান আমাদের জাতীয় ফল কোনটি?

সঠিক উত্তর পেলে ধন্যবাদ জানান। যদি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁঠালগাছ থাকে, তবে গাছের কাছে শিশুদের নিয়ে যান। গাছের এবং ফলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। কাঁঠাল গাছের একটা ছবি প্রদর্শন করুন। প্রশ্ন করুন।

- গাছটি কি চেন?
- গাছের ফলগুলো কি চেন?
- কখনো কি বাস্তবে এই ফল দেখেছ?
- কাঁঠাল কি খেয়েছ?
- কাঁঠাল খেতে কি ভালো লেগেছে?

সম্ভব হলে কাঁঠাল সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. জাতীয় ফলের, ফুলের চিত্র সংগ্রহ করবে।

২. শিক্ষার্থী তার পরিচিত পরিবেশে কাঁঠালগাছ দেখে চিনবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমাদের জাতীয় ফল কোনটি?
- কাঁঠাল ফল খেতে কেমন?

কাঁঠালগাছ ও ফল দেখিয়ে বা ছবি প্রদর্শন করে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করুন।

- এটা কোন রঙের?

এবার পানিতে ভাসমান শাপলা ফুলের একটি বড় চিত্র প্রদর্শন করুন। অথবা প্লাস্টিক বা মাটির তৈরি শাপলা ফুলের প্রতিকৃতি শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে দেখান। প্রশ্ন করুন।

- এটা কী?
- বাস্তবে কি কখনো এই ফুল দেখেছ?
- কোথায় দেখেছ?
- এটা কোন রঙের?
- আমাদের জাতীয় ফুল কী?
- শাপলা ফুল কোথায় ফোটে?

সঠিক উত্তর বলতে সহায়তা করুন। বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে জাতীয় ফুল শাপলার ধারণা দিন। পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৭ : জাতীয় মাছ ইলিশ, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার

শিখনফল :

১৫.৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় মাছের নাম বলবে।

১৫.৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম বলবে।

১৫.৮.১ জাতীয় বিষয়সমূহের ছবি দেখে চিনবে।

উপকরণ :

১. ইলিশ মাছ ও রয়েল বেঙ্গাল টাইগারে চিত্র। (৫৬ নং চিত্র)

২. মাটির বা প্লাস্টিকের তৈরি ইলিশ মাছ, রয়েল বেঙ্গাল টাইগার।

বিষয়বস্তু :

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশ মাছ সকলের প্রিয়। ইলিশ গভীর পানির মাছ। ডিম পাড়ার সময় হলে ইলিশ মাছ বড় বড় নদীর মোহনায় চলে আসে। মা-মাছ ধরা উচিত নয়। ছোট ইলিশ মাছ ধরা উচিত নয়। ডিম পাড়ার সময় ইলিশ মাছ ধরা উচিত নয়।

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে। এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার আকারে বেশ বড় এবং গায়ে অনেক শক্তি। এর সারা গায়ে হলুদ ও কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় সম্পদ। এদের অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের সকলকে যত্নবান ও সচেতন হতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর বলুন গত দিন আমরা কী জেনেছি?
ইলিশ মাছের বড় চিত্র কিংবা মাটি বা প্লাস্টিকের তৈরি ইলিশ মাছ প্রদর্শন করে প্রশ্ন করুন।

- এটা কী?
- এটা কোন মাছ?
- তোমরা কি এটা খেয়েছ?
- খেতে কেমন?
- আমাদের জাতীয় মাছ কোনটি?

বলুন, ইলিশ মাছ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশ মাছ সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিন। প্রশ্ন করুন, তোমরা ইলিশ মাছ দেখে চিনতে পারবে?

এবার প্লাস্টিক বা মাটির তৈরি রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিক্ষার্থীদের দেখান। একই সঙ্গে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটি বড় চিত্র বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন।
প্রশ্ন করুন।

- এটা কিসের চিত্র?
- এই পশুটি কখনো দেখেছ কি?
- আমাদের জাতীয় পশুর নাম কী?

চিত্র দেখিয়ে

- একে দেখে কি ভয় লাগে?
- এর গায়ের রং কী রকম?
- বাস্তবে কী কখনো বাঘ দেখেছ?

- তোমরা কেউ বাঘের গর্জন শুনেছ কি?
- রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় বাস করে?

বলুন, চিড়িয়াখানায় বাঘ কিংবা হিংস্র প্রাণীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এদের কাছে যাওয়া যাবে না। বিপদ হতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ :

১. জাতীয় পশুর, জাতীয় মাছের চিত্র সংগ্রহ করবে।
২. বাস্তবে কখনো ইলিশ মাছ দেখে চিনতে পারবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

ইলিশ মাছের চিত্র বা মাছের মডেল দেখিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

- এটা কোন মাছের চিত্র?
- আমাদের জাতীয় মাছ কোনটি?
- নাম কী?

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বড় একটি ছবি দেখিয়ে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করুন।

- এই পশুটিকে দেখে কি তুমি ভয় পাচ্ছ?
- আমাদের জাতীয় পশুর নাম কী?
- রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে কেমন?
- তুমি কি দেখেছ?
- কোথায় দেখেছ?

পাঠ– ৮ : জাতীয় পাখি দোয়েল

শিখনফল :

১৫.৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.১ জাতীয় বিষয়সমূহের (পাখির) চিত্র দেখে চিনবে।

উপকরণ :

১. দোয়েল পাখির চিত্র। (৫৬ নং চিত্র)
২. প্লাস্টিক বা মাটির দোয়েল পাখির মডেল।

বিষয়বস্তু :

দোয়েল পাখি আমাদের জাতীয় পাখি। বাংলাদেশের সবখানে এই পাখি দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে দোয়েল সবচেয়ে মানানসই পাখি বলে একে জাতীয় পাখির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। দোয়েল আকারে ছোট। এটা ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। দোয়েল পাখির গায়ের রং কালো এবং বুকের নিচের অংশ সাদা। দোয়েল পাখি গানের পাখি। এরা মিষ্টি সুরে গান করে। সাধারণত শীতের শেষে বসন্তকালে এরা গান করে। এটি আমাদের সবচেয়ে পরিচিত পাখি। কোনো পাখি শিকার করা উচিত নয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

দোয়েল পাখির ছবি বা মডেল প্রদর্শন করে প্রশ্ন করুন।

- এটি কোন পাখি?

এবার দোয়েল পাখির শিস গেয়ে শোনান, প্রশ্ন করুন।

- তোমরা কি এমন শিস দেয়া পাখি চেন?
- দোয়েল পাখি কেমন করে শিস দেয়?
- তুমি কি কখনো দোয়েল পাখির শিস শুনেছ।
- তোমার কেমন লেগেছে?
- দোয়েল পাখির গায়ের রং কেমন?

বলুন, দোয়েল পাখি আমাদের জাতীয় পাখি। কোনো পাখি শিকার করা ঠিক নয়।

পরিকল্পিত কাজ :

১. জাতীয় পাখির চিত্র সংগ্রহ করবে।
২. বাস্তবে দোয়েল পাখি দেখলে চিনে নাম বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমাদের জাতীয় পাখি কোনটি?
- দোয়েল পাখি দেখতে কেমন?
- দোয়েল পাখি কীভাবে গান গায়?
- তুমি দোয়েল পাখি দেখেছ?
- কোথায় দেখেছ?

বলুন, আমরা কখনো পাখি শিকার করব না।

পরের দিনের পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

পাঠ– ৯ : আমাদের রাষ্ট্রভাষা

শিখনফল :

১৫.৭.১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার নাম বলতে পারবে।

উপকরণ :

"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শিরোনামের প্ল্যাকার্ড হাতে। (৫৩ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু :

আমাদের দেশের নাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। অনেক ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষা অর্জন করেছি। একসময় বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ বাংলার বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চেয়েছিল। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ২১এ ফেব্রুয়ারি সেদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—এই দাবিতে বাংলার ছাত্র-জনতা মিছিল করে। সেই মিছিলে শাসকগোষ্ঠী গুলি চালায়। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেক নাম না জানা বীর শহিদ হন। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা পেয়েছি। পৃথিবীর কোথাও ভাষার জন্য শহিদ হয়েছে-এমন শোনা যায় না। শুধু তা,ই নয় ২১এ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আজ বিশ্বদরবারে স্বীকৃত। আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর বুকে সমুজ্জ্বল রাখব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশল বিনিময়ের পর প্রশ্ন করুন

- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
- এই ভাষায় কথা বলতে কেমন লাগে?
- তোমার বাবা-মা কোন ভাষায় কথা বলেন?
- তুমি কি তোমার মায়ের ভাষায় কথা বল?
- তোমার মায়ের কথা/কিংবা আমার কথা (শিক্ষক নিজেকে দেখিয়ে) বুঝতে পার?
- তুমি, আমি ও তোমার বন্ধুরা কি সবাই একই ভাষায় কথা বলি?
- আমরা কি সকলে সকলের কথা বুঝতে পারি?

উত্তর পাওয়ার পর বলুন, এই বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা। চল আমরা সবাই মিলে বলি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কয়েকবার অনুশীলন করান।

পরিকল্পিত কাজ :

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চিত্র সংগ্রহ করবে।
২. শহিদ মিনারের চিত্র আঁকবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
- আমাদের মাতৃভাষা কী?
- আমাদের রাষ্ট্রভাষার নাম বল?

সবশেষে নিচের গানটি বলুন।

মোদের গরব মোদের আশা
আমরি বাংলা ভাষা............

শিশুদের গাইতে বলুন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, সঙ্গে আপনিও গাইবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তথ্যপ্রযুক্তি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :(প্রাথমিক বিজ্ঞান)

১১.১ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

শিখনফল :

১১.১.১ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা ১

পাঠ–১: তথ্যপ্রযুক্তি ও এর ব্যবহার

শিখনফল :

১১.১.১ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. মোবাইল ফোনে কথা বলার ছবি
২. টেলিভিশন দেখার ছবি
৩. রেডিও শোনার ছবি
৪. কম্পিউটারে কাজ করার ছবি
৫. ডিজিটাল ঘড়ির ছবি
৬. ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ছবি

(৪৬ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু : (শিক্ষকের জন্য)

তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আমরা কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারি। নীরস ও আনন্দহীন কাজগুলো আনন্দের সাথ করতে পারি। এসব তথ্যপ্রযুক্তি হলো ঘড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা ও কম্পিউটার। মোবাইল ফোনে আমরা অতি সহজে কাছের ও দূরের লোকজনের সাথে কথা বলতে পারি, ছবি তুলতে পারি, রেডিও শুনতে পারি। এভাবে বিভিন্ন খবর আদান-প্রদান করতে পারি। রেডিওতে খবর ও গান শুনতে পারি। টেলিভিশনে খবর, নাটক, গান ও খেলা দেখি ও শুনি। ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলি। কম্পিউটারে নানান কাজ করি। এ ছাড়া ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুই এবং মাইক্রোওয়েভে রান্না করি। সুতরাং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা অনেক কাজ সহজে করতে পারি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কেমন আছ? গত পাঠে আমরা কী শিখেছিলাম তা তোমাদের মনে আছে কি ? ২/১ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করার পর আপনি গত পাঠটি সম্পর্কে ২/৩ মিনিট আলোচনা করুন। তারপর আজকের পাঠের কথা বলুন এবং পাঠের নাম বোর্ডে লিখে দিন। এবার শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীরা জবাব দেবে, প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

- তোমরা কে কে মোবাইল ফোন দেখেছ?
- তোমরা কে কে মোবাইল ফোনে কথা বলেছ?
- মোবাইল ফোন আর কী কী কাজে লাগে?
- স্কুলে আসার আগে তোমরা কী দেখে সময় ঠিক কর?
- তোমরা কে কে টেলিভিশন দেখেছ?
- টেলিভিশন কী কাজে লাগে?
- রেডিওতে আমরা কী শুনি?
- তোমরা কে কে কম্পিউটার দেখেছ?
- কম্পিউটার কী কাজে লাগে? (টাইপ করা, ছবি আঁকা, অংক করা, গেম খেলা ইত্যাদি)।

এই প্রশ্নটির জবাব শিক্ষার্থীরা না পারলে আপনি সহজ করে বুঝিয়ে দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

একে একে প্রতিটি চিত্র দেখান। সামনের, মাঝের ও পেছনের ৫/৬ জন শিক্ষার্থীকে একে একে ডেকে আনুন এবং জিজ্ঞাসা করুন কোনটি কিসের চিত্র এবং কোনটি কী কাজে লাগে। শিক্ষার্থীরা এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- ঘড়ি দিয়ে আমরা কী করি?
- মোবাইল ফোন কী কাজে লাগে?
- রেডিও কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- কম্পিউটার কী কাজে লাগে?
- টেলিভিশন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

শিক্ষার্থীদের জবাব নিয়ে ২/৩ মিনিট আলোচনা করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

ষোড়শ অধ্যায়

পরিবারের লোকসংখ্যা ও পরিবেশের ওপর প্রভাব

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১২.১ ছোট পরিবার ও বড় পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
১২.২ পরিবারের অধিক জনসংখ্যা কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে তা বলতে পারবে।

শিখনফল :

১২.১.১ ছোট পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে।
১২.১.২ বড় পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে।
১২.১.৩ ছোট পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা বলতে পারবে।
১২.১.৪ বড় পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবে।
১২.২.১ পরিবারের অধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে তা উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : পাঠসংখ্যা– ২

পাঠ– ১ : ছোট পরিবার ও বড় পরিবার

শিখনফল :

১২.১.১ ছোট পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে।
১২.১.২ বড় পরিবার কাকে বলে তা বলতে পারবে।
১২.১.৩ ছোট পরিবারের সুবিধা উল্লেখ করতে পারবে।
১২.১.৪ বড় পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ :

১. ছোট পরিবার ও বড় পরিবারের জীবনযাত্রার ছবি। (চক ও বিস্কুট শিক্ষক নিজে সংগ্রহ করবেন।) (৩২ নং চিত্র)

বিষয়বস্তু : (শুধু শিক্ষকের জন্য)

ইতিপূর্বে আমরা ছোট পরিবার ও বড় পরিবারের ধারণা লাভ করেছি। জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশের জন্য একটি বিস্ফোরণমূলক সমস্যা। সকল জনসংখ্যাকে আমরা এখনো জনসম্পদে পরিণত করতে পারিনি। পরিবার ছোট হলে জীবনধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা করা যায়। পরিবার ছোট হলে সকলের চাহিদা পূরণ করা সহজ হয়। সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

অন্যদিকে পরিবার বড় হলে সকলের চাহিদা ভালোভাবে পূরণ করা যায় না। পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বড় পরিবারে সবাই যদি মিলেমিশে বসবাস করা যায়, তবে একে অপরকে সাহায্য করা যায়, অসুস্থ হলে সেবা করা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর চক দিয়ে ঘরের মেঝেতে পাশাপাশি ৪ বর্গফুটের দুটি ঘর আঁকুন/দাগ দিন। এবার একটি ঘরে চারজন শিক্ষার্থীকে দাঁড় করিয়ে দিন। অন্য ঘরে ৮ জন শিক্ষার্থী দাঁড় করিয়ে দিন। বাকি শিক্ষার্থীদের ঘটনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

প্রশ্ন করুন ছোট দলকে

- তোমাদের এই স্থানে দাঁড়াতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না?

বড় দলকে প্রশ্ন করুন

- তোমরা কি এই ঘরে আটজনে দাঁড়াতে পারছ?

বলুন, পরিবার ছোট হলে ভালোভাবে থাকা যায়, কিন্তু পরিবার বড় হলে ছোট ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এবার ছোট দলের ৪ জনের হাতে ৪টি বিস্কুট দিন এবং বড় দলের ৮ জনের হাতে ৪টি বিস্কুট দিন। বলুন ভাগ করে খেতে। খাওয়ার পরে প্রশ্ন করুন ছোট দলকে—

- কেমন লেগেছে খেয়ে?
- পেট ভরেছে?

এবার বড় দলকে প্রশ্ন করুন

- তোমাদের কেমন লেগেছে?
- তোমরা কি খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছ?

বুঝিয়ে দিন, পরিবার ছোট হলে খাবার বেশি পাওয়া যায়, ভালো খাবার খাওয়া যায়। প্রশ্ন করুন।

- আমরা খাবার খাই কেন?
- খাবার কম পেলে কেমন লাগে?
- তুমি যদি বই-খাতা না পাও তোমার কেমন লাগবে?
- স্কুল ড্রেস না পেলে স্কুলে কি আসতে ইচ্ছে করে?
- ভালো পোশাক পরলে তোমার কেমন লাগে?
- গাদাগাদি করে এক বিছানায় ঘুমাতে কী ভালো লাগে?
- অসুখ হলে চিকিৎসা না করালে কী হয়?

যার পরিবারের লোকসংখ্যা কম এমন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন

- তুমি কী কী সুবিধা পাও?
- তোমার কেমন লাগে?
- বাবাকে বললে তোমার চাহিদার জিনিসটি কি এনে দেন?
- তখন তোমার কেমন লাগে?

এবার বড় পরিবারের একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন

- বাবা কি তোমাদের খেলনা এনে দেন?
- তোমার সব ভাইবোনকে দেন?
- প্রতিদিন কি ভালো খাবার খাওয়াতে পারেন?
- প্রতিদিন কি ভালো খেতে ইচ্ছে করে?
- কেন ভালো খাবার খেতে পার না?

তাহলে বুঝিয়ে দিন, পরিবার বড় হলে বাবার পক্ষে সকলের চাহিদাগুলো সব সময় পূরণ করা সম্ভব না।

পরিকল্পিত কাজ :

১. প্রত্যেকে তার নিজ পরিবারের সুবিধাগুলো এসে বলবে।
২. নিজ পরিবারে অসুবিধাগুলো বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

চিত্র দেখিয়ে

- কোনটি ছোট পরিবার?
- কোনটি বড় পরিবার?
- তুমি যদি বই-খাতা না পাও তোমার কেমন লাগবে?
- কোন ধরনের পরিবারের সদস্যরা বেশি সুবিধা পায়?

পাঠ– ২

শিখনফল :

১২.২.১ পরিবারের অধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলে তা উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ :

বাবা-মা ও অনেক সন্তানসহ একটি অগোছালো পরিবারের চিত্র

বিষয়বস্তু :

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে অনেক সমস্যা হয়। তাদের জন্য বেশি খাদ্য ও বস্ত্র লাগে। এগুলো কিনতে বেশি টাকার দরকার। বড় পরিবারের বেশি লোকের থাকার জন্য বেশি ঘরবাড়ির প্রয়োজন হয়। বেশি ঘরবাড়ি তৈরি করতে না পারলে এক ঘরে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হয়। পড়াশোনা করার খরচও বেশি লাগে। তাই সকল শিশুকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। অসুখ হলে টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসা দেয়া যায় না। কোথাও বেড়াতে গেলে বেশি যানবাহনের দরকার হয়। খাবার ও জামাকাপড়ের জন্য ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়। এতে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

কুশলাদি বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠের জের টেনে প্রশ্ন করুন।

- পরিবার ছোট হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বলুন, পরিবার বড় হলে খাবার বেশি লাগে

- কিন্তু টাকা না থাকলে কি বাবা কিনতে পারবেন?
- তাহলে কী হবে?
- কম খেলে কী হবে?

বলুন, শরীরে পুষ্টি পাবে না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। পরিবারের সদস্য বেশি হলে ঘর বেশি লাগে।

- কিন্তু যদি ঘর, শোয়ার খাট বেশি না থাকে?

উত্তর বলতে সাহায্য করুন। বলুন তখন গাদাগাদি করে শুতে হয়।

- এতে ঘুম কি ভালো হয়?
- ঘুমাতে আরাম পাওয়া যায়?
- ভালো জামা পরতে কী ভালো লাগে?
- কিন্তু যদি বাবা না দিতে পারেন তখন কেমন লাগে?

বলুন, পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে অনেক ভালো জামাকাপড় কেনা সম্ভব নয়। এভাবে পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে ঘরদোর, উঠানের পরিবেশ নষ্ট হয়। বেশি ময়লা হয়। চেঁচামেচি বেশি হয়। ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়া যায় না। বলুন, পরিবেশের ওপর খুব খারাপ প্রভাব পড়ে। তুমি ভালো খেতে পার না। পড়তে পার না। সব ইচ্ছা পূরণ করতে পার না। ঘরের পরিবেশটা নোংরা থাকে আর চাহিদাগুলো পূরণ না হলে মন খারাপ হয়। দুঃখ হয়, কখনো কখনো রাগও হয়।

পরিকল্পিত কাজ :

তোমার বাসা ও পাশের বাসার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে বলবে।

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

- খাবার ক্রয়ের জন্য কী লাগে?
- জামাকাপড় কেনার জন্য কী লাগে?
- বইপত্র কেনার জন্য কী লাগে?
- বাবার টাকা কম থাকলে কি সবার জন্য এসব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব?
- পরিবারের সদস্য বেশি হলে তুমি কী ভালোভাবে পড়তে পারবে?
- ঘুমাতে পারবে?
- নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে?
- তাহলে পরিবারের সদস্যসংখ্যা কেমন হওয়া উচিত?

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন।

চিত্র

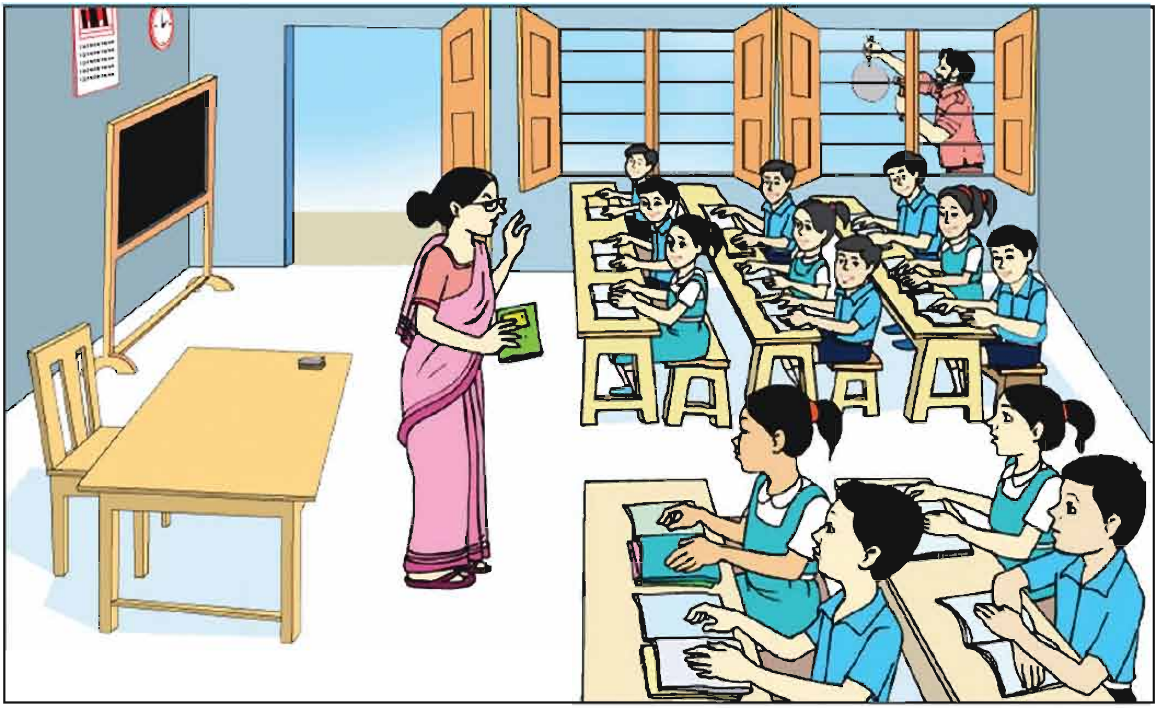

(১ নং চিত্র)

(২ নং চিত্র)

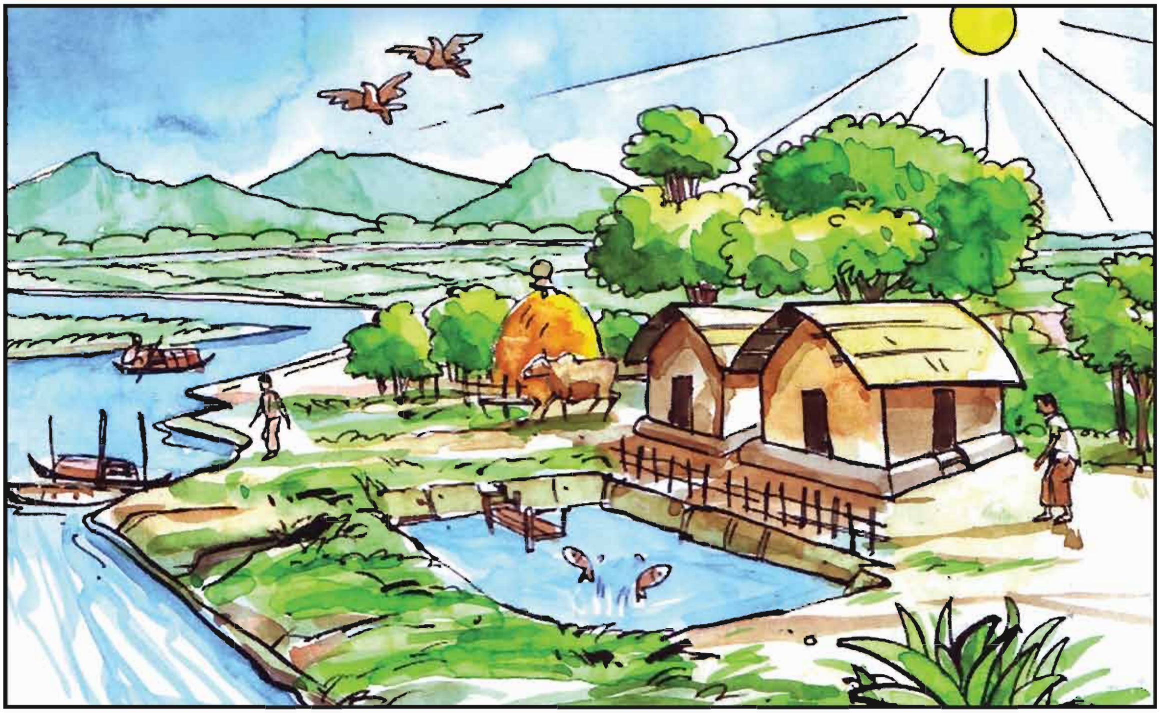

(৩ নং চিত্র)

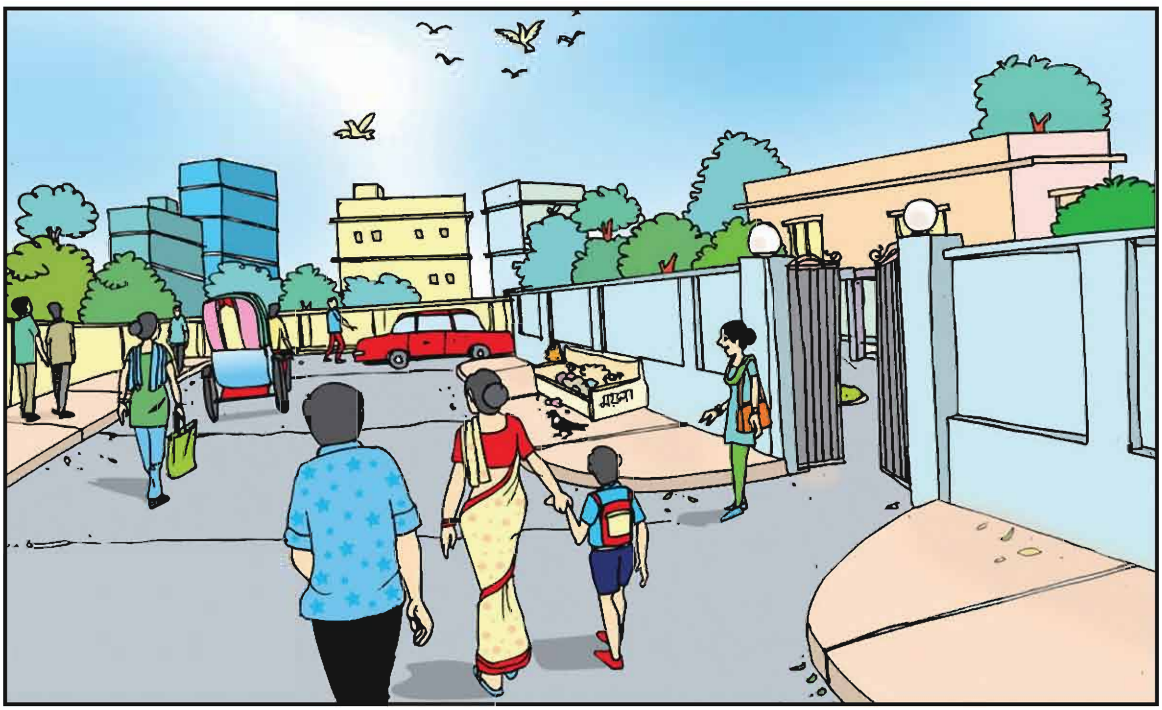

(৪ নং চিত্র)

(৫ নং চিত্র)

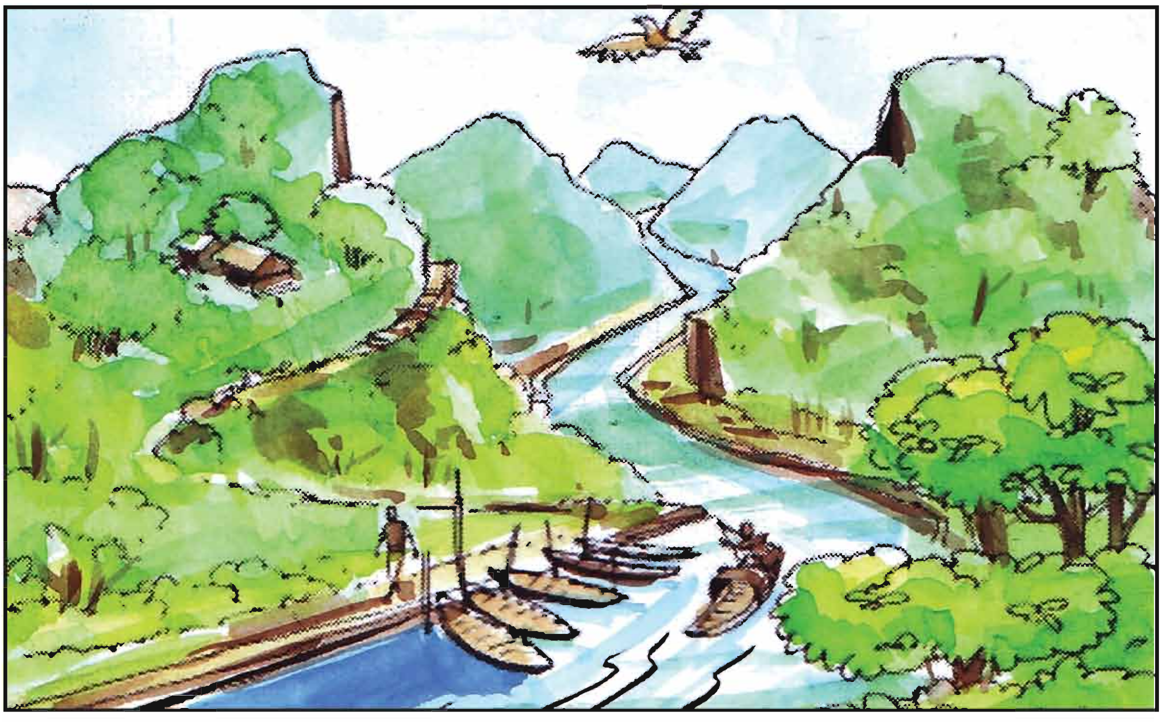

(৬ নং চিত্র)

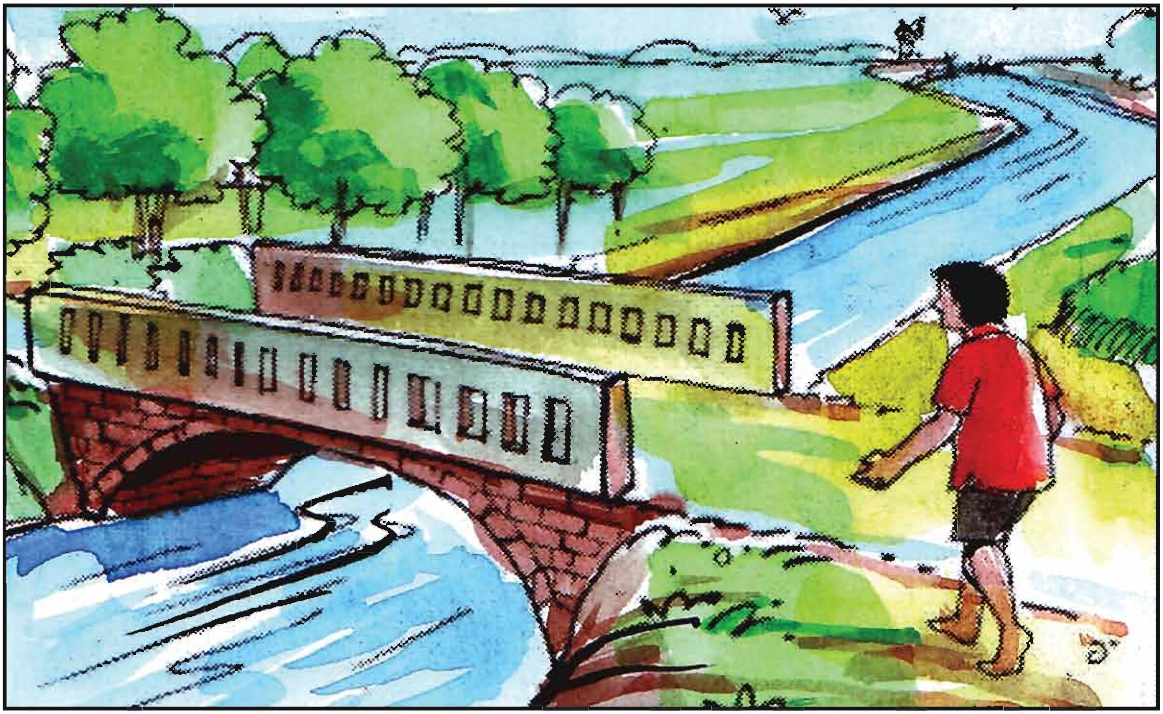

(৭ নং চিত্র)

(৮ নং চিত্র)

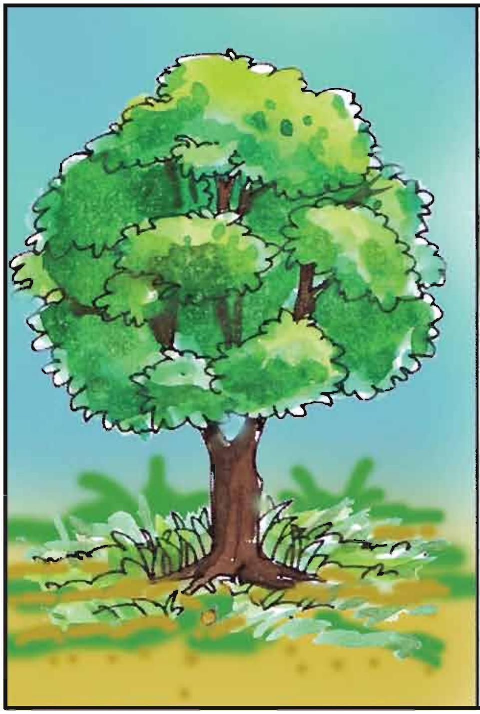

(৯ নং চিত্র)

(১০ নং চিত্র)

(১১ নং চিত্র)

চিত্র নং ১২

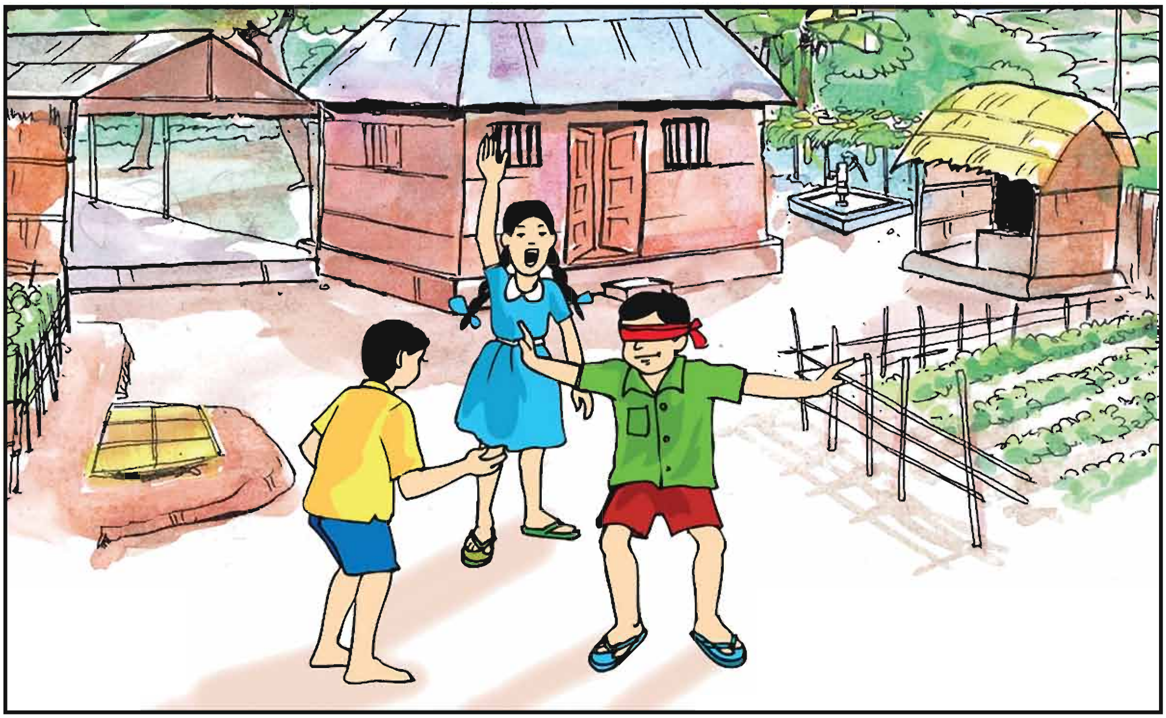

(৩১ নং চিত্র)

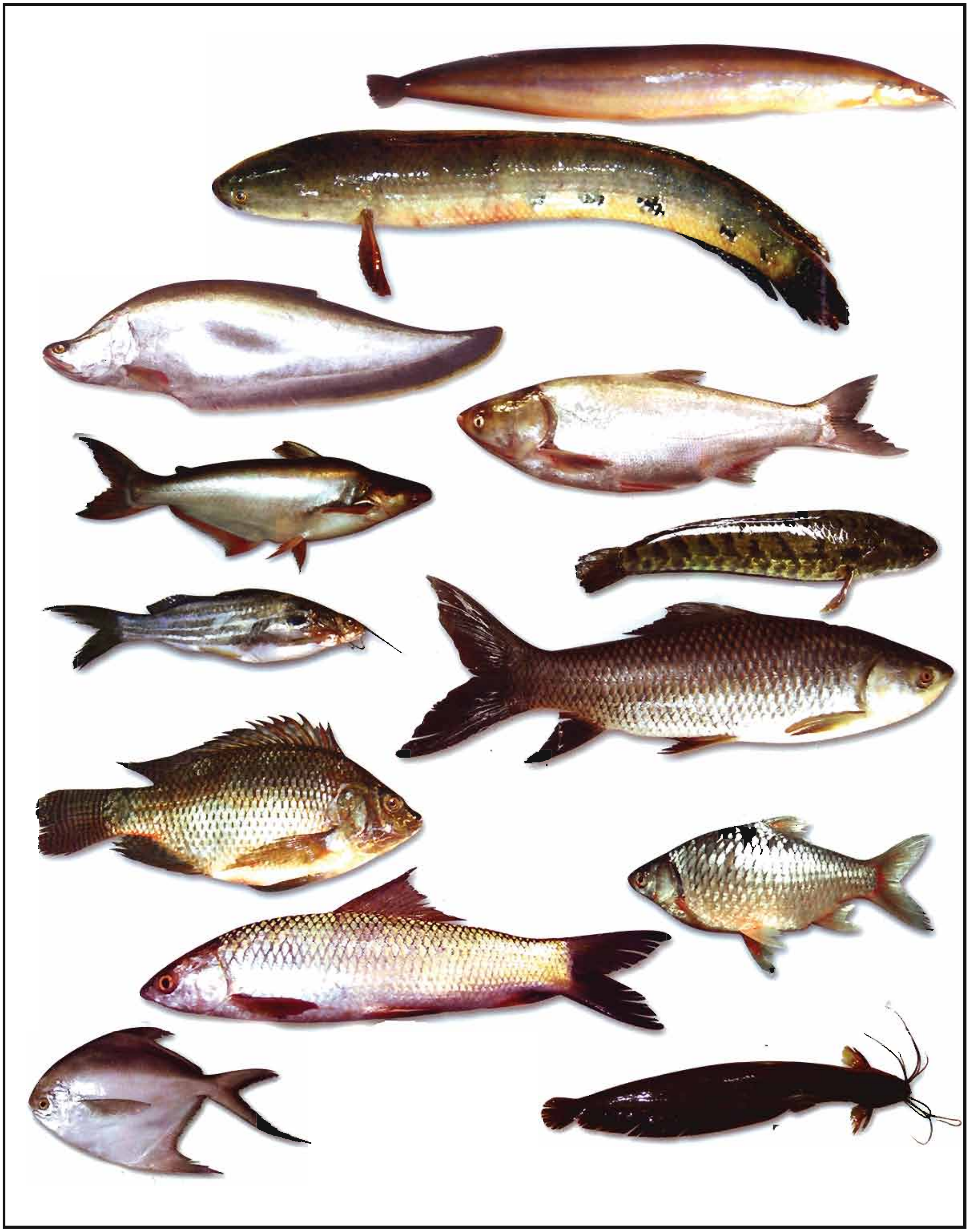

(১৩ নং চিত্র)

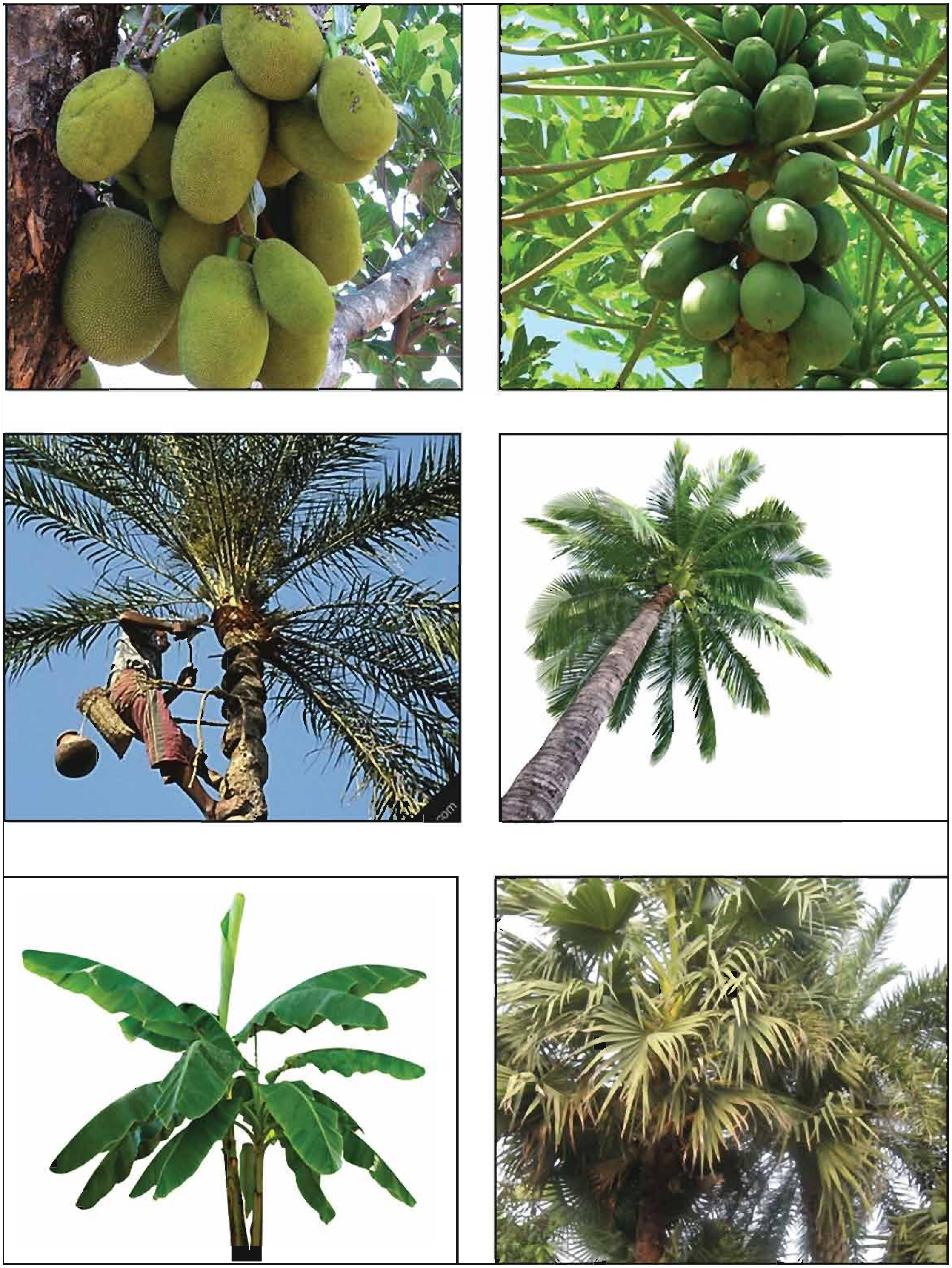

(১৪ নং চিত্র)

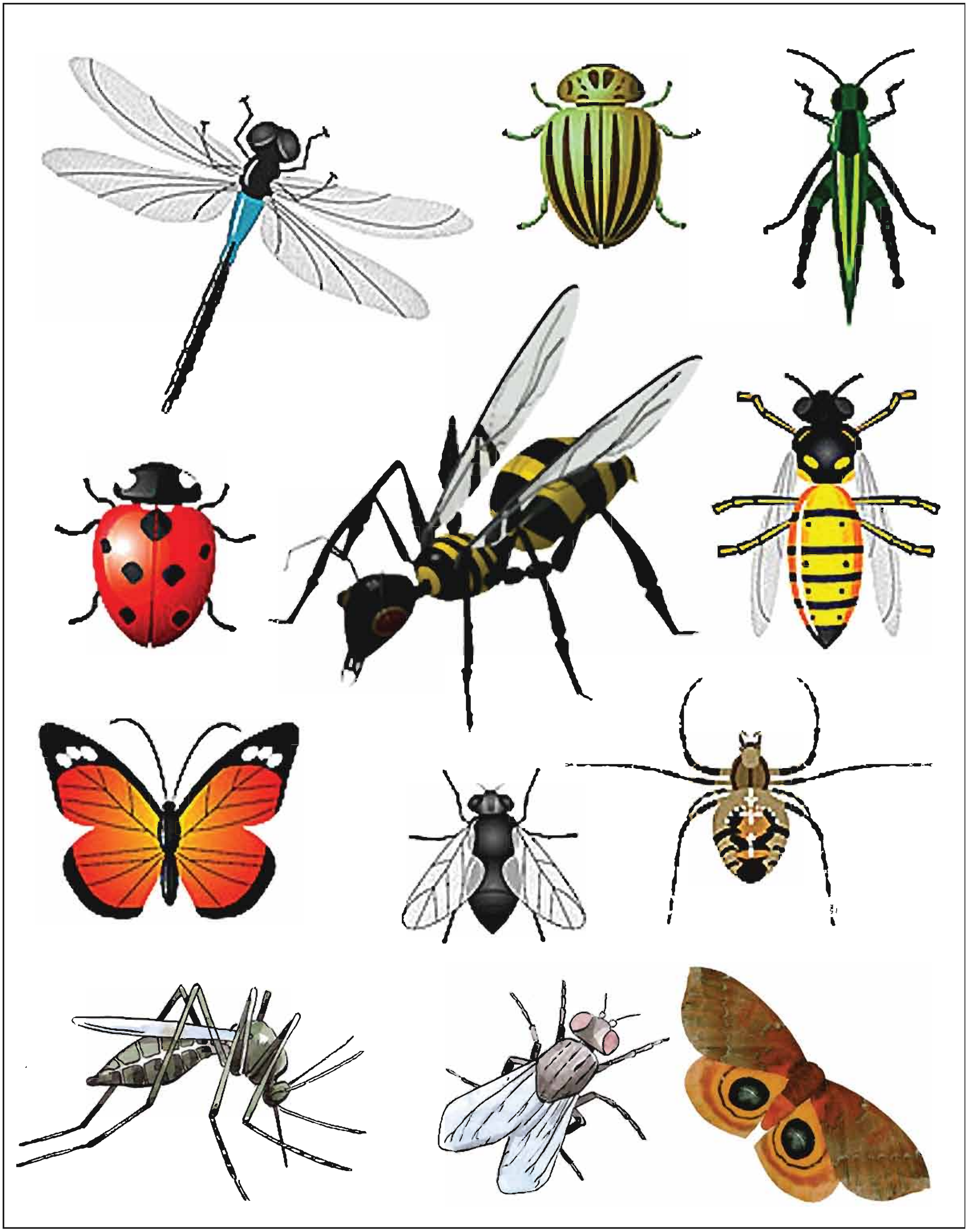

(১৫ নং চিত্র)

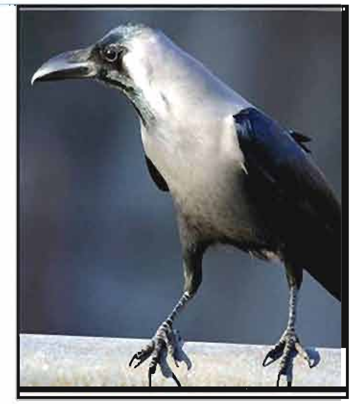

(১৬ নং চিত্র)

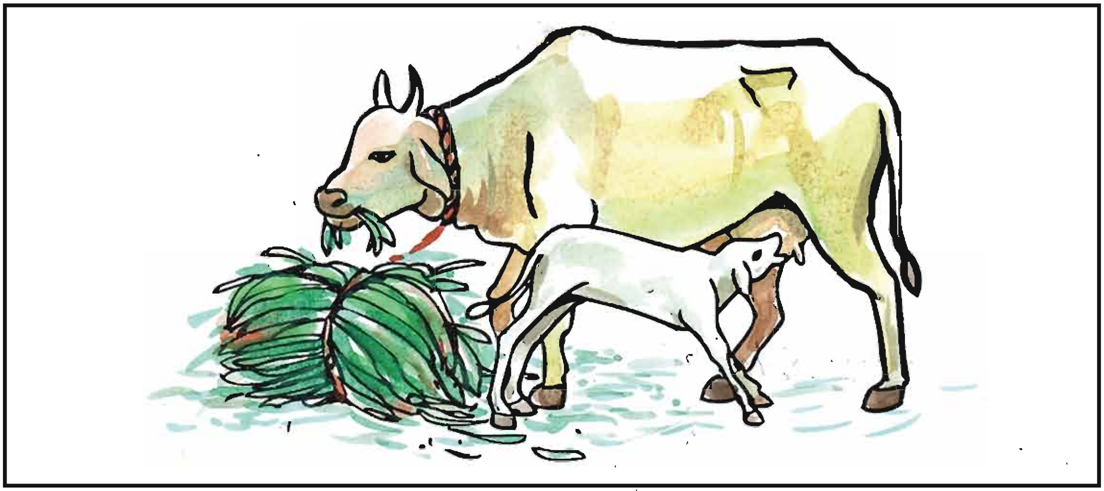

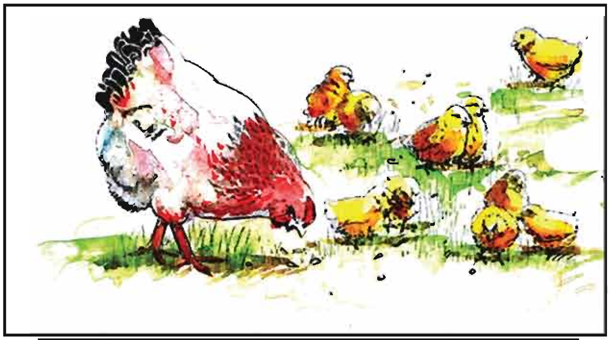

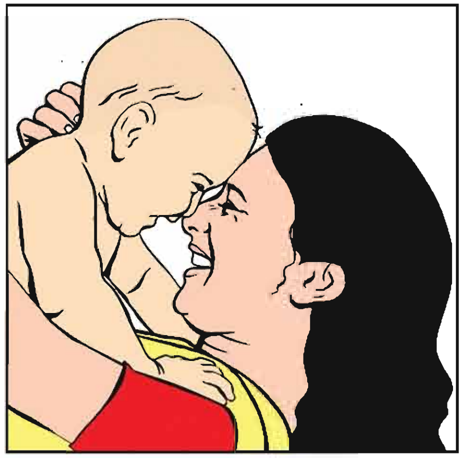

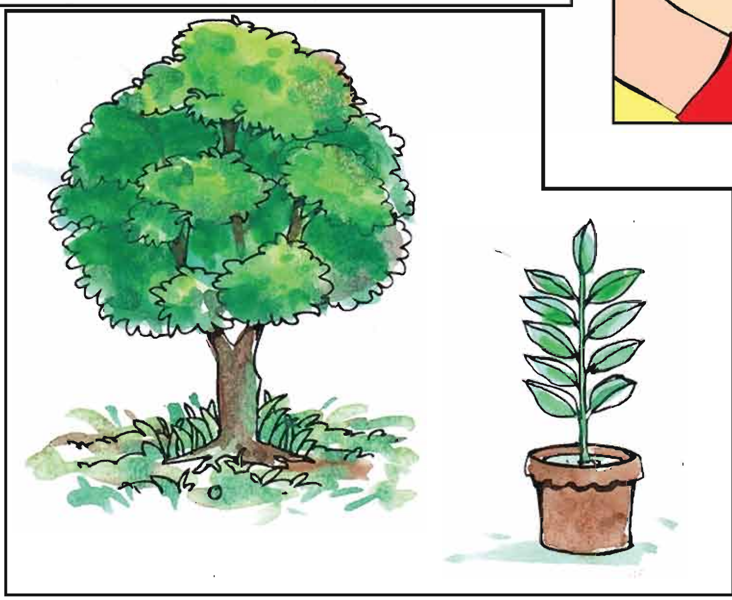

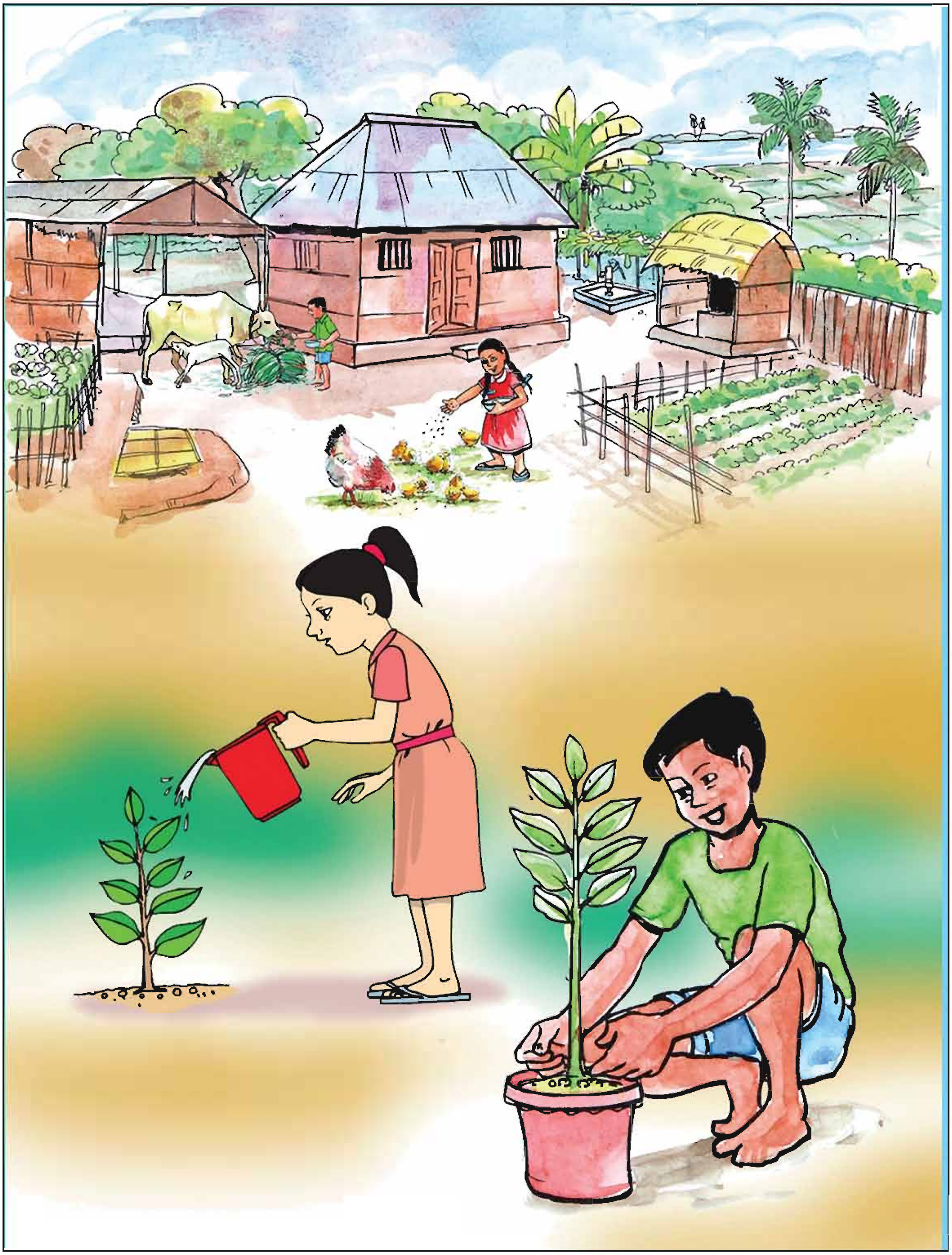

(১৮ নং চিত্র)

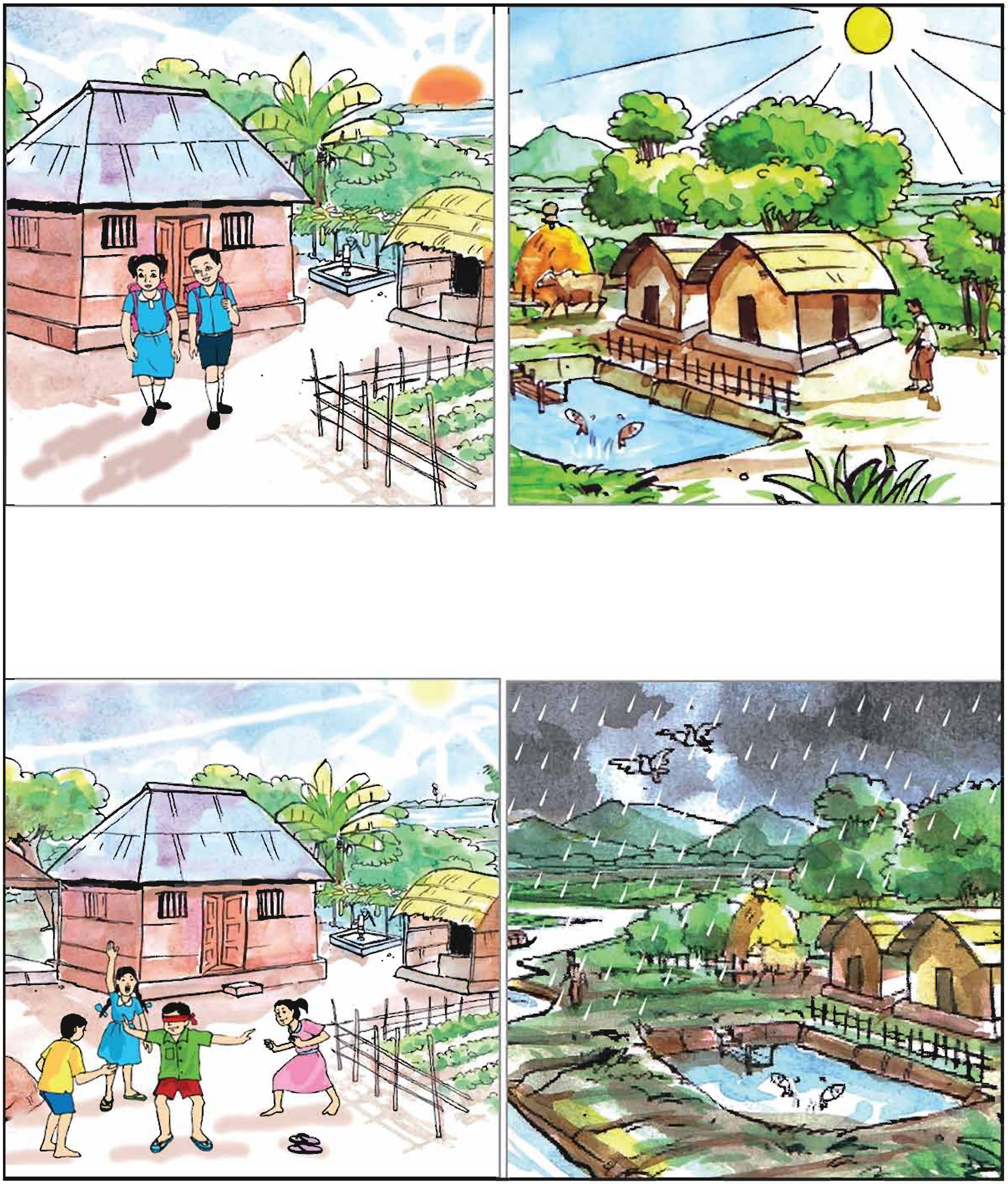

(১৯ নং চিত্র)

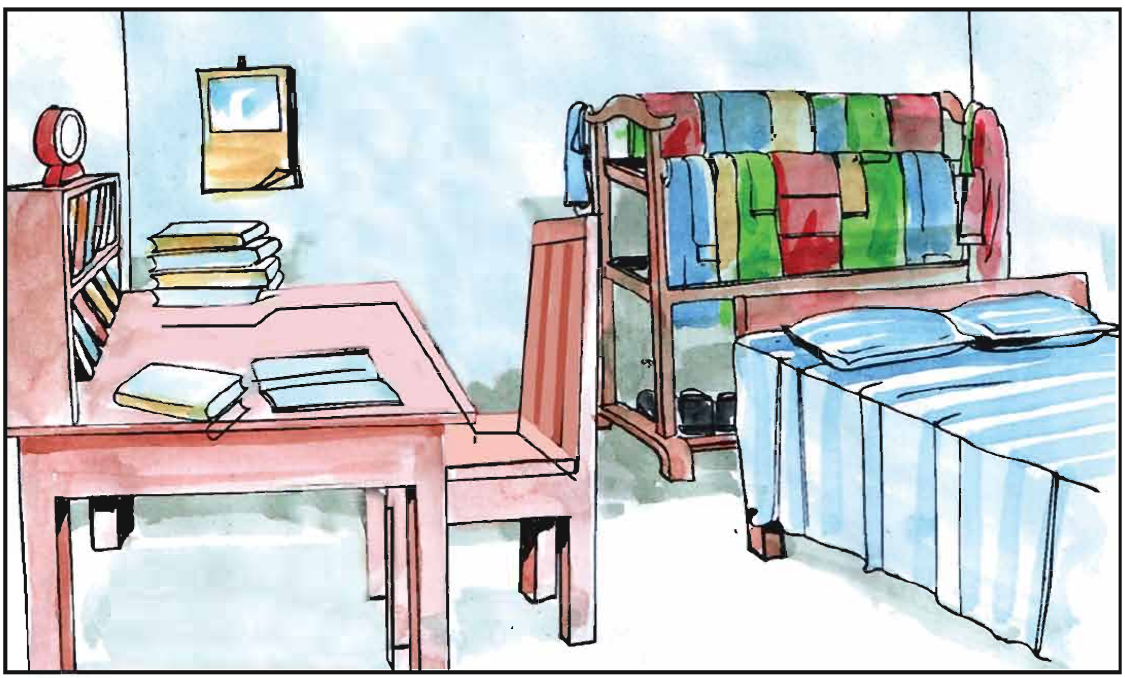

(২০ নং চিত্র)

(২১ নং চিত্র)

(২২ নং চিত্র)

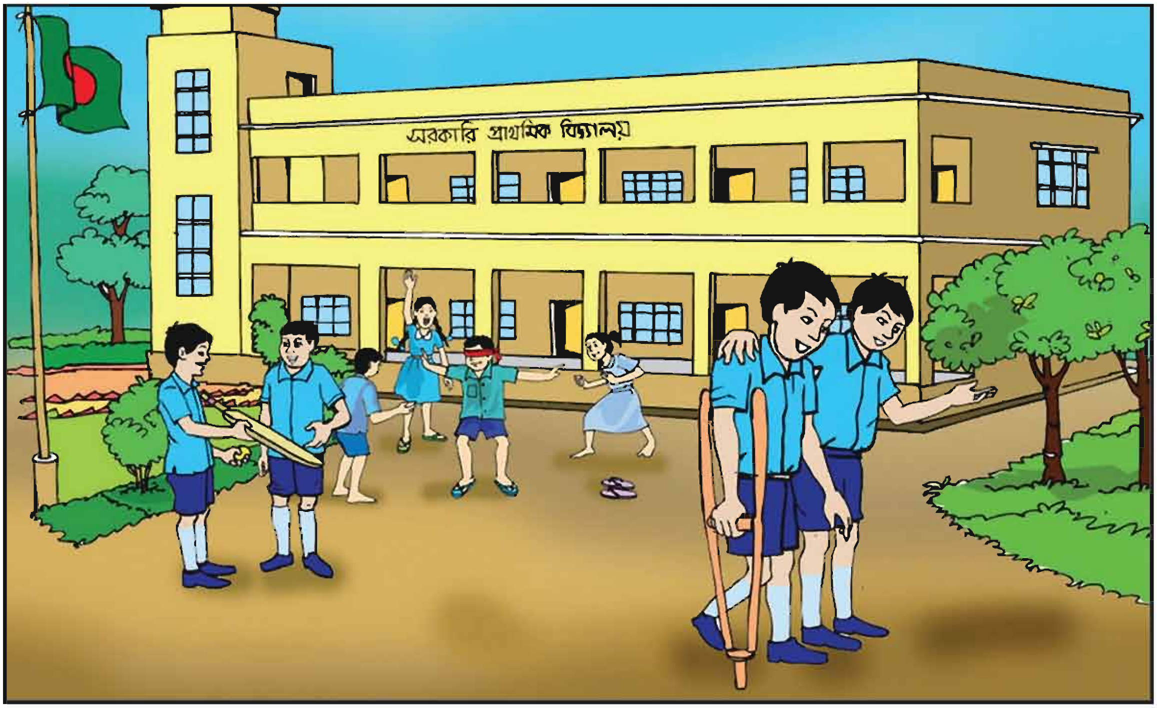

(২৩ নং চিত্র)

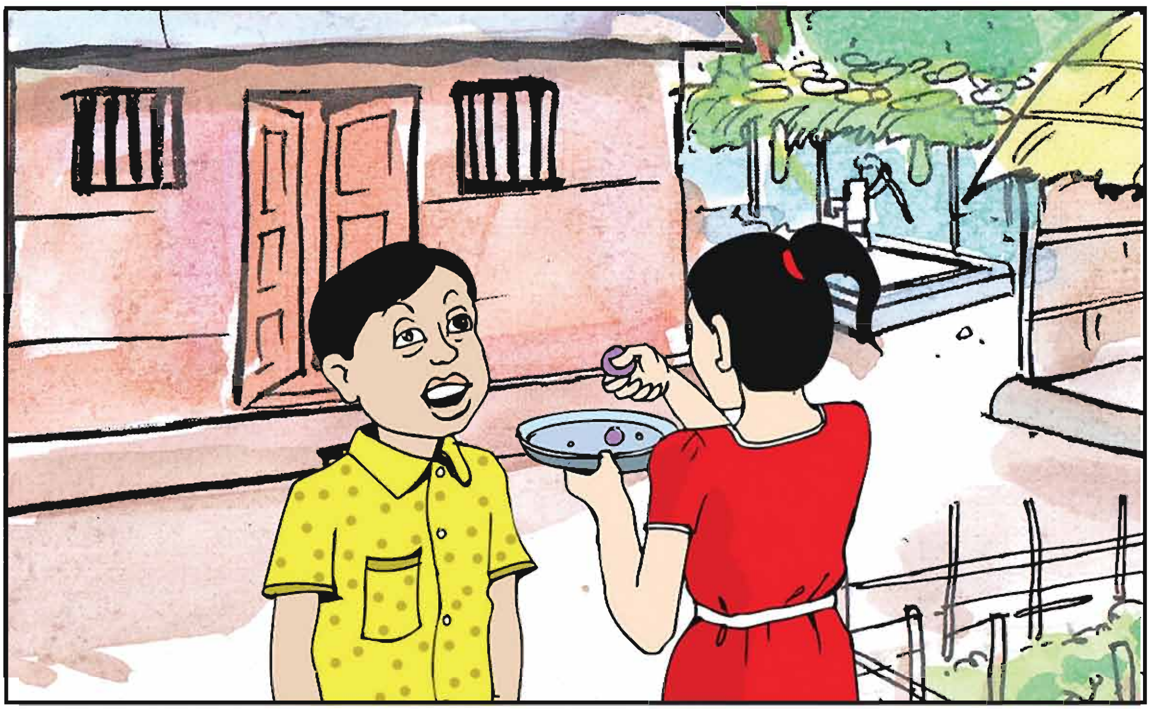

(২৪ নং চিত্র)

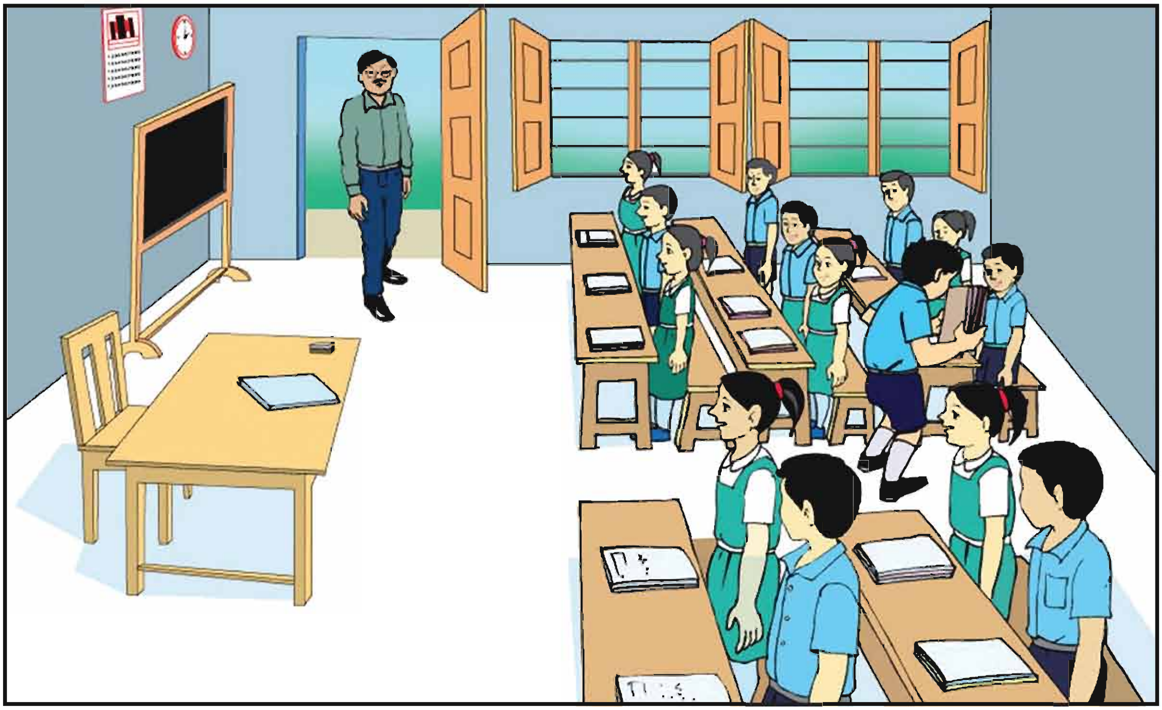

(২৫ নং চিত্র)

(২৬ নং চিত্র)

(২৭ নং চিত্র)

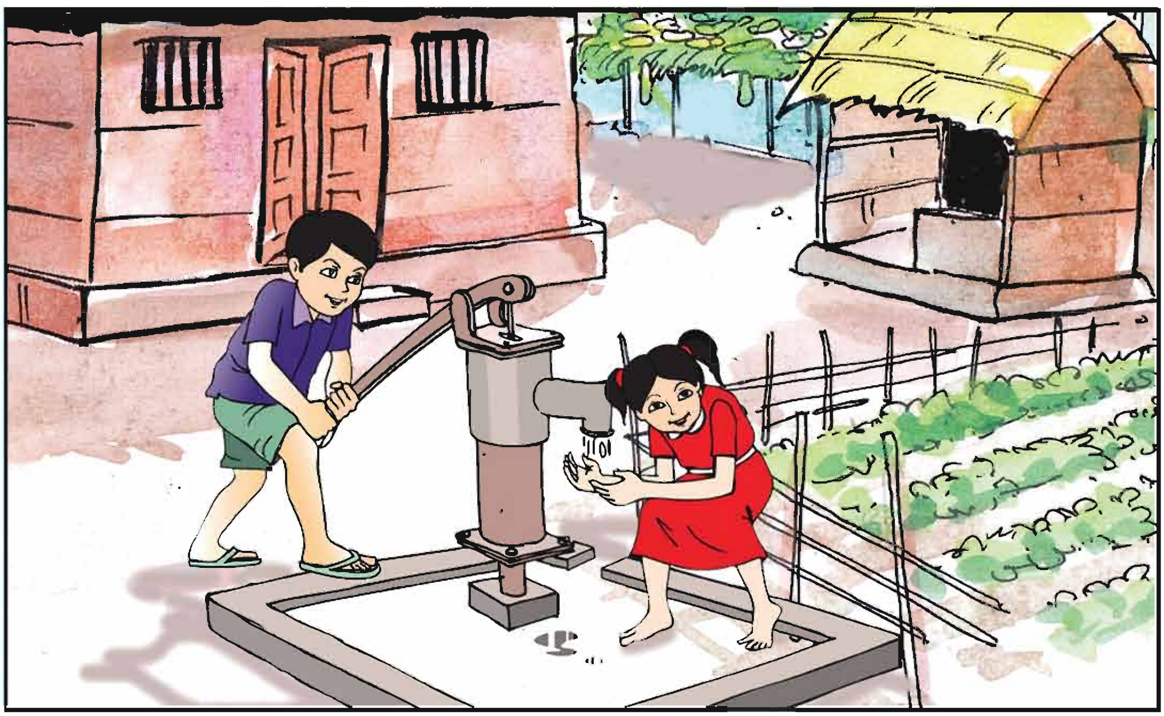

(২৮ নং চিত্র)

(২৯ নং চিত্র)

(৩০ নং চিত্র)

(৩২ নং চিত্র)

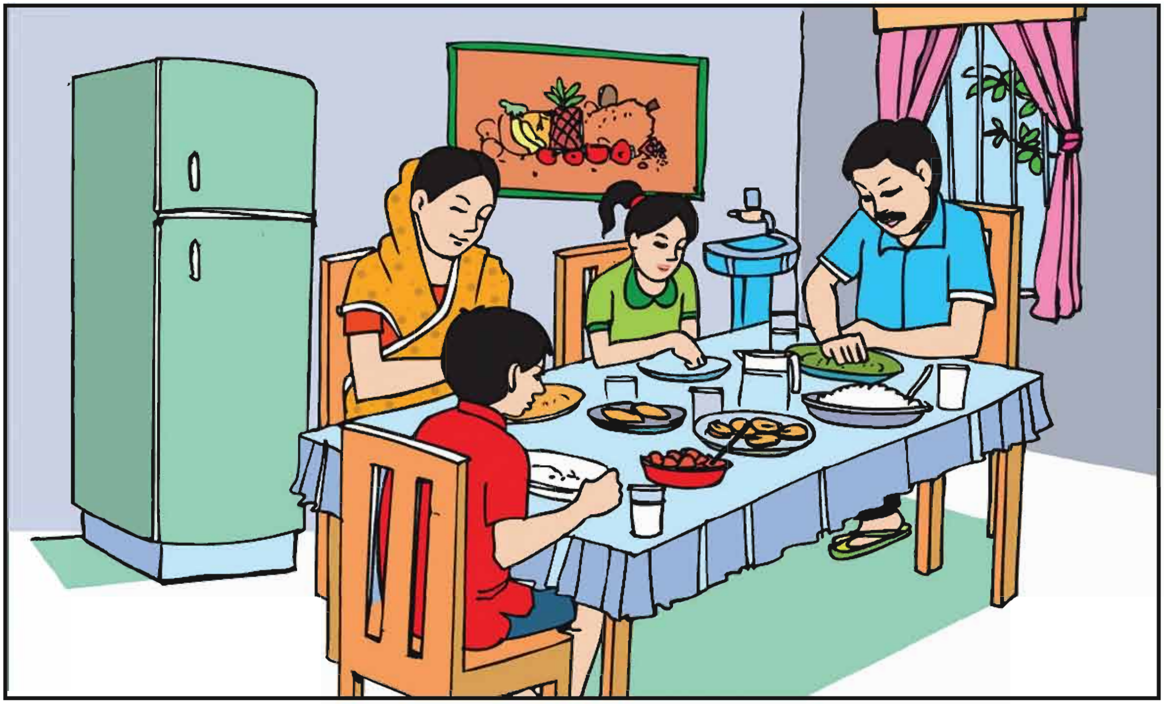

(৩৩ নং চিত্র)

(৩৪ নং চিত্র)

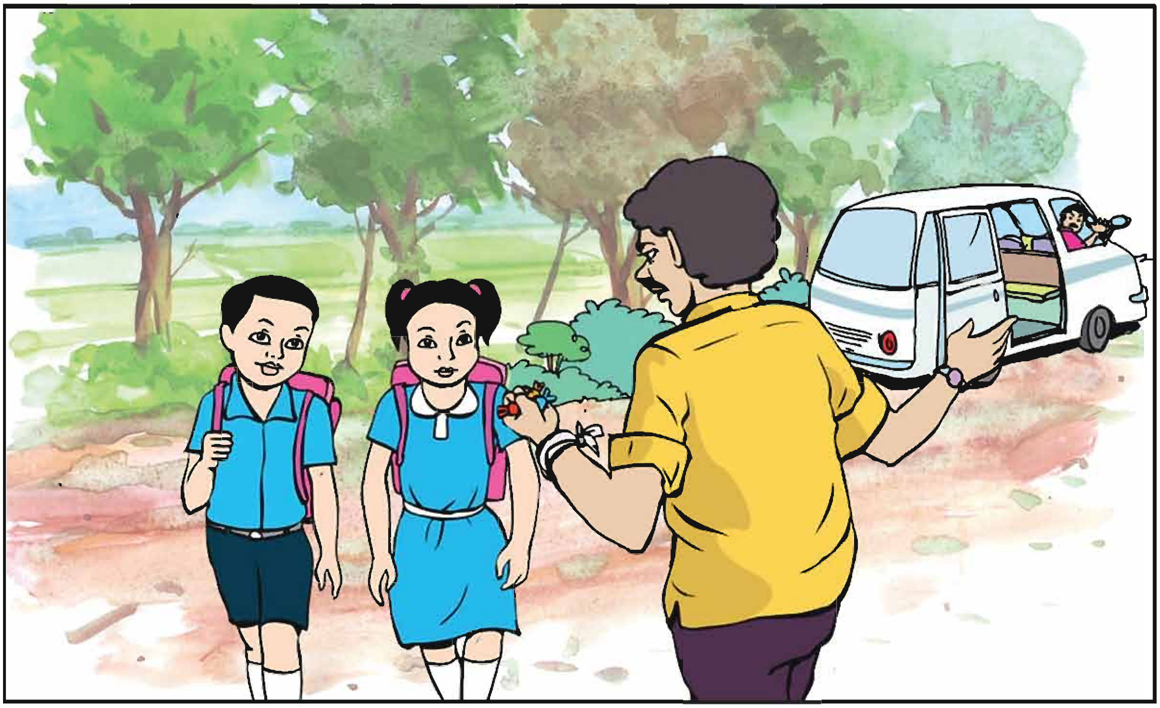

(৩৫ নং চিত্র)

(৩৬ নং চিত্র)

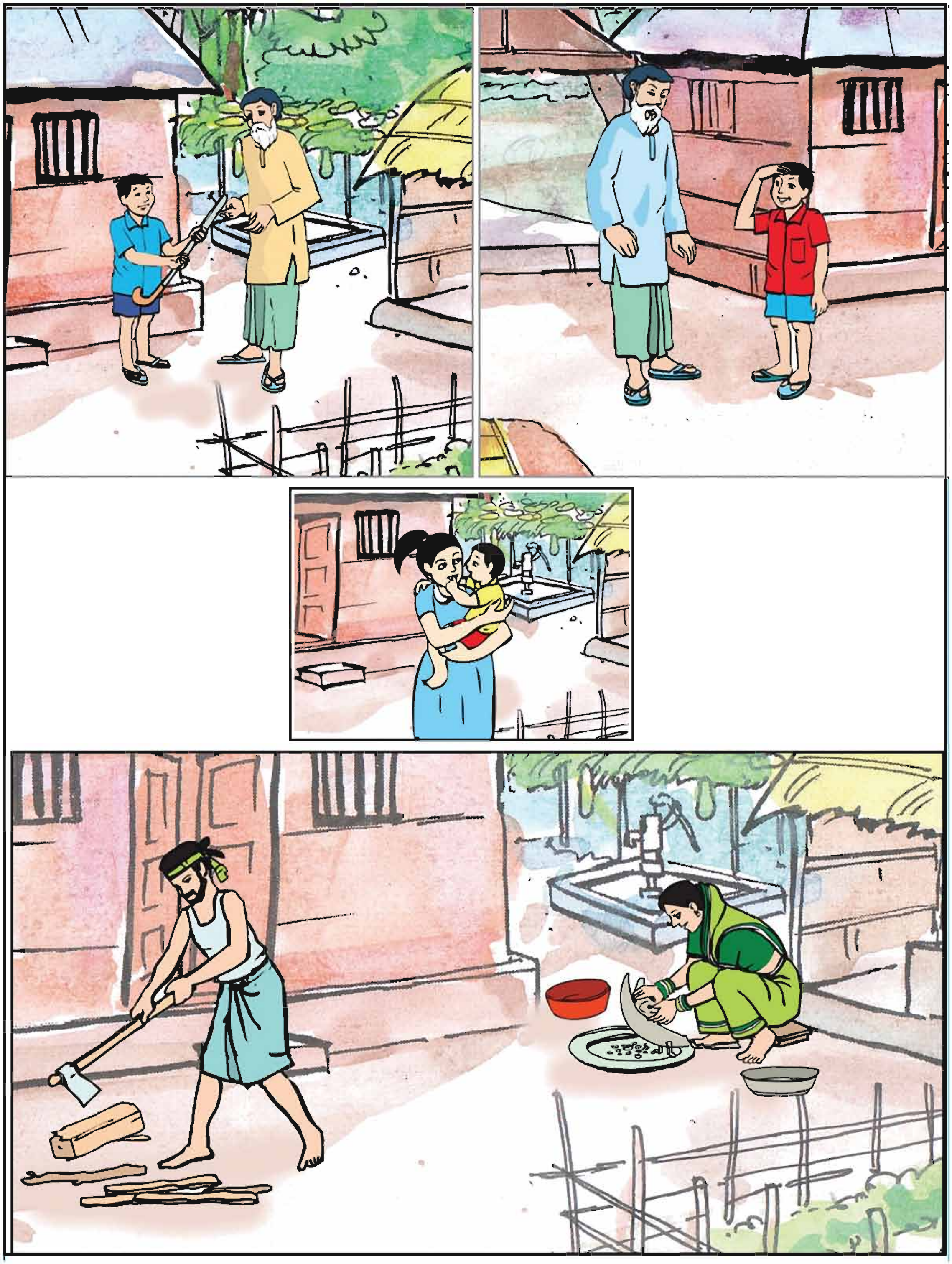

(৩৭ নং চিত্র)

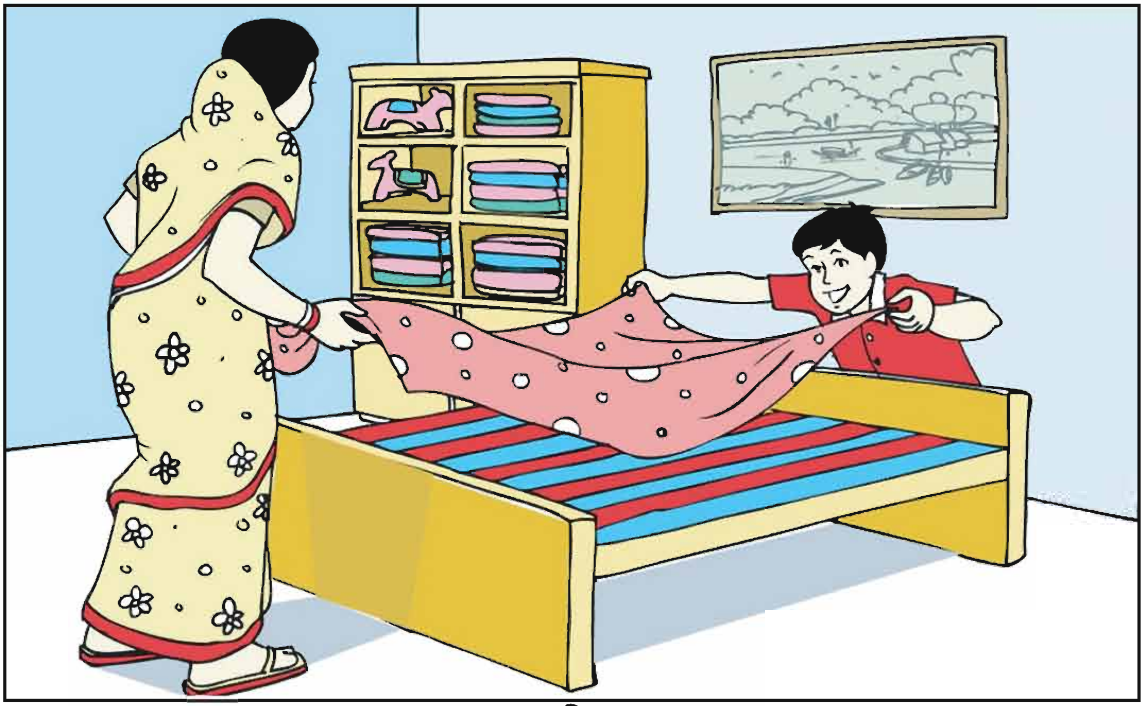

(৩৮ নং চিত্র)

(৩৯ নং চিত্র)

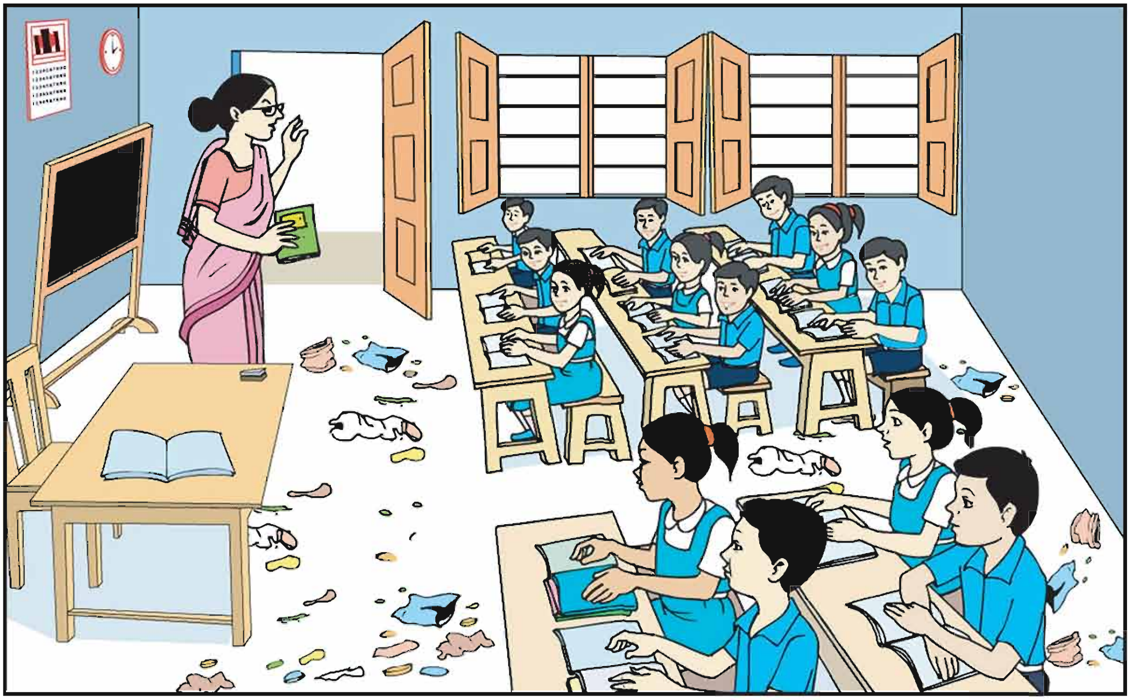

(৪০ নং চিত্র)

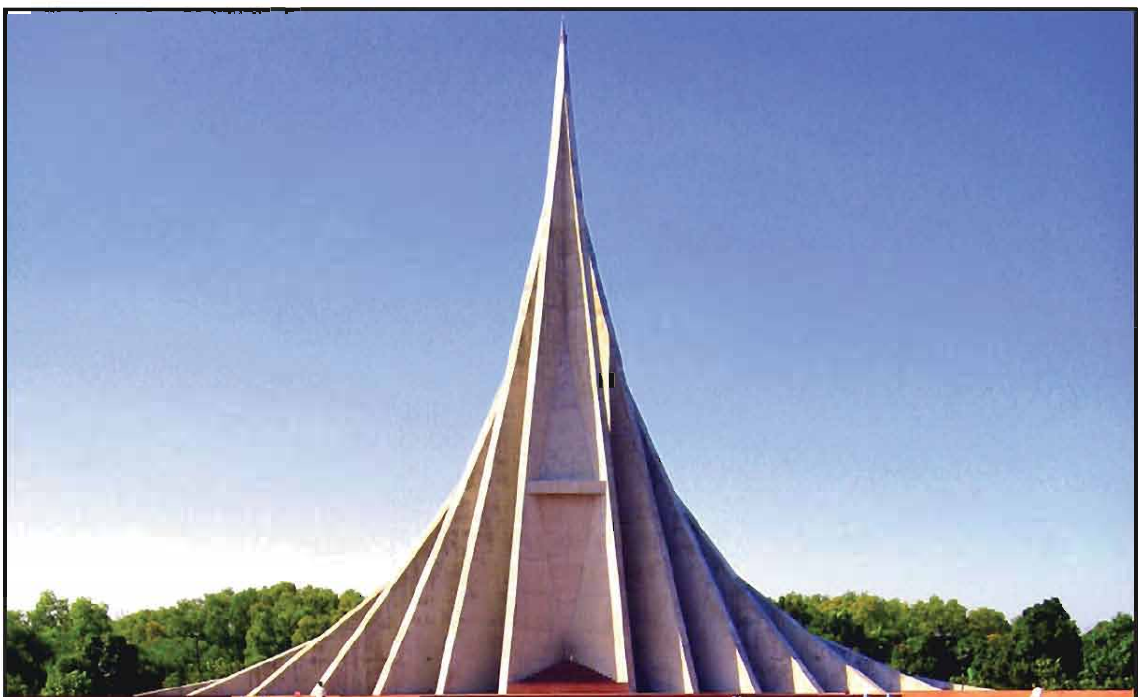

(৫৯ নং চিত্র)

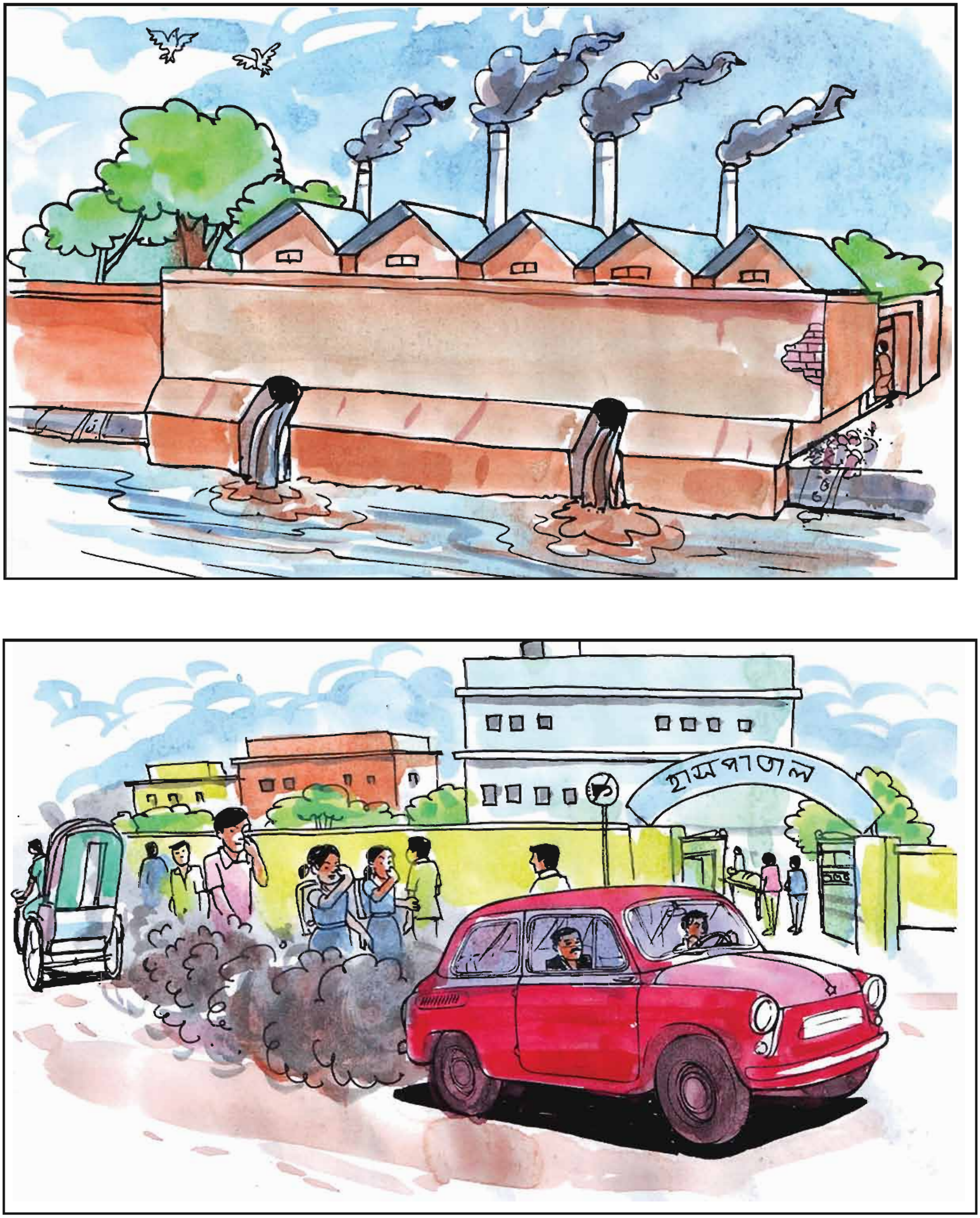

(৪১ নং চিত্র)

(৪২ নং চিত্র)

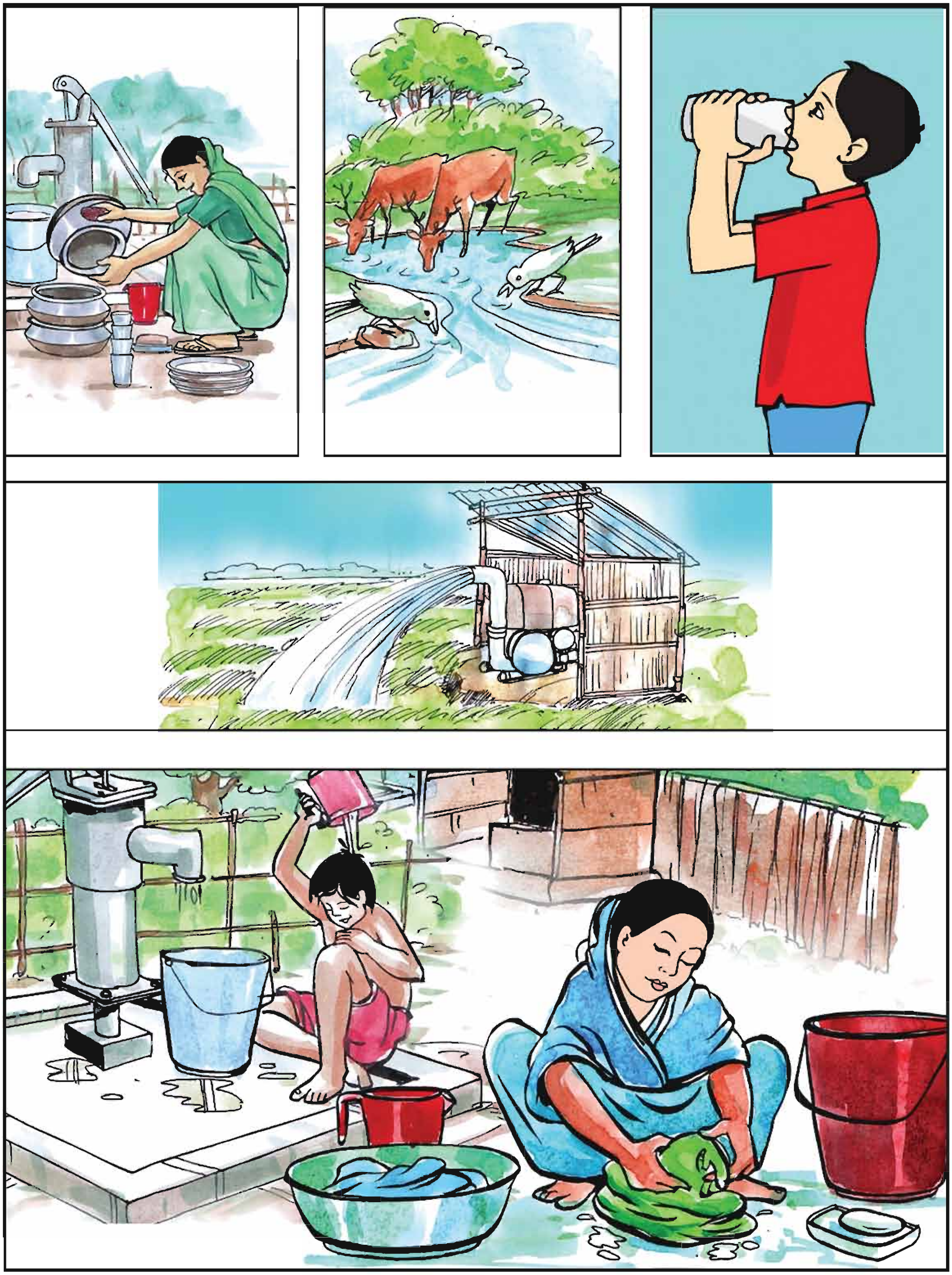

(৪৩ নং চিত্র)

(৪৪ নং চিত্র)

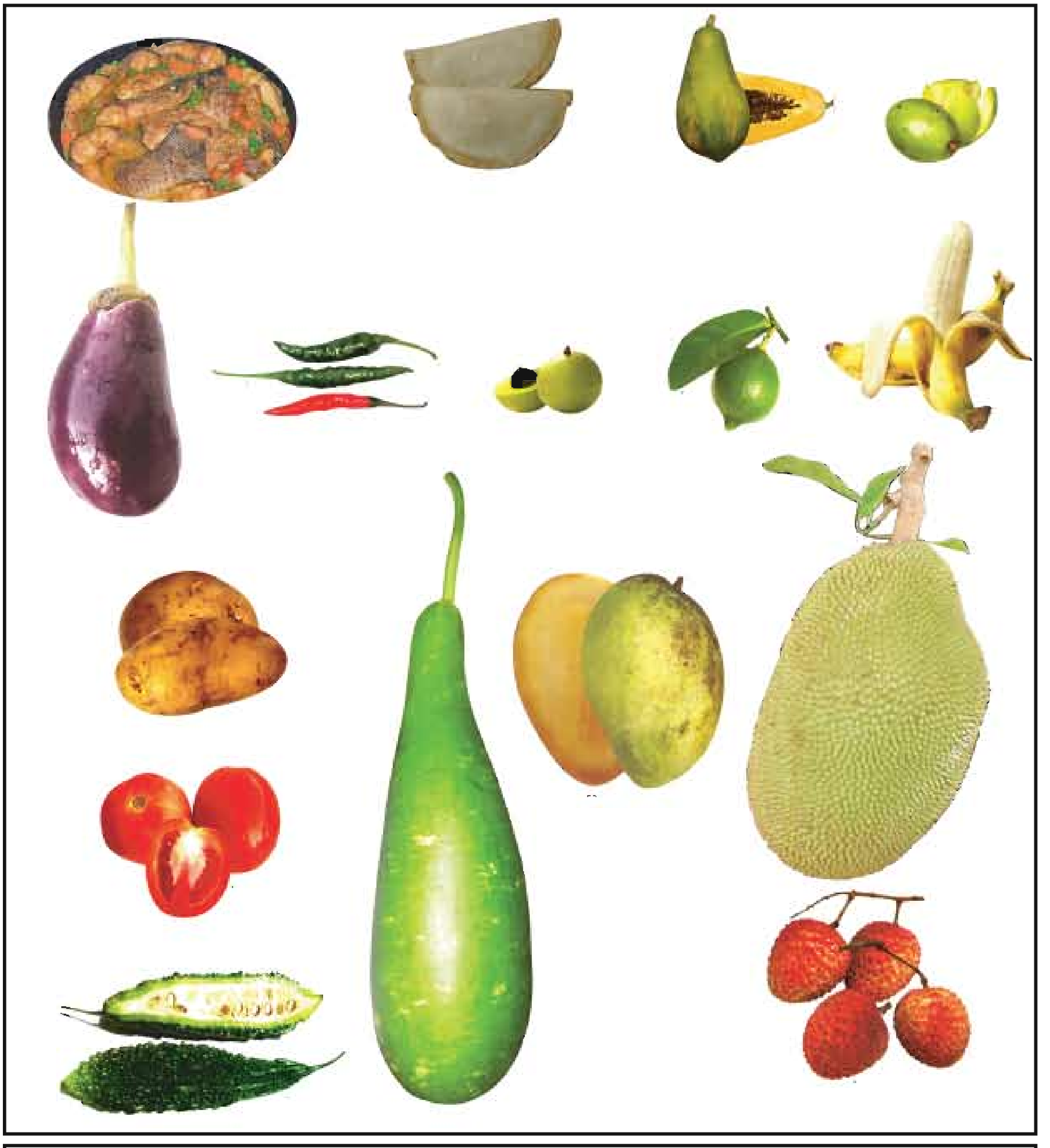

(৪৫ নং চিত্র)

(৪৬ নং চিত্র)

(৪৭ নং চিত্র)

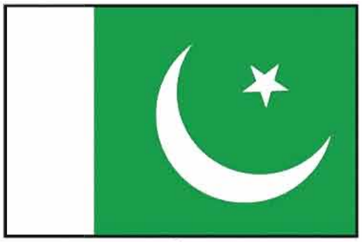

(৪৮ নং চিত্র)

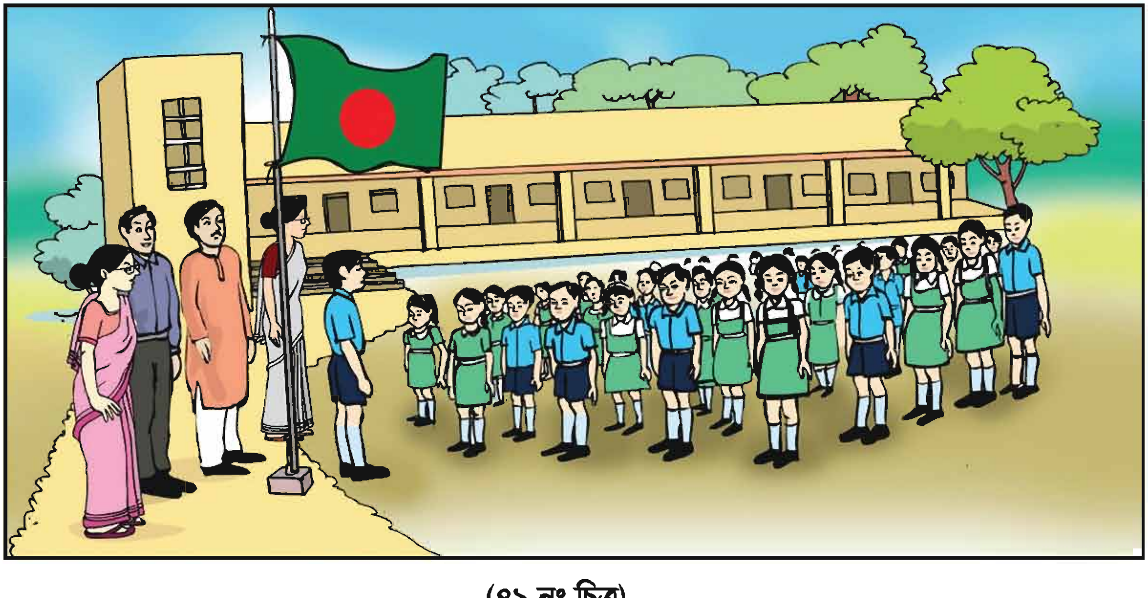

(৪৯ নং চিত্র)

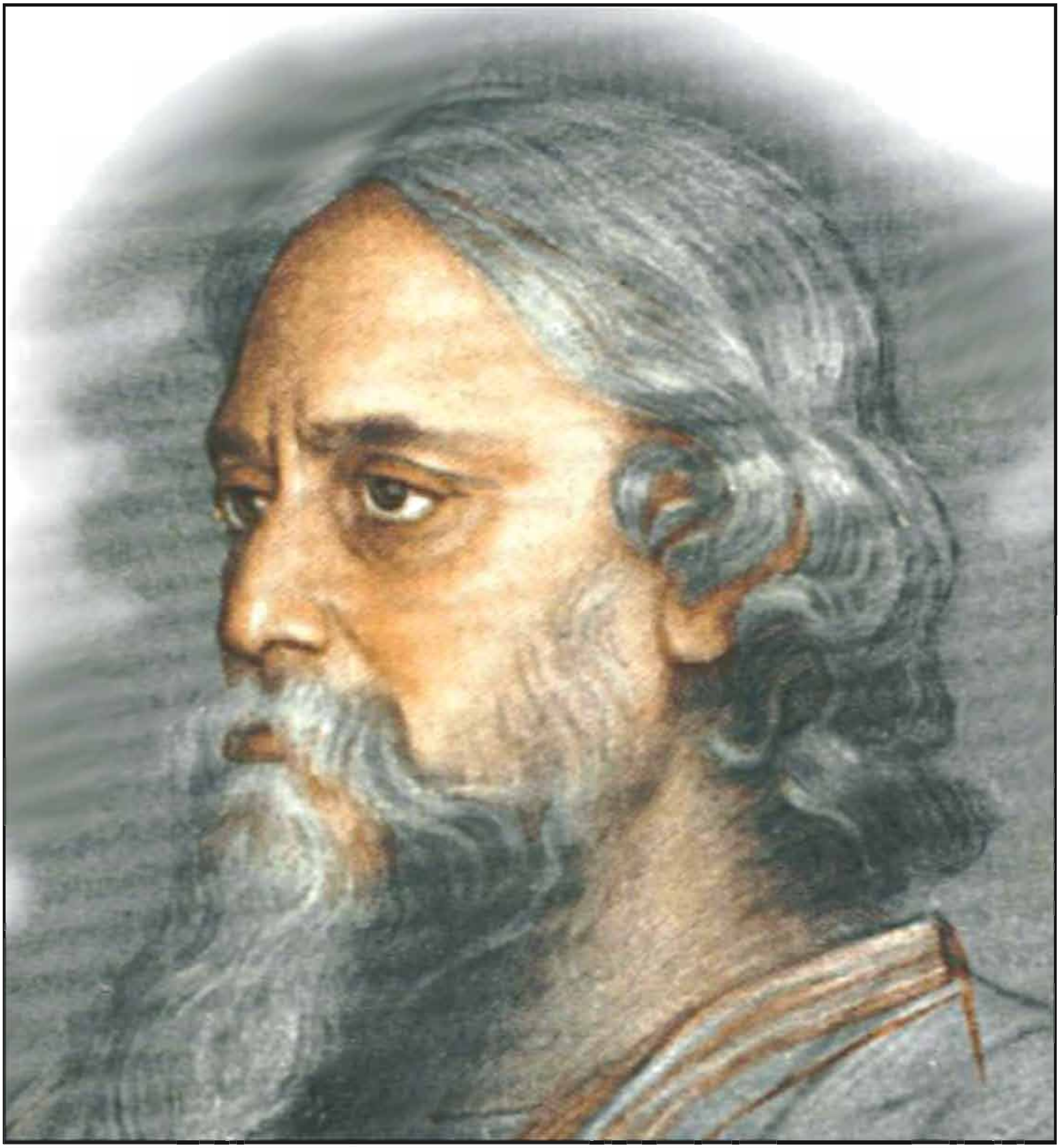

(৫০ নং চিত্র)

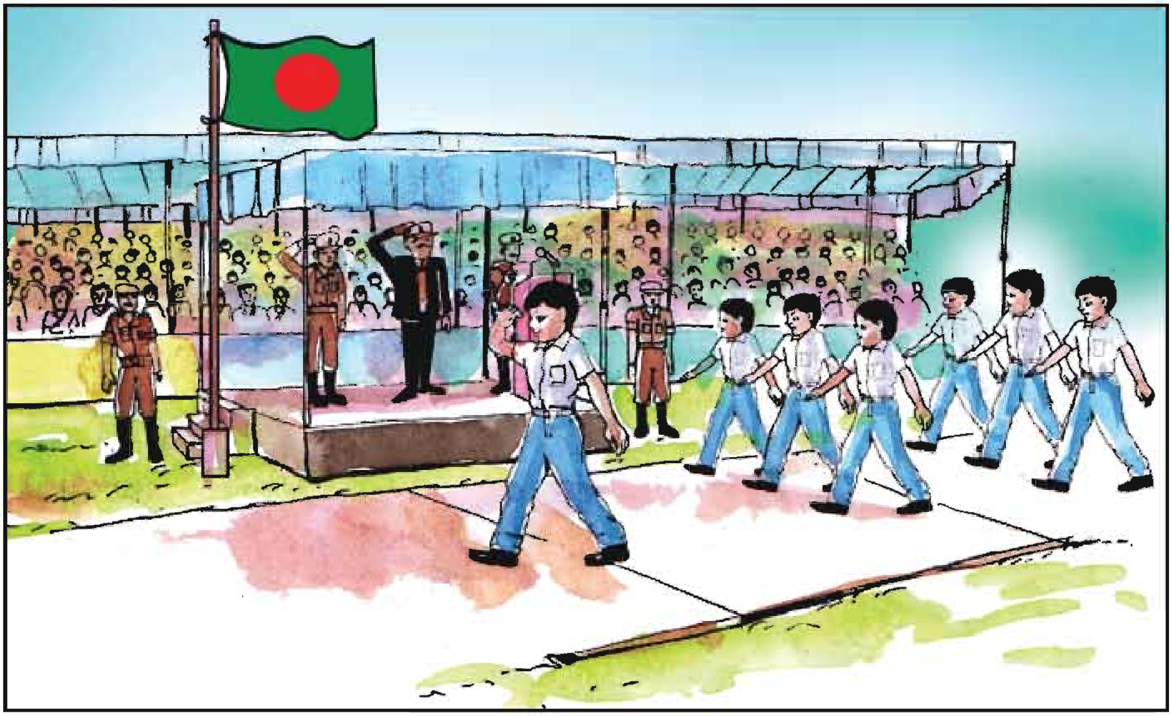

(৫২ নং চিত্র)

(৫৩ নং চিত্র)

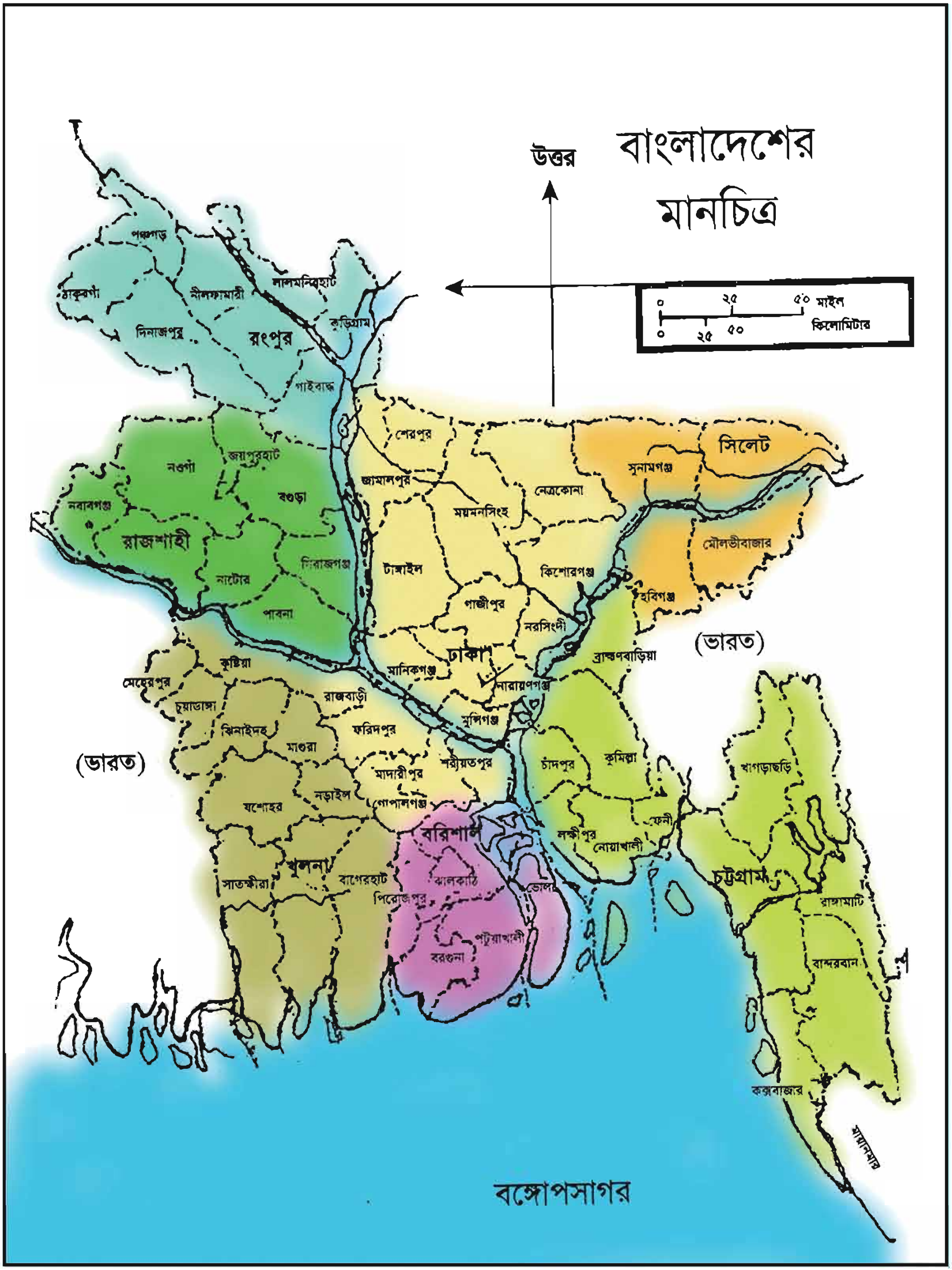
উত্তর
বাংলাদেশের মানচিত্র
০ ২৫ ৫০ মাইল
০ ২৫ ৫০ কিলোমিটার
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁ
নীলফামারী
লালমনিরহাট
দিনাজপুর
রংপুর
কুড়িগ্রাম
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
সিরাজগঞ্জ
নাটোর
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সিলেট
সুনামগঞ্জ
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
নরসিংদী
ঢাকা
মানিকগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(ভারত)
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
রাজবাড়ী
ফরিদপুর
মাগুরা
(ভারত)
যশোহর
নড়াইল
মাদারীপুর
শরীয়তপুর
গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর
কুমিল্লা
খাগড়াছড়ি
ফেনী
লক্ষ্মীপুর
নোয়াখালী
বরিশাল
খুলনা
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
ঝালকাঠি
পিরোজপুর
ভোলা
চট্টগ্রাম
রাঙ্গামাটি
পটুয়াখালী
বরগুনা
বান্দরবান
কক্সবাজার
মায়ানমার
বঙ্গোপসাগর

(৫৫ নং চিত্র)

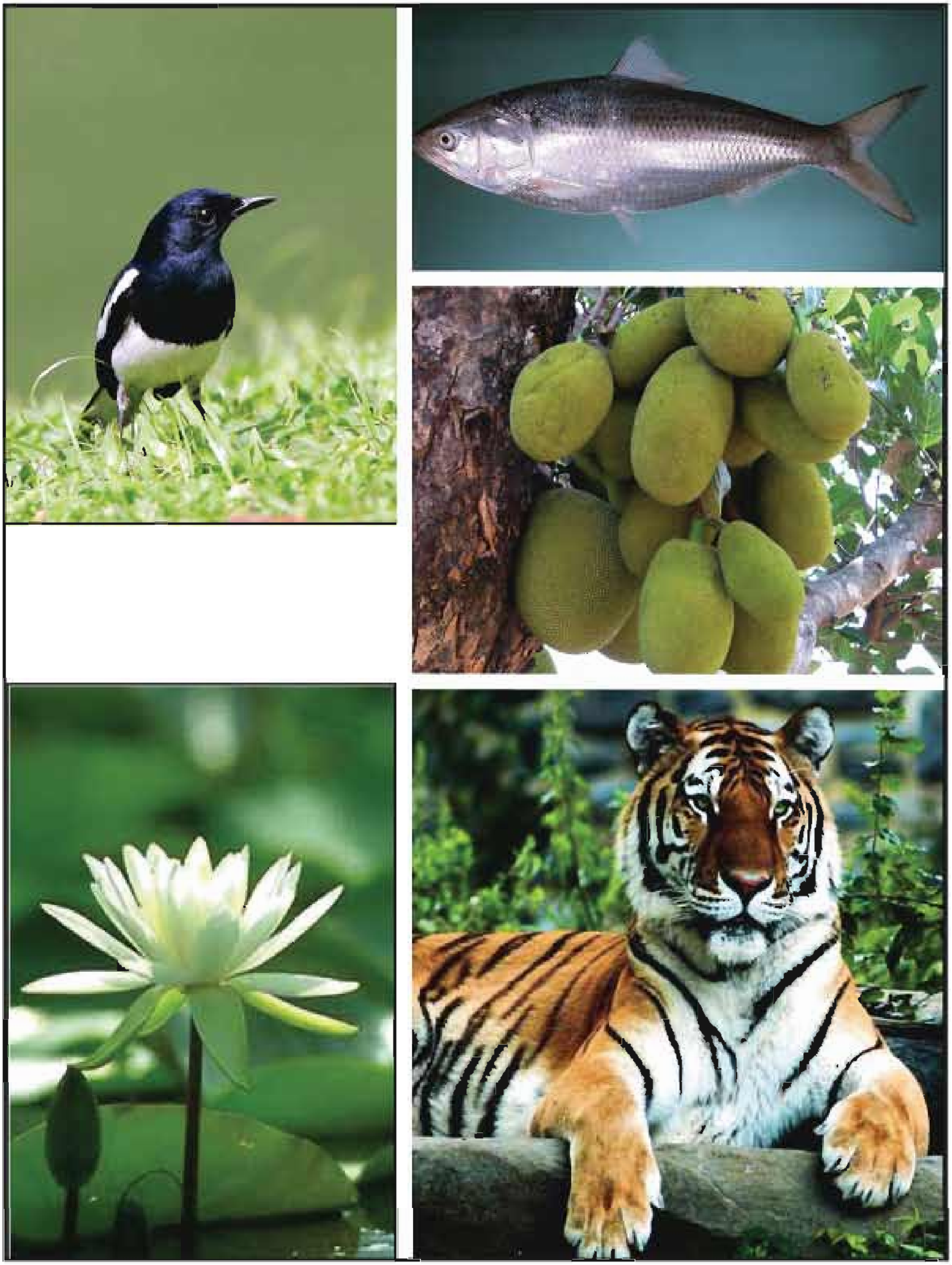

(৫৬ নং চিত্র)

(৫৭ নং চিত্র)

(৫৪ নং চিত্র)

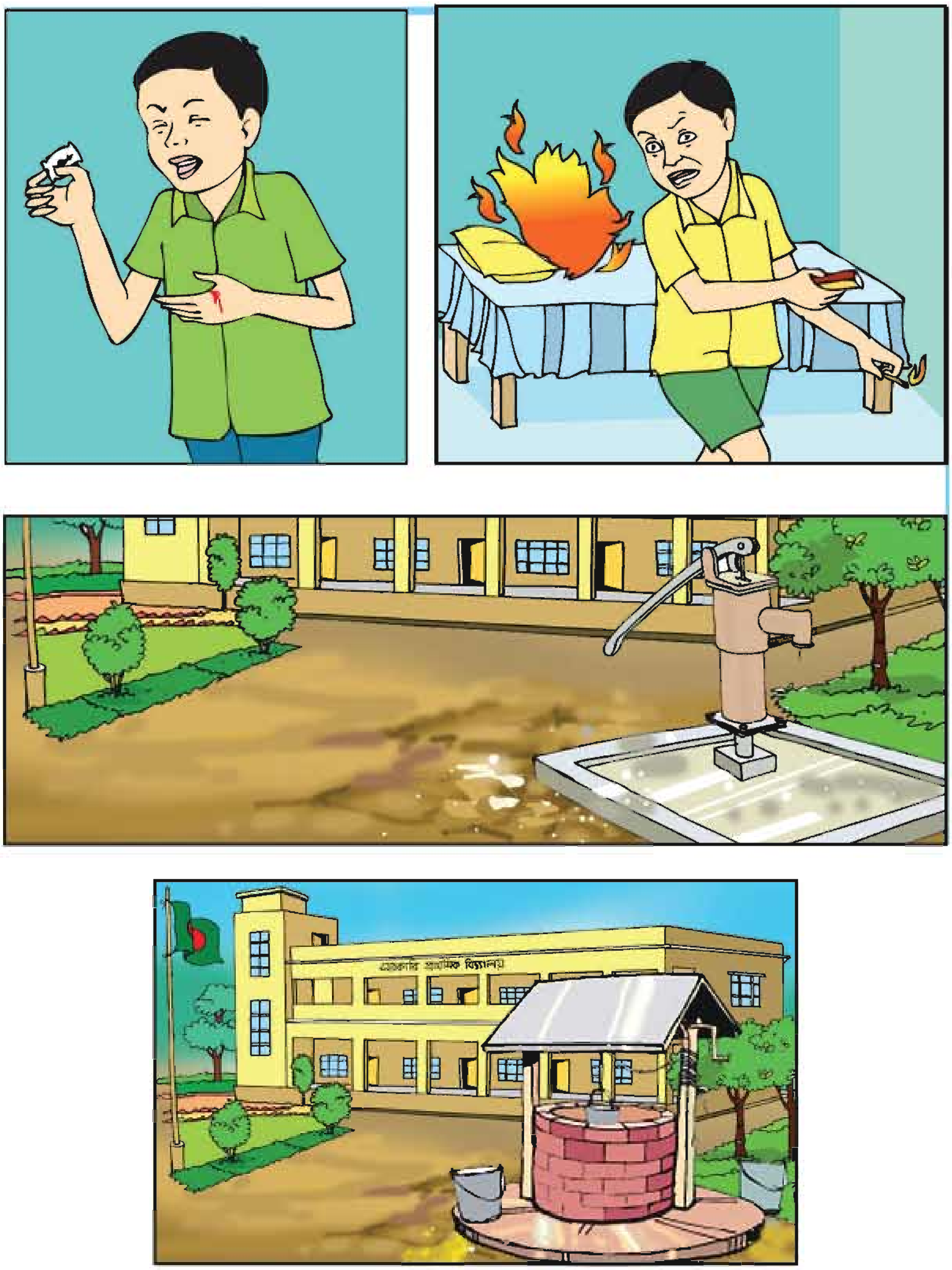

(৫৮ নং চিত্র)